New Zealand Sarbojonin Durgotsav

7th - 9th October 2016

Silver Jubilee Year

Organised by

Probasee Bengalee Association NZ

The team at NCBT Wishes everyone a Happy Durga Pooja

NCBT Newton College of Business and Technology

সম্পাদকীয়

আমাদের ঘরে ঘরে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ প্রচলিত। অবশ্য "তেরো পার্ব্বণ" বাক্যটা লোক প্রবাদ মাত্র। আসলে আমাদের ব্রত-পার্ব্বণ অসংখ্য। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিচিত্র আচার-বিচারসম্পন্ন, কত বিচিত্র ধরণের ব্রত-পার্ব্বণাদির প্রচলন যে রয়েছে তার হিসাব কে রাখে? তেরোর পিঠে একটা বা দুটো এমনকি তিনটে শূন্য বসিয়ে দিলেও সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা যায় কিনা তা সন্দেহের বিষয়। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত ও আচরিত ব্রত-পূজা ও পালা-পার্ব্বণাদির সামগ্রিক সংগ্রহ এক বিশাল দায়িত্ব। এই কাজ এখনও পর্যন্ত কেউ করেছেন কিনা জানিনা। আমরাও অবশ্য এই কাজে হাত দিইনি এবং অত বড় বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হই নি। আমরা জানি এবং মানি যে বাঙ্গালীর বারো মাসে তেরো পার্বনের মধ্যে যাবতীয় যত ব্রত-উৎসব আছে তার মধ্যে দূর্গাপূজো সবচেয়ে বড় এবং প্রধান উৎসব। শারোদীয় দূর্গোৎসব বহুল প্রচলিত এবং বাঙ্গালী মানষে এই দূর্গাপূজোর স্থান যাবতীয় পাল-পার্ব্বণাদির মধ্যে, সবার উপরে।

দেবী দূর্গা হলেন শক্তির রূপ। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মা দূর্গা হলেন "দূর্গতিনাশিনী" অর্থাৎ সকল দুঃক্ষ-দুর্দশার বিনাশকারিনী। পুরাকালে মহিষাসুরের অত্যচারে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতারিত হয়েছিলেন। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড (মহিষাসুরের) অত্যাচার অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই সময় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শরীর থেকে তেজরশ্মি একত্রিত হয়ে এক বিশাল আলোক পুঞ্জের আকার ধারণ করে। সেই আলোক পুঞ্জো থেকে আবির্ভূতা হলেন দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত আদ্যাশক্তি মহামায়া মা দূর্গা। তিনি অসুর কুলকে বিনাশ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি স্থাপন করলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী দুর্গা পূজোর (বসন্ত কালে) প্রথম প্রবর্তক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, দিতীয় বার দুর্গা পূজো করেন পিতামহ ব্রহ্মা আর তৃতীয়বার দুর্গা পূজোর আয়োজন করেন স্বয়ং মহাদেব। সৃষ্টির প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে প্রথম দুর্গা পূজো করেন। এর পর পিতামহ ব্রহ্মা মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর বধের জন্য দ্বিতীয় দুর্গা পূজো করেছিলেন। পরে শিব ঠাকুর ত্রিপুর

নামে এক অসুরকে বধ করবার জন্যে তৃতীয় দুর্গা পূজোর আয়োজন করেন। দুর্বাশা মুনির অভিশাপে লক্ষীকে হারিয়ে, শাপমুক্ত হওয়ার অভিলাশে দেবরাজ ইন্দ্র চতুর্থবার দুর্গা পূজো করেন।

এর পর থেকেই পৃথিবীতে মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ ও মানুষেরা নানা দেশে নানা ভাবে দুর্গাপূজো করে আসছে। পৃথিবীতে সর্ব প্রথম ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু, ক্ষীরসাগরের তীরে মা দুর্গার মাটির মুর্তি গড়ে পূজো করেন।

দুর্গাপূজো বছরে দুবার হয়। একবার আশ্বিনমাসে অর্থাৎ শরৎকালে এবং একবার বসন্তকালে। শরৎকালের দুর্গাপূজো "শারোদীয় দুর্গাপূজো" বা "শারদোৎসব" এবং বসন্তকালের দুর্গাপূজো "বাসন্তীপূজো" নামে খ্যাত। শারোদীয় দুর্গাপূজোর আগে কেবলমাত্র বসন্তকালেই দুর্গাপূজো অনুষ্ঠিত হোত। বসন্তকালের এই পূজোকেই দূর্গাপূজো বলা হোত।

আদি দুর্গাপূজো বসন্ত কালে অনুষ্ঠিত হলেও, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্যে শরৎকালে অর্থাৎ অকালে মা দূর্গার পুজো করেছিলেন। তাই এই শরৎকালের পুজোকে অকাল বোধনও বলা হয়। বাল্মিকী রচিত "রামায়ন" বা তুলসীদাসের "রামচরিত মানসে", রাবণ বধের জন্যে শ্রীরামচন্দ্রের এই শরৎকালের দূর্গা পুজোর কোন উল্লেখ নেই। বাংলার ভক্তকবি কৃত্তিবাস ওঝা (বাল্মিকী "রামায়ন" বা তুলসীদাসের "রামচরিত মানসের" বাইরে) বাংলার তৎকালীন রীতিনীতি ও লৌকিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ, অনেক মিথ, গল্প বাংলা রামায়ণে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢুকিয়ে বাংলা রামায়ণ আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুযায়ী, রামচন্দ্র যখন রাবন বধের জন্য চিন্তিত, তখন ব্রহ্মা রামের কাছে উপস্থিত হয়ে, ষষ্ঠীকল্পে বোধনের বিধান দিলেন। পিতামহ ব্রহ্মার পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র ষষ্ঠীতে বোধন ও সপ্তমী-অষ্ঠমীতে ভক্তিভরে মায়ের পুজো করলেন। অষ্ঠমী-নবমীর সন্ধীক্ষণে (অষ্ঠমীর শেষ ২৪ মিনিট এবং নবমীর প্রথম ২৪ মিনিট) রাবণ বধ করলেন। অষ্ঠমী-নবমীর সন্ধীক্ষণের এই পুজোকে সন্ধীপূজো বলা হয়। অবশেষে নবমীতে বিশাল পুজোর আয়জন হোল এবং দশমীতে বিজয় উৎসব বা বিজয়া পালিত হোল।

শারোদীয় দূর্গাপূজোয় 'বোধন' নামে একটি অঙ্গপূজোর পর পূজোর সূচনা হয়। 'বোধন' শব্দের অর্থ 'জাগরন'। বাসন্তী পূজোয় (বসন্ত কালের দূর্গা পূজোয়), এই বোধন অনুষ্ঠান হয় না। শ্রাবণ থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত দক্ষিনায়ন কাল, অর্থাৎ দেবতাদের রাত্রি কাল এবং মাঘ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত উত্তরায়ণ কাল অর্থাৎ দেবতাদের দিবাকাল। দিবাকালে অর্থাৎ জাগ্রতকালে পুনরায় জাগরনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দক্ষিনায়ন অর্থাৎ দেবতাদের রাত্রিকালে শারোদীয় দূর্গাপূজোয় 'বোধনে'র প্রয়োজন হয়।

দূর্গাপূজো বহুকাল থেকে প্রচলিত হলেও, ঘটা করে দূর্গা পূজোর ইতিহাস খুব পূরোনো নয়। ইতিহাস থেকে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে দূর্গাপূজোর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির "দূর্গাভক্তিতরঙ্গিনী"-তে মা দূর্গার বন্দনার উল্লেখ আছে। ১৫১০ সালে কুচবিহারের রাজা বিশ্ব সিংহ দূর্গাপূজোর আয়োজন করেছিলেন। ১৬১০ সালে কোলকাতায় (বরিশা/বেহালা) সাবর্ণ রায়চৌধূরীর পরিবার, মা দূর্গার ছেলে-মেয়ে পরিবার সহ প্রথম দূর্গা পূজোর আয়োজন করেছিল বলে শোনা যায়। সাবর্ণ রায়চৌধূরী পরিবারের দূর্গা পূজো আজও হয়ে আসছে। সেই পরিবারের একজন (অরুনাভঃ রায়চৌধুরী) বর্তমানে আমাদের অকল্যান্ডের সার্বজজীন দুর্গাপূজোর সদস্য। ১৭৯০ সালে এই পূজোয় আকৃষ্ট হয়ে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় বারোজন বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে প্রথম সার্ব্বজনীন দুর্গা পূজোর আয়োজন করেন। যা বারোইয়ার/বারোইয়ারী বা 'বারোয়ারী' বা 'সার্ব্বজনীন' দুর্গাপূজো নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়।

আমাদের অকল্যান্ডের সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজোও বারোয়ারী দুর্গাপূজো। তবে আমাদের এই পূজো বারোজন নয়, বাইশজন বন্ধু মিলে শুরু করেছিলেন। তা স্বত্ত্বেও আমাদের এই পূজো "বাইশয়ারী" না হয়ে "বারোয়ারী" পূজো। আজ থেকে ২৫ বছর আগে অকল্যান্ডের নয়টা এবং Palmerston North-এর দুটো পরিবার এক ঘরোয়া বৈঠকে/আড্ডায় অকল্যান্ডে দুর্গা পূজোর সম্ভবনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং অকল্যান্ডে দুর্গা পূজো করার সিদ্ধান্ত নেন। (এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে ভিতরের পৃষ্ঠায় দেখুন)।

প্রতি বছরের মত এই বছরও আমরা শারোদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মায়ের আরাধনায় মিলিত হয়েছি। তবে আমাদের এই বছরের পূজো একটা বিশেষ কারনে উল্লেখযোগ্য। এই বছর আমাদের অকল্যান্ডের সার্বজনীন দূর্গোৎসবের রজতজয়ন্তী বছর অর্থাৎ ২৫ বছরে পদার্পন। আপনাদের এই পূজয় যোগদান করার জন্যে সবাইকে জানাই আমন্ত্রন।

এই পত্রিকাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে যে সমস্ত লেখিকা, লেখক, কবি ও শিল্পীরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিজ্ঞাপনদাতাদের সহযোগিতা ছাড়া এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হোত না। তাঁদেরও জানাই বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ব্যাপারে অতনু ভৌমিক এবং দেবানন্দ দেবের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। হরিশ কালা (Harish Kala), শোভিক নন্দি (Shovik Nandy) এবং কপিল ভগতের (Kapil Bhagat) সহযোগিতা ছাড়াও এই পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হোত না। এই পত্রিকার কাজ করতে করতে মাঝপথে আমার Computer খারাপ হয়ে যায়। হরিশ (Harish Kala) তার নিজের Computer কিছুদিনের জন্যে আমাকে ব্যাবহার করতে দিয়ে বিশেষ সাহায্য করে।

নিউজিল্যান্ড সার্বোজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষে শুভেচ্ছাসহ।

অমিত সেনগুপ্ত (সম্পাদক)

INDIA GATE

FINE INDIAN DINING

0800 INDIA GATE

$9.90 ALL MAIN CURRIES
(Dine in or Takeaway)
Monday - Thursday
(*Except prawn curries)

BUFFET LUNCH
VEG. & NON-VEG.
(12-14 items -
Min. 4 Main curries)
$14.90 *Per Person
11:30am - 2:30pm
Saturdays & Sundays

Call us today!

09 6310047

380 Manukau Road, Epsom

www.indiagateresautant.co.nz

Indian Restaurant & Takeaway
Free delivery *Conditions apply
Delight your taste buds with delicious Indian cuisine!

Prime Minister

Message from Prime Minister John Key to Sarbojonin Durgotsab Committee

Namaste aur shubh kamanae. Congratulations and best wishes for the 25th Durga Puja celebrations in New Zealand.

New Zealand is home to many vibrant communities. As Prime Minister I am proud of New Zealand's diverse cultural landscape. Along with National MPs Kanwaljit Singh Bakshi and Dr Parmjeet Parmar, we are committed to ensuring the voice of the Indian community is heard at the highest levels of government.

Many people in New Zealand and around the world will be celebrating Durga Puja. To all those celebrating, I hope you have a wonderful day with your family and friends.

Best wishes,

Rt Hon John Key
PRIME MINISTER

Private Bag 18041, Parliament Buildings, Wellington 6160, New Zealand. Telephone 64 4 817 6800

Message for the New Zealand Sarbojanin Durgotsav Committee

I wish you all the very best on this auspicious occasion of Durga Puja, as we celebrate the victory of good over evil.

It is a privilege to acknowledge the work of the New Zealand Sarbojanin Durgotsav Committee, which has been organising Durga Puja festivities since 1992. Thank you for
25 years of service to the Bengalee community. Along with the Probasee Bengalee Association, the Sarbojanin Durgotsav Committee has been responsible for promoting the rich cultural and literary traditions of Bengal here in New Zealand.

While Durga Puja is a religious and spiritual celebration of the triumph of good over evil, it is also a particularly special time for families to come together and partake of the festivities together.

It is also an opportunity for Bengalees in New Zealand to celebrate their heritage, traditions and to showcase the beauty of Bengalee food, music, dance and attire to the rest of New Zealand.

Best wishes for a blessed Durgotsav!

Hon Phil Goff
MP for Mt Roskill
Labour Spokesperson for Ethnic Communities

Kanwaljit Singh Bakshi

National Member of Parliament

26 September 2016

Amit Sengupta
Sarbojonin Durgotsab Committee
Probasee Bengali Association

Dear Mr Sengupta and members of the committee/association,

I take this opportunity to congratulate everyone on celebrating the 25th Durga Puja in New Zealand.

Time and efforts of the Kiwi Bengali in contributing to New Zealand and adding to its vibrancy are much appreciated by this National Party Government.

My best wishes to Kiwi Bengali's in New Zealand

Yours sincerely

Kanwaljit Singh Bakshi
List Member of Parliament based in Manukau East

Parliament Buildings
Wellington 6160
New Zealand

ddi +64 4 817 9392
fax +64 4 473 0469
email
kanwaljit.singh.bakshi@parliament.govt.nz

National
www.national.org.nz

Unit 1, 131 Kolmar Road
PO Box 23136
Papatoetoe, Auckland 2025

ddi +64 9 278 9302
fax +64 9 278 2143
email
bakshi.mp@parliament.govt.nz
www.national.org.nz

With Best Compliments

From

RELIANZ TRAVEL

632 DOMINION ROAD, BALMORAL, AUCKLAND.

PHONE: 0508 411 111, EMAIL: INFO@RELIANZTRAVELS.COM

Contents

পূজা নির্ঘন্ট		
Durga Puja Invitation		
President's Report	Malabika Bhaduri	16
শুরুর গল্প	উপাসনা চৌধুরী	20
জ্যান্ত দূর্গা	মিলি সেনগুপ্ত ও প্রবীর সেনগুপ্ত	24
A Grihastha's Answer to Spiritual Liberation	Rishika Mukherjee	32
সঙ্গীত	অমিত সেনগুপ্ত	43
আমার দাদু	রাজীব গুপ্ত	50
Physical Activity is necessary... ... for Wellbeing:	Rita Krishnamurthy	52
Modern techniques of Pranic healing	Pavitra Roy	58
গঙ্গা-যমুনা	দিলীপ কুমার দাস	61
Unity in Diversity	Malabika Bhaduri	64
Our Grand Father:	Sachi & Zubin Roy	66
My Dadi	Svetlana Banerjee	67
আমরা শোকাহত (Condolence Messages)		
Netaji	(Taken from Baba Saheb B R Ambedkar)	70
What is the Shabd	Chander Prakash Satija	74
ভারতীয় নারী ও প্রাশ্চাত্য নারী	সপ্না রায়	78
ঠাম্মার আই-প্যাড	মিনতি রায়	80
Game, Set and Match	Shopan Dasgupta	84
Durga Puja	Priyanca Radhakrishnan	88

Sarbojonin Durgotsav Rajat Jayanti 2016

(1992 – 2016)

Organised by Probasee Bengalee Association of NZ Inc.

INVITATION

Dear friends

On behalf of Probasee Bengalee Association of NZ Inc, organisers of NZ Sarbojonin Durgotsav, we take the pleasure of inviting you to our 25th Silver Jubilee Sarbojonin Durgotsav to be held at ***Ram Mandir,*** 11 Brick St, Henderson, Auckland from Friday 07 October – Sunday 09 October 2016.

Based on Hindu mythology, this religious festival depicts the victory of good over evil through the worship of the Goddess Durga, the epitome of divine power, strength and prosperity.

Over time, this event has gained popularity irrespective of religious faith and ethnicity and is celebrated across the globe by many organisations. In New Zealand we are proud to be the first organisation to have held the event way back in 1992. This event has gathered strength over the years and transcended ethnic boundaries.

This year we will be experiencing a unique journey down memory lane which will bring us stories from the first ever Durga Puja held in 1992 at 14 Whitworth Road, Mt Eden and also help us relive the treasured incidents over all the 25 years since then. We will be honoured and privileged if you would join us at this festival and share our joyful experiences. We would also like to hear from you about your previous experiences of Probasee's Sarbojonin Durgotsav in Auckland. For your ready reference we are attaching a copy of our programme. If you need further clarification, please do not hesitate to contact us.

Warmest regards

Malabika Bhaduri
President, Probasee Bengalee Association of NZ
& Convenor
NZ Sarbojonin Durgotsav – 2016

Contacts (on the next page)

With Best Compliments

From

Travelshop
Let the Journey Begin

UNIT 0, 8 BISHOP LENIHAN PLACE, BOTANY, AUCKLAND 2013.

PHONE:09 272 3522 , 09 272 3544

SHEIL:021 915 346, TONY:021 915 329, EVANGELINE:021 915 340

E-MAIL: INFO@TRAVELSHOPNZ.CO.NZ

AFTER HOURS – PLEASE TEXT US AND WE WILL CALL YOU BACK.

Contacts:

Malabika Bhaduri	mala.bhaduri@gmail.com
Atonu Bhowmik, General Secretary	atonubhowmik@gmail.com
Santanu Roy, Vice President	santanu.roy2606@gmail.com
Sudeshna Giri, Cultural Secretary	rangiri@xtra.co.nz
Devanand Deb, Treasurer	devanand.deb@xtra.co.nz
Urmi Nandi, General Member	urminandi@rediffmail.com
Sucheta Banerjee, General member	suchetapratap@gmail.com
Upasana Chowdhury, General Member	upasana.chowdhury@gmail.com
Aloka Peacock, General Member	Aloka@xtra.co.nz

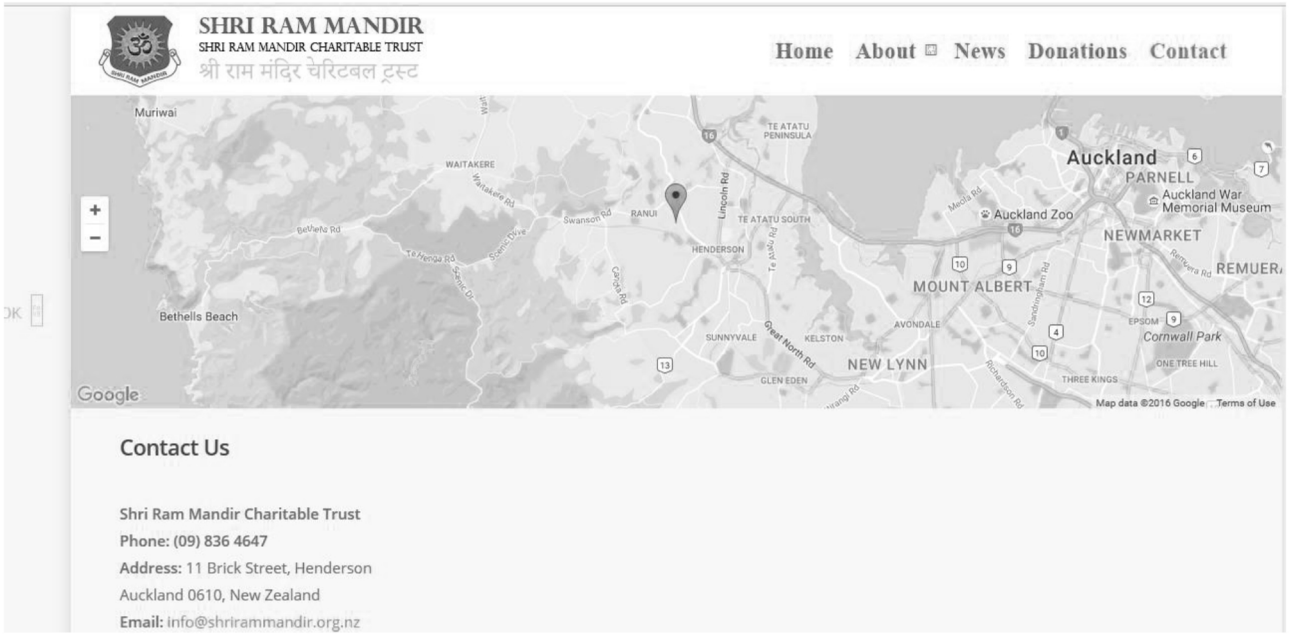

NZ Sarbojonin Durgotsav Rajat Jayanti 2016

Since 1992

Organised by Probasee Bengalee Association of NZ Inc.

Venue: Ram Mandir
11 Brick Street, Henderson
Auckland

PUJA PROGRAMME

Friday 07 October

7 pm	Pratima Sthapan
7:15 pm	Inauguration
7:45 pm	Cultural programme
9 pm	Dinner

Saturday 08 October

10:30 am	Mahashashthi Puja
11:30 am	Sit and Draw competition (up to 16 years of age)
12:30 pm	Arati/Pushpanjali
1 pm	Prasad and Lunch
1:15 pm	Mahasaptami Puja
3 pm	Arati/Pushpanjali
7:15 pm	Sandhyarati
7:30 pm	Cultural Programme
9:15 pm	Dinner

Sunday 09 October

10:30 am	Mahashtami Puja
11:30 am	Go As You Like competition (kids up to 5 years)
12:30 pm	Arati/Pushpanjali
1 pm	Prasad and Lunch
1:15 pm	Sandhi Puja
1:45 pm	Mahanavami Puja
2 pm	Talent Quest (6- 18 years)
3:15 pm	Arati/Pushpanjali
3:30 pm	Havan
6:30 pm	Dasami Puja
8 pm	Sindur Daan (varan)
9 pm	Dinner

On behalf of:
Probasee Bengalee Association of NZ Inc.
www.probasee.org.nz

FROM THE PRESIDENT'S DESK

September 2015 – September 2016

Dear member

Nearly a year has passed since the Executive Committee was given the responsibility of running the events of Probasee Bengalee Association for 2015-16 and I am pleased to say that, together with your continuous encouragement, support and cooperation, we have been able to hold the following events successfully during this time:

- Sarbojanin Durgotsav was held from 23 – 25 October 2015 at Ram Mandir, Henderson. This was the first time our Puja was held at that venue. Apart from our own members, their families and our usual guests, we had the privilege of having people, who visited Ram Mandir regularly, come and view our Puja, our cultural programmes and sample our dishes. Our cultural programmes featured several talented youngsters and adults and were successful. Our usual competitions, Sit and Draw, Go As You Like and Talent Quest attracted lots of participants.

- Our Lakshmi Puja was conducted at the same venue on Monday 26 October and was attended by about 100 people.

- Bijoya Sommelon was held at Balmoral Church on 1 November 2015. We felicitated our Puja Food Committee members on that occasion and it was well attended.

- Probasee was given the responsibility of organising the Spirit of Cricket tournament from November 2015 to February 2016 which our boys did in a befitting manner. Our players rose up to the challenge and emerged finalists through convincing wins against the other Indian teams. Unfortunately, in the finals, they missed winning the Champions Cup and came home with the runner-up trophy.

- Our annual picnic was held at Cornwallis Regional Park on Sun 7 February 2016. Although the picnic was well attended, we could not conduct our annual sports due to unforeseen circumstances.

- Saraswati Puja was held on Saturday 13 February at the NZ Athia Trust Community Hall. People offered Pushpanjali, little children had their "Haathe Khori" and our Food Committee cooking excellent food for everyone.

- Our annual badminton tournament was held at the YMCA Lynfield Sports Centre on Sat 9 April and was attended by about 30 participants and their families.

- The very next day, Sunday 10 April, our Poila Boishakh programme was held at Papatoetoe High School. Our participants put up a good show which featured popular songs and recitations. We had a few new singers who added value to the programme.

- Noboroshe Rabindranath and Hey More Bidrohi comprised our Rabindra Nazrul Sandhya which was staged on 19 June at Avondale College and was a fantastic effort by all - script writers, organisers, choreographers, narrators and recitors, singers, actors, dancers- in short, participants and their families and of course, the numerous helpers including backstage crew and administrators. We had the privilege of having assistance and participation from our fellow associations - Bhabna, BNZFS, Nandan, BANZI and Puja Sangha NZ in making this event a success.

- Next our annual table tennis tournament was held on 2 July at Manurewa Table Tennis Club. Unfortunately, we only had 7 participants this year and we sincerely hope that we can encourage higher participation in future.

- Anondo Mela, which featured some traditional Bengali food and light music, was held at St Barnabas Church on 17 September. Although it was a wet and dark evening, we had the privilege of having quite a few attendees who left with smiles of pleasure after sampling the Egg Devils, Ghugnee, Chhanar Payesh, Aaloor Dom, Sev Puri, Papri Chaat, Dahi Papri Chaat, etc and after listening to some lilting music and songs rendered by our local artists.

On behalf of the Probasee Executive Committee, I would like to reiterate that we would not have been able to make any event successful without your continuous support, encouragement and cooperation. We thank you from the bottom of our hearts for the trust and confidence you have bestowed on us at all times and we sincerely hope to receive your benevolence in the years to come.

NOMOSKAR O AANTORIK SHARODIYA SHUBHECHHA

Malabika Bhaduri

With Best Compliments

From

SS Super Mart & Chennai Express

578 Sandringham Road

Phone: 0211 0953 36, 09 8494234

sureshdeva@hotmail.com, www.rrkfood.co.nz

With Best Compliments

From

শুরুর গল্প

উপাসনা চৌধুরী

২ রা অক্টোবর ১৯৯২, শুক্রবার। সাল তারিখের হিসেব দিয়েই লেখা শুরু করলাম কারণ এইবারের পুজোটা ঠিক এইখানেই আলাদা। ৭ই অক্টোবর ২০১৬-এর দুর্গা পুজোয় প্রতি বছরের মত এই বছরও মা সপরিবারে নিউজিল্যান্ড এসেছেন ঠিকই কিন্তু এইটা তাঁর ২৫ তম আগমন। এই পুজো অন্য বছরের পুজো গুলোর থেকে আলাদা, সেটা বছরের সংখ্যা টা ২৫ বলে হয়ত নয়, কারণ এই বারের পুজো একটা পথ চলা আর পৌছনোর গল্প বলেছে।

১৯৯২। নিউজিল্যান্ডের অপুর্ব সুন্দর ছোট্ট বন্দর শহরের জন সংখ্যা তখন লক্ষ্যের সংখ্যায় গোনা হয় ... যা আজো আমাদের গোটা দেশ বাদ দিয়ে যদি শুধু রাজ্যকে ধরা হয় বা সেটাও না হয়ে যদি আমাদের শহর কলকাতা-কে জন সংখ্যার তুলোনায় তুলোনা করা হয় তাহলে ঠোটের কোনে তাচ্ছিল্যের হাঁসি ছাড়া আর কিছুই আসবে না। এত কিছু বলতেই হল এটা বোঝানোর জন্য যে সেই ২৫ বছর আগে কলকাতা থেকে এত দূরে, এত নির্জন একটা শহরে যেখানে ভারতীয়র সংখ্যাই ছিল নগন্য, বাঙ্গালী পরিবার তো গুটিকয় সেখানে, দুর্গা পুজো করাটা খুব সহজ ছিল না। তবু হয়েছিল। মা কে ভালোবেসে ।

সেই ২৫ বছর আগে মর্তে পাল্কি না দোলায় কিসে মায়ের আগমন হয়েছিল মনে থাকা বা বলা মুশকিল কিন্তু এই নিউজিল্যান্ডে মা এসেছিলেন হ্যান্ড ব্যাগে। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে চেপে, কেবিন ব্যাগেজে মা এসে পৌছেছিলেন এই অকল্যান্ডে। এইটুকু শুনেই অবাক হলে বলব অবাক হওয়ার বাকি অনেক কিছু আছে। সেই সময় এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ পদাধিকারী Mrs Manju Sarkar অকল্যান্ডের প্রথম দুর্গা প্রতিমা এনেছিলেন হ্যান্ড ব্যাগেজে। দুর্গা প্রতিমা বঙ্গ তনয়ার সাথে প্রথম সেদিন পা রেখেছিলেন এই অকল্যান্ডে।

কলকাতার দুর্গা পুজো দেখে আমরা যারা পুজো চিনেছি, দেখেছি তারা দুর্গা পুজোকে নামে চিনতে শিখেছি ছোট বেলা থেকেই। মুদিয়ালীর পুজো বা মহম্মদ আলির, শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো বা লেকটাউন শ্রীভূমি সারা কলকাতা দুর্গা পুজোকে চিনি তার নামে আর ভীড়ে । 14 Whitworth Road, Auckland। ২৫ বছর আগে এই নিউজিল্যান্ড দেশে এটাই ছিল দুর্গা পুজোর ঠিকানা আর উদ্যোক্তা ছিল মাত্র ১১ টি পরিবার। পুজোর জেল্লা বা আয়োজনের কিন্তু কোনো খামতি হয়নি। তাতে, রীতিমত সমস্ত বিধি মেনে মায়ের পুজো যেমন হয়েছিল, তার সাথে পুজোর বিনোদন থেকে শুরু করে, পুজোর ভোজ, কোনোটাতেই পিছিয়ে ছিল না, মাওরি শহরের প্রথম এই পুজো।

Mrs & Mr Indrajit Sarkar, Dr & Mrs Debesh Bhattacharyya., Mr & Mrs Sunil Mukherjee., Mr & Mrs Amit Sengupta, Mr & Mrs Dipen Mukherjee, Dr & Mrs Jonardhan Nanda Mr & Mrs Sudeep Mitra, Mr & Mrs Dhruvo Chakroborty, Mr & Mrs Saikat Chatterjee, Dr & Mrs Srikanta Chatterjrr and Dr & Mrs Samir Dasgupta - এঁরাই ছিলেন পূজোর উদ্দোক্তা। অকল্যান্ড শহরে প্রথম পুজোর রুপকথা সত্যি হওয়ার নেপথ্যে ছিলেন এনারাই। এই বাইশজনের মধ্যে দুটি পরিবার (Dr & Mrs Srikanto

Chatterjee, Mr & Mrs Sameer Dasgupta.) এসেছিলেন Palmerston North থেকে।

প্রত্যেক পরিবার পিছু ১০০ ডলার চাঁদা দিয়ে সেই ১৯৯২ সালে যেই পুজো শুরু হয়েছিল। মাকে কাছে পাওয়ার আন্তরিকতায় সেই পুজো কিন্তু কোনো নামজাদা পুজোর থেকে কোনো অংসে কম নয়। সেরকমই শোনা গেলো মিসেস সেনগুপ্তর কথায় " বারোয়ারি পুজো ছেড়ে প্রথমবার মনে হয়েছিল নিজেদের পুজো "। আমাদের সকলের প্রিয় কাকিমা (Mrs Nupur Sengupta) ২৫ বছর আগের সেই পুজোর দিনের কথা বলতে গিয়ে প্রথম এই কথাটাই বললেন আমাদের। সত্যিই এই আন্তরিকতাতেই southern hemisphere এর ছোট্ট দেশে, শরতের (এদেশে বসন্ত) মেঘ আকাশে ওড়ানো যায়, কাশ ফুল ফোটানো যায় ভিনদেশী লেকের ধারে। আর ওনাদের দেখানো পথ ধরে আজও শরতের মেঘ প্রতি বছর পথ চিনে দেখা দিয়ে যায় অকল্যান্ড শহরে, সেই পুজোর রেশ ধরেই ২৫ বছর পরে সেই পুজো নিয়েই কলম ধরতে হয় কাউকে ।

এত কথার মধ্যে গল্প বলাটা থেমে গিয়েছিল এবার আবার ফিরে আসি শুরুর কথায়, দুর্গা-ঠাকুর তো এসে গেছে। এইবার পালা আয়োজনের। সেটাও খুব সহজ ছিল না। এখানে তো পা বাড়ালেই বড় বাজার নেই, মল্লিক বাজারের ফুল আর ভীম নাগ, কে সি দাস-এর মত পাঁচ তারা মিষ্টির কথা তো উঠছেই না, সামান্য পাড়ার দোকানের বাঙ্গালী মিষ্টিই বা পাওয়া যাচ্ছে কোথায়। তবু পুজো করতে চাই তো সবই । লিখতে বেশ ভাল লাগছে ২/১০/৯২ র পুজোতে কিন্তু ছিল সবই। তখনকার দিনে একমাত্র ইন্ডিয়ান স্টোর "মহাদেব" ছিল একমাত্র ভরসা। সেখান থেকে এসেছিল পুজোর যাবতীয় সামগ্রী। এইবার পালা ফুলের। ১০৮ টি পদ্ম ফুল, তার মধ্যে একটা হারিয়ে ফেলে শ্রী রামচন্দ্র নিজের চোখটিই খোয়াতে বসেছিলেন, এক কথায় যেই ফুল ছাড়া মায়ের পুজো সম্ভব না। কিন্তু এই পেঙ্গুইন এর দেশে পদ্ম-ফুল পাওয়া যাবে কোথায়? কিন্তু তাই বলে তো পুজো থেমে থাকতে পারে না। "ত্রি পত্র বেল পাতাকে আর ক্যামেলিয়া পদ্মকে রিপ্লেস করত" জানালেন শ্রী দেবেশ ভট্টাচার্য। সেই শুরুর দি্ন থেকে আজও উনিই করে আসছেন মায়ের পুজো। ইচ্ছে আর আন্তরিকতাই যে কোনো শুভ কাজের সবচেয়ে বড় উপাচার, তা বার বার প্রমান করেছেন ওনারা। এবার মাকে সাজানোর কথাতে আসি, পুজোর সাজ, এখানে তো থার্মোকলের কারুকাজ করা সাজ বা শোলার সাজ পাওয়ার কথা ভাবাও যায় না। কিন্তু মাকে তো সাজাতে হবে। তাই সেই সময় "দোলোনের সাথে বাকিরা সবাই" মিলে মাকে সাজিয়েছিলেন মনের মত করে, আমাদের জানালেন Mrs Shyamali Bhattachariyya। সেই সাজ কিন্তু দেখবার মত ছিল। শুধু সাজানো নয় প্রথম পুজোয় দাদাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুজোর আয়োজন করেছিলেন বৌদিরাও, তাই বাকি আরো অনেক কিছুর মত চমক ছিল মায়ের পুজোর ভোগের থালায় ও মিষ্টির লিস্টে। ছিল না না রকম সন্দেশ, গুলাব জামুন আর খাজা। সবই বাড়ীতে বানানো। কোনো কিছুই বাদ পরেনি পুজোর লিস্ট থেকে। আর পুজোর খাওয়া দাওয়া ... সেটা বাদ পড়লে তো আমার লেখাই অসম্পুর্ন থেকে যাবে।

দুজ্ঞা পুজো বলে কথা। সেই পুজোতে লোক আসবে না তা তো হয় না। বেশ কিছু মানুষ সেই পুজো দেখতে এসেছিলেন। তাদের জন্য ছিল খাবারের আয়োজন, সবটাই নিজেরা বাড়ীতে

করেছিলেন এই ১১টি পরিবার। পুজোর খাবার রান্না শুরু হত একমাস আগে থেকে। হ্যাঁ একদম ঠিক পড়েছেন-এক মাস। প্রত্যেক week-end-এ ইন্দ্রাজিত সরকার মহাশয়ের বাড়ীর গ্যারেজ এসে জড়ো হতেন সবাই। হাতে হাতে তৈরী হয়ে যেতো পরোটা, নারু ,আলুর দম, ছোলার ডাল আরো কত কি। যারাই পুজো দেখতে আসতেন, বাঙ্গালী আতিথেয়তা পেয়েই বাড়ী ফিরতেন, আর সেটাতো সুস্বাদু খাবার ছাড়া তো হয় না, সেই রেওয়াজ চলছে আজও। প্রথম পুজোর খাবারের তালিকা ছিল এই রকমঃ

শুক্রবার- ষস্টী, সপ্তমীঃ পরোটা [৩০০ টা , সবটাই বাড়ীতে তৈরী] আলুর দম, ছোলার ডাল

শনিবার- অষ্টমী নবমীঃ খিচুড়ি, চাটনী ,দু রকম মিষ্টি [গুলাব জামুন ,সবুজ সন্দেস]

রবিবার- দশমী বিসর্জনঃ বাঙ্গালীর সর্বকালীন প্রিয় ভাত মাছ আর মাংস [বিসর্জনের পরে]

এইবার বলুন তো, ২৫ বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ের ছোট্ট দেশের ততধিক ছোট্ট শহরের দুর্গা পুজোটা কোন দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল। কি ভাবছেন , পুজোর আমোদ? সেটাও ছিল নাচ, গান্, আবৃত্তি আর যেটা না বললেই নয় সেটা হল চিত্রাঙ্গদা। সেই ২৫ বছর আগের ক্ষুদেরা বেশ ভাল ভাবে পরিবেশন করেছিল নৃত্যনাট্যটি। যেটি বোধহয় একমাত্র উপস্থাপনা। যেখানে প্রথম বার চশমা পরা মদন দেবকে দেখা গিয়েছিল। গান গল্প মজা খাওয়া দাওয়া সব মিলিয়ে জমজমাট ছিল প্রথম পুজো ।

সেদিনের সেই অনেক কিছু এখন আর নেই। এর মধ্যে সেই দুর্গা পুজোর রুপকথাটা এই সুদূর অকল্যান্ডে ওনারা সত্যি করতে পেরেছিলেন বলেই আজও মা প্রতিবছর আমাদের কাছে আসেন আমাদের সাথে থাকেন তিনটে দিন। ১১টি পরিবার থেকে সংখ্যাটি এখন ৯০০। তাই স্বভাবতই পূজোর বাজেট থেকে শুরু করে খাবারের তালিকায়, পূজোর অনুষ্টানের সংখায় সিঙ্গিল ডিজিটের পাশে শুন্যও বেড়েছে এই ২৫ বছরে। কিন্তু এই সবই সেই শুরুর উৎসাহের ফলশ্রুতি। অকল্যান্ডের পুজো আরো অনেক বছর পার করুক। আরো কেউ, আরো অনেক বছর পর এই গল্প আবার লিখুক সেই আশা নিয়ে শুরুর গল্প এখানেই শেষ করলাম। আমার গল্প ফুরলো কিন্তু নিউজিল্যান্ডের দুর্গা পুজোর গল্পের নটে গাছটি আরও বড় হোক, আরো আনন্দের হোক, সেই শুভ কামনা রইল।

HAPPY DURGOTSAV & DUSSEHRA

With Best Compliments from

Award Winning Real Estate

Sales & Marketing Specialist

INDER TAK

YOUR PROPERTY-MY PRIORITY

A proven track record of successfully achieving premium prices for Home Owners through strategic marketing and smartly planned campaigns.

Your housing needs deserve the care of a specialist.

Call INDER anytime on FREEPHONE

0800 030 111

FOR NO OBLIGATION FREE MARKET APPRAISAL

ON YOUR PRIME ASSET....YOUR HOME.

You will be moving in the right direction with INDER...

INDER TAK: Mobile: 0277 88 77 44

Email: indertak@yahoo.com

www.indertak.harcourts.co.nz

Experience has its REWARDS

Harcourts

Blue Fern Realty

জ্যান্ত দূর্গা

মিলি সেনগুপ্ত ও প্রবীর কুমার সেনগুপ্ত

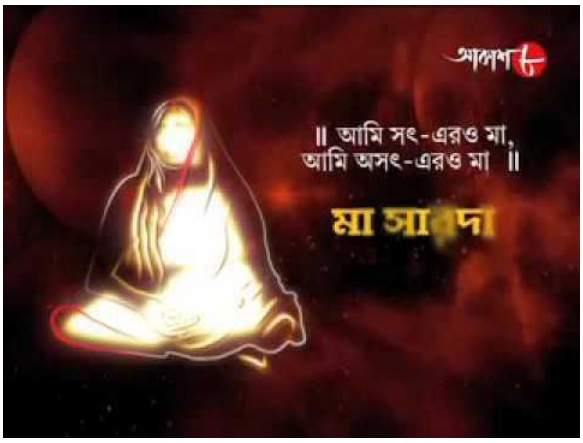

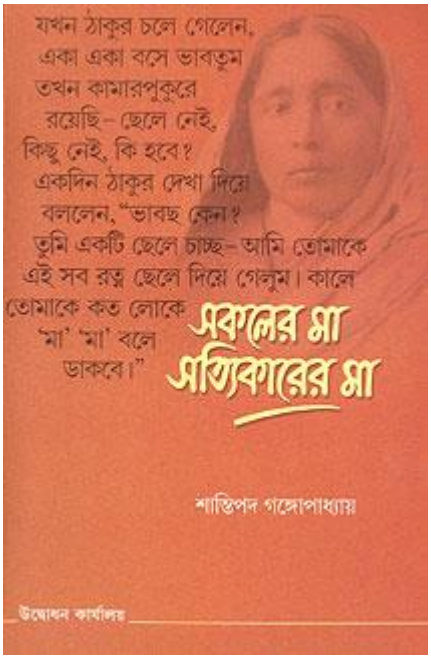

গ্রামের নাম শিহর। শিবমন্দিরের পাশেই যাত্রাগানের আসর বসেছে। জয়রামবাটি আর আশেপাশের অন্যান্য গ্রামের অনেক মহিলা-পুরুষ এসে ভীড় করেছে। এইরকম এক মহিলার কোলের দুই বছরের শিশু কন্যা ক্ষেমঙ্করীও গান শুনছে। গানের শেষে মহিলা কৌতুক করে কোলের বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করে - এই এত লোকের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়?

ছোট্ট মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে কিছুই বোঝে না। কিন্তু দুহাত তুলে সামনেই বসে থাকা যাত্রাগানের গায়ক ২০ বছরের

এক যুবককে দেখিয়ে দিল। মহিলাদের হাসিঠাট্টার মধ্যে সেদিনের কৌতুক শেষ হল বটে, কিন্তু এর চার বছর পরে সেই যুবকটি রাণী রাসমনির দক্ষিনেশ্বরের মন্দিরের নবীন পুরোহিত হিসাবে ভবতারিনী মায়ের পূজোর দায়িত্বে রয়েছেন। পূজো করতে করতে মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারিয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। অনেকেই বলাবলি করতো – ও বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে কামারপুকুরে মায়ের কাছে সে খবর পৌছল। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে নিজের কাছে এনে বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। আর পাঁচটা মায়ের মত ভাবলেন – বিয়ে করে সংসারে মন দিলে বুঝি পাগলামি শেষ হবে। কিন্তু যোগ্য পাত্রী আর পাওয়া যায় না। মা আর দাদার পাত্রী খোজার ব্যর্থ চেষ্টার খবর যখন ছেলের কাছে পৌছল, ছেলে নিজেই হেসে বললেন – জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ীতে দেখ গে, কনে সেখানে কুটোবাধা আছে।

পাত্রী খোজার পর্ব শেষ হল। পাত্রী আর কেউ নয়; সেই যাত্রার আসরের সেই শিশুটি। বাবার না রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম শ্যামাসুন্দরী দেবী। ততদিনে ক্ষেমঙ্করীর নাম হয়েছে সারদা। তার মাসির মেয়ের নাম ছিল সারদা। সেই মেয়ে মারা যাওয়ার পর ক্ষেমঙ্করীর জন্ম। মাসি এসে মাকে বললেন – দিদি, তোর মেয়ের নামটি বদলে সারদা রাখ; তা হলে আমি মনে করবো আমার সারদাই তোর কাছে এসেছে এবং ওকে দেখে আমি ভুলে থাকবো।

বাংলার ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে সেই ছোট্ট মেয়ের সয়ম্বরের পূর্ণতা লাভ করলো। সারদার বয়স তখন ছয়

আর যুবক গদাধরের বয়স ২৪।

কামারপুকুরের গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে গদাধর বালিকাবধুকে নিয়ে এলেন। মা চন্দ্রমনি সাদরে তাঁদের বরন করলেন। ফুলশয্যার রাতে জমিদার বাড়ি থেকে এক রাত্রির জন্যে কিছু গয়না ধার করে এনে নতুন বৌকে সাজালেন। গয়নার সাজে নতুন বৌ খুব খুশী। অনুষ্ঠান আনন্দে কাটলো। কিন্তু বিপদ হল তার পরে। মায়ের মনে চিন্তা – ঐ ছোট্ট শিশুর গা থেকে গয়না গুলো খুলে জমিদার গিন্নিকে ফেরত দেবেন কি করে?

গদাধর মায়ের বিপদ বুঝে রাত্রে নতুন বউ-এর ঘুমের মধ্যে চুপি চুপি গয়নাগুলো খুলে নিয়ে মায়ের হাতে দিলেন। পরদিন সকালে নতুন বৌ ভাবল তার সব গয়না বুঝি হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়ে গেছে। ভয়ে দুঃখে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। চন্দ্রমনি বৌকে কোলে তুলে বললেন – দুঃখ কোরনা। আমার গদাই তোমাকে এর চেয়ে অনেক ভালো গয়না এনে দেবে। বৌ শান্ত হল বটে। কিন্তু সারদার কাকা মেয়ের কান্না দেখে রাগ করে সারদাকে নিয়ে জয়রামবাটি ফিরে গেল।

আবার শুরু হল জয়রামবাটির জীবন। ১৮৬৪ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দেশজুড়ে খাবারের জন্যে হাহাকার। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু তবু তিনি শুধু নিজের সংসারের কথা না ভেবে, সঞ্চয়ের মরাইভর্তি ধান দিয়ে অন্নসত্র খুলে দিয়েছিলেন। হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুরি রাঁধিয়ে রাখতেন। কত লোক রামচন্দ্রের বাড়িতে আসত। ক্ষুধার্ত মানুষেরা গরম খিচুরি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতো না। ছোট্ট সারদা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া করতেন।

মায়ের নিত্য সাংসারিক কাজে সব রকম ভাবে সাহায্য করতেন। ক্ষেতে কর্মরত মুনিষদের জন্য খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতেন। মায়ের সাথে গাছ থেকে তুলো তুলতেন। মা আর মেয়ে সেই তুলোয় পৈতা তৈরি করতেন। আবার দিনের শেষে সন্ধ্যা নামার আগে বাড়ীর গরুদের জলঘাস আনবার জন্যে গ্রামের শেষপ্রান্তের জলাশয়ের ধারে তাঁকে যেতে হত। এ ছাড়া ছোট ভাইদের দেখাশুনা করতেন। এইভাবে জয়রামবাটির জীবন কেটে যাচ্ছিল।

তিনি নিজে ছিলেন পল্লীর বালিকা, স্বয়ং স্মৃতিচারণা করেছেনঃ

“আমাদের নদই ছিল আমাদের গঙ্গা। গঙ্গা স্নান করে সেখানে বসে মুড়ি খেয়ে আবার ভাইদের নিয়ে বাড়ি আসতুম। ছেলেবেলায় গঙ্গা-সমান জলে নেমে গরুর জন্য জলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্যে মুড়ি নিয়ে যেতুম। একবার (১২৭১ বঙ্গাব্দে) সেখানে কি দুর্ভিক্ষই লাগল – কত লোক যে না খেতে পেয়ে আমাদের বাড়ি আসত! আমাদের আগের বছরের ধান মরাইবাঁধা ছিল। বাবা সেই সব ধানে চাল করিয়ে কলায়ের ডাল দিয়ে হাড়িঁ হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন। ... ... সেই সব গরম খিচুড়ি যেই ঢেলে দিত, শিগগির জুড়বে বলে আমি দুহাতে বাতাস করতুম! আহা! ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্য বসে আছে। ... ... এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। সেই বছর দুঃখ পেয়ে তবে লোকে ধান মরাইয়ে রাখতে আরম্ভ করল।“

এদিকে গদাধর তখন শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিনেশ্বরের রাণী রাসমনির মন্দিরের ভবতারিনীর পূজারী। কিন্তু পূজার ধরন ধারন প্রচলিত নিয়ম কিছুই মানেন না। যখন তখন পূজো করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আরও নানা রকম খবর জয়রামবাটিতে এসে পৌছতে লাগলো।

১২৭৮ সালে চৈত্রমাসে স্বামীর সম্পর্কে না না অপবাদ শুনে কুণ্ঠিতা ১৯ বছরের সারদা পিতা রামচন্দ্রের সাথে চললেন স্বামীর কাছে, দক্ষিনেশ্বরে।

হাটাপথে প্রবল জ্বরে সারদা বেহুস। রামচন্দ্র কি করবেনবুঝতে পারছেন না। হঠাৎ কোথা থেকে কালোরঙের সুন্দরী একটি মেয়ে এসে সেবা শুশ্রুসা দিয়ে সারদাকে সুস্থ করে তুললেন। তারপর আর সেই মেয়েটির খোজ পাওয়া গেল না। রামচন্দ্র বুঝলেন –

কালো মেয়েটি আর কেউ নয়। স্বয়ং মা ভবতারিনী ছল করে মিলিত হলেন তাঁরই দ্বৈত সত্ত্বা মা সারদার সঙ্গে।

দক্ষিনেশ্বরের নহবতে সারদার স্থান হল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভবতারিনীর পূজোয় আর সেবায় সারাদিন ব্যাস্ত, আর নহবতে আর এক ভবতারিনী ঠাকুরের সেবায় ব্যাস্ত। ঠাকুর একদিন মাকে প্রশ্ন করেন – "হ্যা গা, তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিয়ে যেতে এসেছ?" মা সারদা স্বভাবসুলভ শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন – "আমি তোমায় সংসারপথে টানতে যাবো কেন? তোমার ইষ্টপথেই তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।"

আর একদিন মা সারদা ঠাকুরের পদসেবা করতে করতে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন – "আমাকে তোমার কি মনে হয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন – "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরে জন্ম নিয়েছেন, আর তিনি নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন।"

অন্যদের ঠাকুর বলতেন – "ওঁ সারদা, সরস্বতী – জ্ঞান দিতে এসেছে। ওঁ কি যে সে? ওঁ আমার শক্তি।"

ভাগ্নে হৃদয় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের দেখাশুনার দায়িত্বে থাকবার সময় অহংকারে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। মায়ের সাথেও খারাপ ব্যাবহার করতে তাঁর বাঁধতো না। ঠাকুরের নজরেও একদিন তা ধরা পরে। তিনি হৃদয়কে নিজেকে দেখিয়ে বললেন – "ওরে, হৃদে, আমাকে তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে, ওঁকে আর কখনও এমন কথা বলিস না। আমার ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস, কিন্তু ওঁর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তোকে রক্ষা করতে পারবে না।"

ষোড়শী পূজোর সময় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সমস্ত সাধনার ফল, জপমালা তাঁর চরনে সমর্পন করলেন। শ্রীমা-ও ছিলেন সেই পূজো গ্রহনের যোগ্য অধিকারী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ পূজিতা হয়ে শ্রীমা হয়ে উঠলেন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসুরী। তাই পরে নিজের আরব্দকাজের ভার মাকে দিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন – "কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো। ঠাকুর নিজেকে দেখিয়ে বললেন – এ আর কি করছে? তোমাকে আরও বেশী করতে হবে। শুধু কি আমার দায়? তোমারও দায়।"

মা একদিকে যেমন আদর্শ গৃহিনী ও জননী, অন্যদিকে

তিনি আদর্শ সন্যাসিনী। শত অভাব অনটনের মধ্যেও তিনি সদাপ্রফুল্ল ও অচঞ্চল। দক্ষিনেশ্বরে আসার পর থেকেই তাঁর সাধন জীবন বেড়ে চলে। দক্ষিনেশ্বরে তখন মা লক্ষ জপ না করে জলগ্রহন করতেন না।

দুর্গম জনহীন তেলোভেলো প্রান্তরে বিকটদর্শন ডাকাতকে পিতৃ সম্বধন করে তার পাপ পঙ্কিল জীবনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। কখনও কখনও মাতৃস্নেহে বিগলিত হয়ে স্বহস্তে খাবার খাইয়েছেন তুঁতে মুসলমান আমজাদকে। হিন্দু, মুসল্মান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও পারসিক কেউ তাঁর মাতৃস্নেহ ধারা থেকে বঞ্চিত হয়নি। জাতি, ধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য তাঁর হৃদয়ের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। স্বামি বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনি নিবেদিতা যখন মায়ের কাছে আসেন, তখন তাঁকে কন্যারূপে গ্রহন করেছিলেন। নিবেদিতা যখন নারীশিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপনার কথা বলেন মা তাঁকে উৎসাহ দেন এবং সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তখন তিনি বলেছিলেন – " মেয়েদের বুঝিয়ে দিও, তারা কেবল থোড়বড়ি খাড়া, আর খাড়াবড়ি থোড় করতে (এ জগতে) আসেনি।" শিক্ষা ছাড়া মনের উদারতা সম্ভব নয়। সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা সমস্ত ব্যাপারে মায়ের পরামর্শ নিতেন। মাকে আমরা আধুনিক নারীসমাজের পূর্বসুরি বলতে পারি। শ্রীমা বলতেন – " আমি কখন কাউকে বন্ধনে ফেলবার জন্য বলতে পারবো না। বে দিতে পারনা, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।" তিনি বলতেন "আমি সতেরও মা আবার

অসতেরও মা।" জয়রামবাটি, কামারপুকুর, দক্ষিনেশ্বর, কাশীপুরে, উদ্বোধনে তিনি মুক্তহস্তে কৃপা দান করেছেন।

রানকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে কর্মী ও ভক্তবৃন্দকে সবসময় উৎসাহ ও উপদেশ দান করতেন। এইভাবে সুদুর রামেশ্বর পর্যন্ত ভ্রমন করে তিনি বিভিন্ন ভাষাভাষীর নরনারীদের আধাত্মিক পিপাসা মিটিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর রামকৃষ্ণ সংঘ মায়ের স্নেহছায়ায় এবং পরামর্শে কেমন বেড়ে উঠেছে তা আমরা সবাই জানি। বস্তুত তাঁরই শ্রীহস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘকে অদৃশ্যভাবে পরিচালনা করেছে।। মায়ের আন্তরিক ইচ্ছাই পরমকল্যানী শক্তিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ভিত্তিভূমিকে শক্ত করেছে। মাকে লক্ষ করে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন – "তোমার ভাবনা কিসের? তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব, মাথা কেটে তপস্যা করলেও যা মানুষ পায়না। পরে দেখবে কত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে।"

ফুলশয্যার পরের সকালে মা চন্দ্রমনি শিশুবধুকে কোলে তুলে নিয়ে স্বান্তনা দিয়ে বলেছিলেন - তাঁর গদাই তাঁকে অনেক গয়না এনে দেবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সত্যিই মাকে অনেক গয়না এনে দিয়েছিলেন। গয়নাগুলোর কোনটির নাম নরেন, কোনটি বা রাখাল, গিরিশ, কোনটি আবার লাটু, এমন আরও কত। কেউই মায়ের গর্ভের সন্তান নয়, কিন্তু তাঁরা সারা দেশের গর্বের সন্তান। সত্যিই মা এখন সারা বিশ্বের মা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়ানের পূর্বে যে দায় তিনি মায়ের উপর অর্পন করে গিয়েছিলেন, ১৯২০ সালের ২০শে জুলাই, মানবলীলা সম্বরন করার শেষদিন পর্যন্ত সে কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করে গেছেন।

মায়ের কিছু উপদেশবানী আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। - "সংসারে থাকতে গেলে কেমন করে থাকতে হয় জানো? যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যখন যেমন, তখন তেমন।" "যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখনা – দোষ দেখো নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার"।

মায়ের জীবন বিশ্লেষন করলে আমরা দেখতে পাই ইনি কন্যারূপে জনক-জননীর প্রগার স্নেহের অধিকারিনী, পত্নিরূপে স্বামীর চিরানুবর্ত্তিনী, সন্যাসীনি রূপে ত্যাগ ও সেবার প্রতুমুর্তি এবং জননীরূপে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের ক্লেশময় হৃদয়ে পরম শান্তিদায়ী।

এক সময়, গ্রামের কিছু মহিলা গঙ্গাস্নানের জন্য পায়ে হেটে কোলকাতা যাচ্ছে শুনে মা সারদা তাদের সাথে দক্ষিনেশ্বর পর্যন্ত যাবেন ঠিক করলেন। শরীর দুর্বল, তবুও মনের জোরে হেটে চলেছেন। কিন্তু বারে বারেই দল থেকে পিছিয়ে পরছেন। সামনে তেলোভোলোর মাঠ। লোকে বলে সেই জঙ্গলের ভিতর ভয়ঙ্কর ডাকাতের ভীষন কালীমূর্তি আছে। ডাকাতরা লুট করবার আগে সেই ডাকাতে-কালীকে পুজো দিত। তাই সবাই দিনে দিনেই এই তেলোভেলোর মাঠ পারাপার করতো। কিন্তু সারদা বার বার পিছিয়ে পড়ছে দেখে দলের সবাই তাঁকে একা ফেলেই এগিয়ে গেল। সূর্য্য ডোবার সাথে সাথেই জঙ্গলে অন্ধকার নেমে এল। মা একা কি করবেন ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সামনে দেখেন যমদূতের মত এক মূর্তি সামনে দাড়িয়ে। গায়ের রং কালো, মাথার কুচকানো চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, হাতে রূপোর বালা, মালকোচা করে বাঁধা ধুতি হাটু পর্যন্ত নেমে এসেছে, কাঁধের উপর বিশাল এক বাঁশের লাঠি। সারদা বুঝতে পারলেন কার মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি কিছু বলবার আগেই ডাকাত তাঁকে জিজ্ঞেস করল তিনি কোথায় যাবেন। সারদা বললেন দক্ষিনেশ্বরের দিকে যাবেন। বিকটদর্শন ডাকাত কর্কশ গলায় বললো দক্ষিনেশ্বরের রাস্তা এটা নয়। অন্য দিকে যেতে হবে। ততক্ষনে ডাকাত অনেক কাছে এসে পরেছে। কিন্তু ভয়ে সারদা না পারছেন এক পা এগোতে না পারছেন পেছোতে। হঠাৎ সারদার মুখের ওপর নজর পরতেই ডাকাতের কি হল কে জানে। নরম সুরে বললো

– ভয় নেই। আমার সাথে এস। আমার সাথে আমার বৌ রয়েছে।

সারদা দেখলেন সত্যিই তাই। এতক্ষনে তিনি সাহস পেয়ে বললেন – "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে। তোমার জামাই দক্ষিনেশ্বরের কালীবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে দক্ষিনেশ্বরে পৌঁছে দাও তাহলে তোমার জামাই তোমাকে খুব আদর যত্ন করবেন।"

ততক্ষনে ডাকাতের স্ত্রী কাছে এসে পরেছে। সারদা তার হাত ধরে বললেন – "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা। একা ভীষন বিপদে পরেছিলাম। ভাগ্যে বাবা আর তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতাম কে জানে।"

বাবা আর মা ডাকের কি মহিমা। ডাকাতের প্রান একেবারে গলে গেল। তারা সারদাকে নিজের মেয়ের মত যত্ন করে তারকেশ্বর পর্যন্ত এসে মায়ের সঙ্গীদের সাথে মিলিয়ে দিল।

পরে নাকি সেই ডাকাত স্বীকার করেছিল – মা সারদার মুখের দিকে তাকিয়ে সে জঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত তাদের আরাধ্য দেবীর মুখ দেখতে পেয়েছিল।

শ্রীরামাকৃষ্ণ নিজে মা সারদার পরিচয় দিতে গিয়ে, কখনও বলেছেন – "ওঁ মা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছেন। কখনও বলেছেন – "আমার অসম্পুর্ন কাজের ভার নিতে এসেছেন।" কখনও বলেছেন – "কোলকাতায় পোকার মত কিলবিল করে বেঁচে থাকা মানুষের মায়ের দায়িত্ব পালন করতে এসেছেন।" আবার কখনও বলেছেন – "ওঁ দক্ষিনেশ্বরের নহবতের ভবতারিনী।" তবুও আমরা মায়ের পরিচয়ের কুল কিনারা পাইনা।

স্বামি বিবেকানান্দের একটি মাত্র কথায় মায়ের সবচেয়ে

যুগোপযোগী পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মাকে বলতেন - জ্যান্ত দূর্গা। আমেরিকা যাওয়ার আগে মায়ের অনুমতি আর আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। শিকাগোয় সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেবার আগে মনে মনে সরস্বতীরূপী মায়ের পূজো করে নিয়েছিলেন।

১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, - "আমি জীবন্ত দূর্গার পূজো করবো এবং একটি জমিতে মন্দির করে জীবন্ত দূর্গাকে প্রতিষ্ঠা করব।" ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে মায়ের যথাযোগ্য উপস্থিতিতে জীবন্ত দূর্গার পূজা সারম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯০১ সালে বেলুড় মঠে প্রথম খুব ধূমধাম করে দূর্গাপূজো অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা ছোট করে বরানগরে দূর্গাপূজো করতেন। হিন্দু ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী সন্যাসীরা শাস্ত্রীয় ভজনপূজনের পদ্ধতিতে পূজোআচ্ছা করতে পারতো না।

তা হলে স্বামী বিবেকানন্দ কেন নুতন ধারা প্রবর্তন করলেন?

প্রথম কারন হিসাবে বলা যায়, স্বামীজি এবং তাঁর সাধুভায়েরা জীবনযাত্রাকে নতুন ধারায় প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তখনকার হিন্দুসমাজ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রা মেনে নিতে পারেনি। দুর্গাপূজোর মাধ্যামে স্থানীয় মানুষের ভূল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন।

আর একটা কারন, তখনকার দিনে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মেয়েদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হত না। তাই দুর্গাপূজো ও কুমারীপূজোর মাধ্যামে মেয়েদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয় কারন অতি প্রাকিতিক। ১৯০১ সালের দূর্গাপুজোর কিছুদিন আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বপ্নে দেখেছিলেন মা দূর্গা দক্ষিনেশ্বর থেকে গঙ্গা পার হয়ে বেলুড়ে আসছেন। যখন স্বামীজী ঠিক করলেন দূর্গাপূজো করবেন, তখন তাঁর প্রথম কাজ হল মা সারদার অনুমতি নেওয়া। মা তখন বাগবাজারে থাকতেন। স্বামী

প্রেমানন্দকে মায়ের কাছে পাঠালেন অনুমতি নেওয়ার জন্যে।

স্বামীজী, যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শ্রীমায়ের উপদেশ এবং অভিমত প্রার্থনা করতেন এবং শ্রীমায়ের নির্দেশ ও ইচ্ছাই স্বামীজী সবসময় শিরোধার্য করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোন দ্বিধা, সন্দেহ বা সংশয় ছিল না—এবং কোন প্রশ্নও কোনদিন স্বামীজীর মনে ওঠেনি। (স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাইয়েরাও এ-ব্যাপারে এই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন) এ সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ বলেছেনঃ "মঠে প্রথম প্রথম কার্যধারা নিয়ে অনেক সময় স্বামীজীর সঙ্গে মতের পার্থক্য হলে স্বামীজী মায়ের কাছেই তার সমাধান চেয়েছেন। স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রথম দূর্গাপূজোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে, মায়ের কাছে স্বামী প্রেমানন্দকে পাঠালেন তাঁর অনুমতি নিতে। শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, - "হ্যা বাবা, মঠে দূর্গাপূজা করে শক্তির আরাধনা করবে বইকি। শক্তির আরাধনা না করলে জগতে কোন কাজ কি সিদ্ধ হয়? তবে বাবা, পশুবলি দিও না, প্রাণী হত্যা কোরো না। তোমরা হলে সন্যাসী, সর্বভুতে অভয়দানই তোমাদের ব্রত।" যদিও স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল নবমীর দিন বলিদান হয়, কিন্তু শ্রীশ্রী মায়ের আদেশে তিনি সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন এবং চিরতরে রামকৃষ্ণ মিশনের সব কেন্দ্রে পশুবলির সঙ্কল্প রহিত হল। এই আদেশ যদি ঠাকুর দিতেন তবে স্বামীজী হয়তো প্রশ্ন তুলতেন, শাস্ত্রবিচার করে বলিদানের সপক্ষে নানা যুক্তি দেখাতেন। কিন্তু মায়ের আদেশ তাঁর কাছে ছিল সমস্ত যুক্তি-তর্ক-বিচারের অতীত। মঠের প্রথম দূর্গাপূজোয় স্বামীজীর নির্দেশে শ্রীমায়ের নামেই সঙ্কল্প করা হয় এবং শ্রীমায়ের হাত দিয়ে পূজককে ২৫ টাকা দক্ষিণা দেওয়ান স্বামীজী।"

স্বামীজী খুব-আবেগ প্রবন ব্যাক্তি ছিলেন। শ্রীমা, স্বামীজীর কাজের উদ্দাম আবেগ যেন অনেক সময় রাশ টেনে ধরে নিয়ন্ত্রিত করতেন। কোলকাতায় প্লেগ-মহামারীর সময় স্বামীজী নিবেদিতা প্রভিতিকে নিয়ে সেবাকার্য আরম্ভ করলেন, কিন্তু কাজের ব্যাপকতা দিন দিন বাড়তে থাকায় এবং সে পরিমান অর্থের সংস্থান না থাকায় স্বামীজী বিচলিত হয়ে পড়লেন, এবং শেষ পর্যন্ত সেবা কার্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বেলুড় মঠ বিক্রি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ কথা শ্রীমায়ের কাছে উত্থাপন করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "সে কি বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি করবে কি? মঠ স্থাপনায় আমার নামে সঙ্কল্প করেছ এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ, তোমার ও-সব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায়? ... বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নি:শেষ হয়ে যাবে? তার কত কাজ। ঠাকুরের অনন্ত বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এইভাবে চলবে।" তখন স্বামীজী একটু সলজ্জভাবে বললেন, "তাইতো, আবেগভরে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম, সত্যি তো মঠ বিক্রি আমি করতে পারিনা, সে অধিকার আমার নেই। রাজাকে (স্বামী ব্রম্মানন্দ) মঠের অধ্যাক্ষ এবং শরতকে (স্বামী সারদানন্দ) মঠের সেক্রেটারি করা হয়েছে। এঁদেরই সব অধিকার। আমার অধিকার কোথায়? সে কথা আমার খেয়ালই ছিল না!"

প্রথম দূর্গাপূজো খুব বড় প্যান্ডেল করে জাকজমক সহকারে পালিত হয় মন্দিরের উত্তর দিকে। শুক্লপক্ষের ষষ্টির দিনে (১৯০১ ১৮ই অক্টোবর) পূজো শুরু হয়। পূজক ছিলেন ব্রম্মচারী কৃষ্ণলাল এবং শশী মহারাজের পিতা তন্ত্রধারক ইশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজী আগমনী গান গেয়েছিলেন। ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও স্থানীয় ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। নবমীর রাতে স্বামীজী ঠাকুরের গাওয়া অনেক গান গেয়েছিলেন। ষষ্টির দিন শ্রীমা তাঁর মেয়ে ভক্তদের নিয়ে বেলুড় মঠে আসেন। তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং পূজোর তিনদিন ওখানে উপস্থিত ছিলেন।

সন্যাসীরা যেহেতু এইসব ধর্মীয় পূজো করতে পারেন না, তাই স্বামীজী ঠিক কলেন এই পূজো মায়ের নামে উৎসর্গ করা হবে। এই প্রথা এখনও চলে আসছে। স্বামীজী

শ্রীমাকে ঠাকুরের প্রতিনিধি ভাবতেন, যিনি আধূনিক পৃথিবীতে অনুন্নত নারী জাতিকে জাগ্রত করার জন্য এসেছেন।

শ্রীমা ১৯১২ সালে এবং ১৯১৬ সালেএবং অন্যান্য কয়েক বছর বেলুড় মঠের পূজোয় উপস্থিত ছিলেন এবং সন্যাসী ও শিশুদের আশীর্বাদ করেছিলেন।

With Best Compliments

From

Gulati Food and Spices

An Indian Grocery Store

gulatifoodandspices@gmail.com

687 SANDRINGHAM ROAD, MT. ROSKILL, AUCKLAND. PH: 09 620 8685

A Grihastha's Answer to Spiritual Liberation

Rishika Mukherjee

Introduction:

As spiritual aspirants, we might sometimes find ourselves questioning which of the two traditional paths of life is inherently superior in leading us to our goal – the life of a householder, or that of a renunciate (Sannyasin)? The answer to this puzzle can be found in the following story:

A certain king had an inquisitive temperament. He would often question the scholarly and wise men in his kingdom and demand proofs of their convictions. On one such occasion, he posed the question – who is greater, a sannyasin or a householder? Many in the kingdom attempted to answer the question, however upon failing to substantiate their assertions with proof, were ordered to marry and become householders. Finally, a young sannyasin appeared before the king, and was presented with the same question.

He answered, "Each, O king, is equally great in his place."

"Prove this to me," asked the king.

The sannyasin offered to prove his theory if the king was willing to travel and stay with him for the next few days. To this the king agreed, and the pair soon set off on their journey.

They eventually arrived at the capital city of a different kingdom, where a Swayamvara had been arranged by its monarch, for his daughter, the princess. As dictated by cultural norm, the event required the princess to choose a husband from amongst the assembled suitors. The princess was believed to be unparalleled in beauty. Furthermore, her father had proclaimed that her husband would become ruler of the entire kingdom upon his death. The prospect of acquiring the most beautiful princess as a bride, as well as acquisition of the entire kingdom, had drawn a large number of princes, adorned in their best attire, from far and near to attend the event with the hope of becoming the chosen one.

Amongst the crowd of spectators, watching from a corner was a young sannyasin with a radiant face and a handsome physique. Mesmerised by his beauty, the princess rejected the assembled princes and threw the ceremonial garland on the sannyasin! Shocked, he threw the garland away and sped off into the forest exclaiming that being a sannyasin, he had renounced the material world and that marriage was not for him. Infatuation drove the princess to the forest in pursuit of the sannyasin, however, as nightfall approached, she found herself lost and alone in the woods. Soon enough, the king and the sannyasin who had travelled this far in search of proof, caught up with her and offered to assist her find a way out of the woods after nightfall.

The trio decided to rest under a tree that night, where a family of birds – a father, a mother and their three children, had taken up residence. Observing the three shivering in the cold, the father bird pondered his duties as a householder. He realised that being a resident of that tree, it was his duty to serve people taking shelter under it, to the best of his ability. Consequently, he flew and acquired some burning firewood in his beak, and dropped it in front of the guests so that they could make a fire with it and keep themselves warm for the night. He then realised that they had not had dinner and that

it was his duty to ensure that they would not go hungry. This drove him to make the bold and utterly selfless move of plunging into the fire and sacrificing himself as dinner for his guests. Soon after, the bird's wife realised that the meat of her husband would not suffice three people, and so following her husband she too jumped into the fire. The three baby birds followed their parent's footsteps, realising that it was their duty to carry on the work of their parents to serve their guests and ensure their efforts had not gone in vain. By the end of the night, the entire family of birds had selflessly sacrificed themselves in order to embrace their duties as householders.

Having acquired concrete proof of his conviction, the sannyasin turned to the king, who by then was baffled by the events that had unfolded over the course of that day.

"King, you have seen that each is great in his own place. If you want to live in the world, live like those birds, ready at any moment to sacrifice yourself for others. If you want to renounce the world, be like that young man to whom the most beautiful woman and a kingdom were as nothing. If you want to be a householder, hold your life a sacrifice for the welfare of others; and if you choose the life of renunciation, do not even look at beauty and money and power. Each is great in his own place, but the duty of the one is not the duty of the other." [1]

Thus we have established that whether a spiritual aspirant has chosen to follow the path of a householder or that of a renunciate, he will have a set of duties he is required to perform. If we come to the realisation that the life of a sannyasin is not for us and opt to stay within a household, we are still guaranteed to make advancements in our spiritual quest, so long as we consistently persevere to perform our duties diligently and without selfish attachment. Adhering to this notion, and bearing in mind that the vast majority of readers of this article would have embraced the life of a householder, the article aims to act as a guide for those readers seeking a way to achieve spiritual liberation ("Moksha") through Karma Yoga, whilst living in a household. In doing so, the article not only reflects on passages from the Bhagavad Gita, but also draws inspiration from the lives and sayings of spiritual giants such as Sri Ramakrishna and his disciple Swami Vivekananda.

Grihastha Ashrama – What Does it Involve?

Hinduism identifies the following goals, whose fulfilment will help achieve the ultimate objective of life – Self-realisation [2]:

- Dharma upholding righteousness
- Artha wealth
- Kama desire for worldly enjoyment
- Moksha self-realisation leading to liberation from samsara – the cycle of life and death

The four objectives have been coined the term 'Purusharthas'. These, in turn, bore a close association with the Vedic classification of four stages or 'Ashramas' in a person's life – Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyasa. Of the four Ashramas, 'Grihastha Ashrama' refers to the householder stage, during which a person marries, raises a family and strives to contribute positively to the growth and wellbeing of society [3]. Furthermore, he should be compassionate towards one and all and willingly assume the position of a giver rather than a receiver, fulfill his duty of looking after those dependent on him and treat them with love and kindness. The Eight Egoisms stemming from family, wealth, character, personal beauty, youth, scholarship, native place and accomplishments in austerity need to be crushed, Dharma upheld and Adharma

rejected. During this stage of life, a Grihastha is aware of the four Purusharthas of Dharma, Artha, Kama and Moksha, should learn to refrain from being attached to material possessions, irrespective of whether or not he possesses a fortune, and devote a portion of the day towards servitude and acts of charity towards others [4].

Road to Spiritual Upliftment – A Prescription for Grihasthas

Contrary to common misconception, the journey of a Grihastha does not simply constitute taking a wife/husband, bearing children and living under one roof. In this context, it is important to note the difference between a Grihamedhi and a Grihastha. While both live in a similar set-up – a household environment, the aim in life of the former is simply to remain immersed in sense enjoyment and seek out creature comforts, whereas the latter remembers his true and ultimate purpose – liberation from the seemingly endless cycle of birth and death and freedom from bondage. A Grihastha sees the folly in pursuing sense enjoyment, as it can only offer satisfaction that is short-lived and lead to misery in its absence [5].

Similar to the other Ashramas, the life of a Grihastha is a Sādhanā too, one that requires a daily routine of self-discipline and dedicated practice. Subsequent sections 3.1 and 3.2 detail two key milestones to be achieved by a Grihastha aiming to reach liberation or Moksha through the path of Karma Yoga.

WORK WITHOUT MOTIVE – BE A SELFLESS GIVER

In the Bhagavad Gita, we find Sri Krishna enlightening Arjuna on the secrets and importance of Nishkama Karma, a need which stems from the following:

"न हि कहित्क्षणमहि जातुहतष्ठत्क्यकममकृत्। कायमते ह्यवश: कमम सवम: प्रकृहतजैर्मणु"

– Bhagavad Gita Chapter 3, Verse 5

When translated into English, the above verse can be interpreted as: "Verily, no one can ever rest for even an instant, without performing action; for all are made to act, helplessly indeed, by the gunas born of prakriti." [6

Bhagavad Gita Chapter 3, Verse 5

When translated into English, the above verse can be interpreted as:

"*Verily, no one can ever rest for even an instant, without performing action; for all are made to act, helplessly indeed, by the gunas born of prakriti.*" [6]

Let us attempt to understand this statement with the help of explanations drawn from the Sankhya School of Philosophy. According to this, there are two dual entities – Purusha, also known as the Atman or Brahman, and Prakriti or nature. There are also three gunas – Sattva, Rajas and Tamas. While the gunas are in perfect harmony and equilibrium, Prakriti or nature remains undisturbed. However, a disturbance from this state of equilibrium starts to cause a change in Prakriti, which results in the formation of all its evolutes. This has been illustrated in Figure 1. The diverse creation observed in this physical world is ultimately a result of the myriad combinations of the three gunas. The gunas thus being pervasive in all the evolutes of Prakriti, we as human beings, also a part of Prakriti, do not lie outside the influence or scope of them. It is these gunas of Prakriti that compel us to perform actions every moment of our lives.

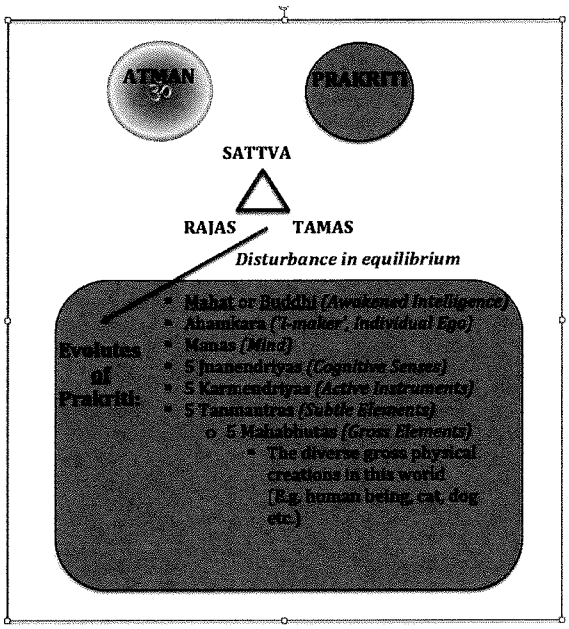

Figure 1: Creation in the physical world stemming from Prakriti and a disturbance in equilibrium of three gunas

Having established the fact that there is no escape from action or work as long as we are alive, the adoption of the practice of Nishkama Karma – performing work without the desire to obtain the fruits of labour – becomes paramount for a Grihastha trying to achieve Moksha through the path of Karma Yoga. If we embark on an exercise of self-reflection, we will notice that our deeds and actions generally tend to have selfish motives behind them. When we perform work, we desire positive results from it. In other words, we tend to get attached to the tangible results and outcomes associated with the work that we undertake. As an example, a student dedicating long hours to study may be doing so out of a desire to obtain good grades in his upcoming examination, which in turn would influence his job prospects. If he does indeed achieve what he desired, he will experience a (temporary) sense of elation. Failing the test on the other hand will put him in a state of complete misery and despair. The stability of his mind thus disturbed, the student has become a victim to the results of his hard work!

The goal of 'work without motive', as proposed in the Bhagavad Gita, is interpreted by many these days as a call to carry out work in a manner in which neither pleasure nor pain touches his mind. However, this would imply that the numerous creatures within the Animal Kingdom that have been known to kill and feed on their young without any feeling of remorse or pleasure – mother bears who feed on their deformed newborn cubs to nourish themselves, felines, wild dogs and rodents who have also been observed to do the same [7], are working without motive, and thus on the road to spiritual upliftment! Similarly criminals with a complete disregard for the trauma and pain inflicted on their victims can justify themselves to be working without motive! However, the true intention of this phrase is far from being a weapon that can be wielded by the wicked to justify their heinous actions.

Swami Vivekananda had given an address on "Work Without Motive" at the forty-second meeting of the Ramakrishna Mission held on 20th March, 1898, at No. 57 Ramkanta Bose Street, Baghbazar, Calcutta [8], which captures the true essence of the phrase. The following is an excerpt of the key takeaways from his address:

"Gita teaches Karma-Yoga. We should work through Yoga (concentration). In such concentration in action (Karma-Yoga), there is no consciousness of the lower ego present. The consciousness that I am doing this and that is never present when one works through Yoga. The Western people do not understand this. They say that if there be no

With Best Compliments

from

Smart Deal Bazaar

Fresh vegetables distributers, importers, wholesalers &

Retailers Indian & Srilankan spices & groceries

40 Stoddard Road, Mt. Roskill, Auckland, Ph: 09 620 6821

513-a Sandringham Road, Auckland

With Best Compliments

From

Mrs. Ameeta Sharma

consciousness of ego, if this ego is gone, how then can a man work? But when one works with concentration, losing all consciousness of oneself the work that is done will be infinitely better… If the painter, losing the consciousness of his ego, becomes completely immersed in his painting, he will be able to produce masterpieces. The good cook concentrates his whole self on the food-material he handles; he loses all other consciousness for the time being. But they are only able to do perfectly a single work in this way, to which they are habituated. The Gita teaches that all works should be done thus. He who is one with the Lord through Yoga performs all his works by becoming immersed in concentration, and does not seek any personal benefit. Such a performance of work brings only good to the world, no evil can come out of it. Those who work thus never do anything for themselves… To work without motive, to work unattached, brings the highest bliss and freedom." [6]

Non-attachment to one's duty and work can be thought of as a rain-coat – it shields him from the outcomes of his actions, directing them elsewhere [9]. In the example of the student becoming a victim to his performance in the examination, as provided earlier, if he were to continue with his perseverance, studying with concentration and sincerity, but simply tweaked his outlook in life to not be attached to the results he achieved, positive or negative as they may be, his non-attachment would have shielded him like a raincoat from the misery that would have befallen him had he failed his test.

Attaining this non-attachment, however, is no walk in the park! To help explain how to practice it, Swami Vivekananda uses a beautiful analogy, one that all householders can relate to. A parent performs his duty of raising his child to the best of his capability, tending to his every need and nursing the child as and when required. Does he however ask anything in return for his services? It is his duty as a parent to look after the child and that's where the matter ends for him. When we undertake any work, be it for a person, or as an employee of a company serving his client, or in service to the nation, we should remember this analogy of a parent's selfless duty towards his child, and carry out all our duties with the same mindset. Renounce your expectation of obtaining anything in return, i.e. assume only the position of a giver, not a receiver. Attachment only stems from the expectation of something in return. With the abolition of such an expectation, your work will be performed selflessly and with no attachment [10].

Sri Ramakrishna Paramahansa, one of the greatest spiritual masters of all time and a Grihastha, inculcated the sentiment of selfless service to the world to his disciple Swami Vivekananda (known by his pre-monastic name Narendranath Dutta at that time). Narendranath had told his master that he wanted to experience and be completely immersed in Nirvikalpa Samadhi – one of the most elevated forms of Samadhi, wherein there is a complete identification of the soul with God [11]. Now, any guru would have been elated at this request from his disciple, seeing it as a longing from the disciple to reach his own liberation. Sri Ramakrishna, however, was shocked at this request! *"Shame on you! I thought you would be like a huge banyan tree and under your shade people would take rest. And like a selfish person you want your own liberation?"* [12]

Stemming from the aforementioned concept of selfless service, emerges Sri Ramakrishna's invaluable mantra *'Shiva Jnane Jiva Seva'* – serving every being with the mindset of serving the Divine (Shiva). This is an important concept for a Grihastha, as a vital duty in his Ashrama is to undertake works of charity with the correct mindset [5]. The following is an event from the life of Sri Ramakrishna, where he teaches Mathur Nath Biswas (Mathur Babu), son-in-law of Rani Rasmani, the founder of the Dakshineswar Template in Kolkata, the principle of 'Shiva Jnane Jiva Seva'.

Mathur Babu had planned to embark on a pilgrimage to several holy cities in India, including Kashi and Mathura. His family being affluent, the pilgrimage was meant to be no ordinary one. The pilgrimage party comprised his family, relatives, friends, Sri Ramakrishna, his nephew Hriday and several attendants. A pilgrimage to these holy cities, to get a 'darshan' of Lord Vishvanath in Kashi or bathe in the holy Ganges, is one that every devout Hindu longs to undertake. The first stoppage was at Deoghar, where the group of pilgrims were to visit the shrine of Sri Vaidyanath. This place was a stark contrast to Kolkata – it was stricken with dire poverty since the introduction of a Jamindari revenue system by the British Governor. The rule had empowered the Jamindars (landlords) to fleece and exploit the peasants on their land, thus rendering their condition despicable. Furthermore, a famine sought to make the situation worse. Seeing the plight of the people in Deoghar – their haggard faces, their tattered worn-out clothes, and recognising the Divine residing in them, Sri Ramakrishna was deeply motivated to alleviate their misfortune. He turned to Mathur and asked him to give new clothes and a good meal for each of those impoverished men and women, and oil for their heads and bodies. To this, Mathur replied, "Baba we are going on a pilgrimage. We'll be spending a lot of money there by way of offerings in various temples, to priests and pandits and feeding the poor people there. Where is the spare money for helping these wretches?" As soon as he heard this, Sri Ramakrishna sternly replied, "Shame on you! If you are not helping these poor people, I am not going with you. I'll stay here with them and live like them." Saying this, he moved aside from Mathur, went over to the famished residents of Deoghar and sat with them. This had a significant impact on Mathur, who then proceeded to fulfill Sri Ramakrishna's request [13].

SIMPLE LIVING AND HIGH THINKING

Acquiring wealth 'Artha' (listed as a Purushartha in section 2) becomes a necessary aspect in the life of a Grihastha to ensure his family's sustenance.

Mahendranath Gupta (popularly known as Master Mahashay or 'M') had once asked a pertinent question for householders to his guru Sri Ramakrishna. The conversation, as recorded in Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, has been captured below. It gives us an insight into the mindset we need to adopt towards acquiring wealth in Grihastha Ashrama.

M: "Sir, may I make an effort to earn more money?"

MASTER: "It is permissible to do so to maintain a religious family. You may try to increase your income, but in an honest way. The goal of life is not the earning of money,

but the service of God. Money is not harmful if it is devoted to the service of God." [14]

A Grihastha's philosophy should be 'simple living and high thinking'. He is permitted to earn wealth to be able to tend to his family, however, he must do so via honest means. Exploitation or taking unfair advantage of others in an attempt to increase one's personal fortune, or the adoption of sinful means of livelihood, retracts from the Dharma of a Grihastha. One should refrain from corruption in his earning or spending. Furthermore, he should renounce his desire for name or fame and refrain from becoming inordinately ambitious – getting caught up in attempting to acquire more wealth than necessary, hoarding more than necessary [5]. Finally, he should know better than to try to rise at the expense or misfortune of another. Practical examples of this virtue can be found in the life of Swami Vivekananda.

During a time when Swamiji's popularity was growing in America, a grand welcome had been organised for him as he was disembarking from a train at a railway station. An African American porter went forward to greet him, shook his hand heartily and said, "Congratulations! I am extremely delighted that a man of my race has attained such great honour! The entire Negro community in this country feels proud of you!" Now in Swamiji's times, the African Americans, or Negroes as they were called, were an oppressed and ostracized race, with the South being notorious for their racial prejudices and enslavement of them. Swamiji however had no intention of proclaiming to the crowd that he was not a member of the ostracized community, but a visitor from India! So, he shook hands with the porter instead, and said warmly, "Thank you, brother!"

Due to similar suspicions of Swamiji being a Negro, there were several instances where he had to face humiliation and be denied entry from many hotels in the Southern parts of the United States. However, Swamiji refused to protest or simply explain to the offenders that he was an Indian and not a Negro. On one such occasion, one of his Western disciples asked him why he refrained from declaring his ethnicity, a solution which would alleviate his situation and prevent him from being harassed further. To this Swamiji responded, "What! Rise at the expense of another! I did not come to earth for that!" [15]

Conclusion

The dual pillars of 'work without motive' and 'simple living and high thinking', when practiced, assure spiritual upliftment of its practitioner. However, the Grihastha must remember that the key to success is repeated and conscientious practice. As Kabir Das, a 15th century Indian mystic and poet, stated so eloquently in his Doha,

"**करत-करत अभ्यास के**, जड़मति होत **सुजान**।

रसरी आवत जात तें, सिल पर परत निसान।"

In other words, similar to the phenomenon of a rope which repeatedly brushes against a piece of stone, finally leaves behind an impression on that hard object, continual and repeated practice has the power of transforming a fool into one who is wise.

Placing the above Doha in the context of spiritual upliftment, the repeated execution of good actions whilst rejecting evil ones ingrain acts of goodness into a person, such that he will eventually reach a stage when

performing good acts become automatic for him [1]. In a similar manner, the repeated and conscientious practice of work without motive and simple living and high thinking will eventually etch these into the Grihastha's character, at which point he will reach his Goal.

References

[1] Swami Tapasyananda. (2015). *Four Yogas of Swami Vivekananda*. Kolkata: Advaita Ashrama.

[2] Sharma, A. (2007). *Relevance of Ashrama System in the Contemporary Indian Society*. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1003999

[3] Singh, K. (2005). *The Sterling Book of Hinduism*. India: Sterling Publishers Pvt. Ltd.

[4] Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. (2014). *Prashnottara Vahini*. Anantapur District, Andhra Pradesh: Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division.

[5] H.H. Radhanath Swami Maharaj. (2003). *Grihastha Manual*. Girgaum Chopwatty, Mumbai: ISKCON.

[6] Swami Madhurananda. (2016). *Bhagavad Gita As Viewed By Swami Vivekananda*. Kolkata: Advaita Ashrama.

[7] Morell, V. (2014). *Why Do Animals Sometimes Kill Their Babies*. Retrieved from http://news.nationalgeographic.com/news/2014/03/140328-sloth-bear-zoo-infanticide-chimps-bonobos-animals/

[8] Swami Vivekananda. (2015). *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Manonmani Publishers.

[9] Banhatti, G.S. (1995). *Life And Philosophy Of Swami Vivekananda*. New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors.

[10] Swami Vivekananda. (2007). *Karma Yoga*. Ramakrishna Vivekananda Center.

[11] Swami Atmashraddhananda. (2015). *Swami Brahmananda As We Saw Him: Reminiscences of Monastic and Lay Devotees*. Mylapore, Chennai: Adhyaksha Sri Ramakrishna Math

[12] Swami Chetanananda. (2013). *The Transformation from Narendranath to Vivekananda*. Retrieved from http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/787022/25771798/1418610005193/Transformation+from+Narendranath.pdf?token=w7AUXN8RLFLODFEmtThJn75o0mI%3D

[13] Pandya, D. (2008). *Sri Ramakrishna Paramahansa*. New Delhi: Readworthy Publications Ltd.

[14] Swami Nikhilananda & Burroughs, K.C. (2005). *Selections from The Gospel of Sri Ramakrishna*. Mumbai: Jaico Publishing House.

[15] Swami Lokeswarananda. (1991). *Swami Vivekananda The Friend Of All*. Kolkata: Ramakrishna Mission Institute of Culture.

Dr.VENU

B.H.M.S(OSM); RC.Hom(NZ)

HOMOEOPATHIC PHYSICIAN

Life Member – Indian Institute of Homeopathic Physicians

- 26 Years (20years NZ) Experience
- Successfully treated Asthma Kidney/Gall Stones, Blood Pressure, Psoriasis, Eczema, Skin Allergies & Various Other Chronic Diseases

127B Mt. Albert Road
Mount Albert, Auckland

For Appointment:

Ph.(09) 6209977
Mob:0275 DR VENU
(378 368)

Homoeopathy the 21st Century Medicine

email: doctorvenuc@gmail.com

www.drvenuhomeopathy.co.nz

সঙ্গীত

অমিত সেনগুপ্ত

“গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং, ত্রয়ং সঙ্গীত সমুচ্চতে”

(সঙ্গীত বলতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি স্বতন্ত্র কলার সমাবেশকে বোঝায়।)

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে বলছেন, “নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদের হৃদয়েও বাস করি না। আমার ভক্ত যেখানে গান গায় আমি সেখানেই বাস করি”।)

“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।

মদভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।“

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ঃ

“জপ কোটি গুনং ধ্যানং, ধ্যান কোটি গুনং লয়ঃ।

লয় কোটি গুনং গানং, গানাৎ পরতর নহি।।“

এমন উচ্চতর প্রশংশা আর কোন বিষয়ের নেই।

হিন্দুশাস্ত্রে কথিতমাছে ব্রক্ষা সঙ্গীতবিদ্যা সৃষ্টি করে শিবকে দান করেন। শিব তাঁর কন্যা সরস্বতীকে সেই বিদ্যা দান করেন। ক্রমে সরস্বতীর কাছ থেকে দেবর্ষি নারদ ও স্বর্গের অপ্সরা-কিন্নরীরা সঙ্গীতবিদ্যা লাভ করেন। পবর্তীকালে পৃথিবীর ভরত, রাবণ এবং হনুমান প্রভৃতিরা কঠোর সাধানায় সে বিদ্যা লাভ করেন।

আরবে প্রচলিত আছে হজরত মুসা দৈববানী শুনে তাঁর আদেশ মত তাঁর অস্ত্র দিয়ে পাথরে আঘাৎ করলে - তা সাত খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যায় এবং সেগুলো থেকে সাতটা জলধারা প্রবাহিত হতে থাকে। সেই সাতটা জলধারা থেকেই নাকি সাতটা সুরের উতপত্তি।

জেমস্ লং বলেছেন শিশুর হাসিকান্না থেকেই সঙ্গীতের উতপত্তি। ডারউইন বলেছেন পশুপাখির ধ্বনি থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। আইন্সটাইনও সেই মত সমর্থন করেছেন।

ফ্রয়েড বলেছেন মানুষ হৃদয়াবেগ অনুসারে কথোপকথনে নিজের অজ্ঞাতেই কিছু কিছু সুর প্রয়োগ করে থাকে, যার উৎকর্ষ সাধনে সঙ্গীতের উতপত্তি।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বলেছেন আদিম যুগে সঙ্গীত ছিল মানুষের অন্তরে লুকানো। বিভিন্ন পশু-পাখিদের ধ্বনিকে তারা মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রতীক মনে করত। অনুকরন প্রিয় মানুষ সেই ধ্বনির সাহায্যে অর্থহীন ভাষায় বিশ্বদেবতার বন্দনা করতে করতে সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে।

প্রকিতপক্ষে জগৎ সঙ্গীতময়। নদীর কল্লোলে, বনের মর্মরে, পশুপাখির কলকাকলিতে সঙ্গীত নিরন্তর প্রবাহিত। বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের সব কিছুর মধ্যেই সঙ্গীত অনাদিকাল ধরে ঝংকারিত হয়ে চলেছে। সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছিল তখনই, যখন এই জগৎ, এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। (৭৪ পৃষ্ঠায় চন্দর প্রকাশ সতিজা- লিখিত - ‘What is Shabd’ পড়ুন) মানব জাতি তার শক্তির প্রভাবে - ভাব, ভাষা, চিন্তা, কল্পনা ও সাধনের দ্বারা সঙ্গীতের আবিস্কার ও বিকাশ সাধন করেছে। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আদি মানব থেকে শুরু করে, ধনী, দরিদ্র, গৃহী, সন্যাসী, সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, গণিতজ্ঞ সকলেই সঙ্গীতের বিকাশ ও উন্নতি সাধনে যোগদান করেছেন।

সঙ্গীত যে সর্বকালের, সর্বদেশের প্রেমভক্তি ও সম্মানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সমস্ত দেশের মনিষীরা তা স্বীকার করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সঙ্গীত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিল। ক্রমে সমাজ, লোকরুচি, জলবায়ু, ভাষা প্রভৃতি অনুসারে এর নানা রকম রূপান্তর ঘটে। তবে ভারতবর্ষের সঙ্গীতের প্রধান উপাদান ও আধিপত্য অনেকদিন পর্যন্ত, ধর্মভাবাপন্য ছিল। জয়দেব, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর দাস, পুরন্দর দাস, সুরদাস, মীরা বাঈ, রামপ্রসাদ, ত্যাগরাজ প্রভিতি ব্যাক্তিরা এই প্রসঙ্গে চির স্মরণীয়। ভারতবর্ষে শুধু সঙ্গীতই নয়, যে

কোনও কাজই ধর্মের সাথে যুক্ত থাকার রীতি ছিল। পানাহার, নিদ্রা, বিবাহাদি থেকে শুরু করে, এমনকি দস্যুবৃত্তি পর্যন্ত, ভারতীয়রা যা কিছু করত, ধর্মভাবে করত। ভারতবর্ষে ডাকাতের দিল গড়তে গেলেও, সর্দারকে কোনো না কোন ধর্ম প্রচার করতে হত। খানিক অসার দার্শনিক কথা খাড়া করে বলতে হত-"এটাই ভগবানকে পাওয়ার সবচেয়ে সহজ রাস্তা"। তা না হলে সর্দার দল গড়তে পারত না। এ থেকে বোঝা যায় ধর্ম বা ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই ছিল এদেশের প্রাণ। এহেন দেশে সঙ্গীত যে ধর্মের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে ও বিকাশ লাভ করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের দেশে সাধারণ লোকশিক্ষা থেকে উচ্চতর জ্ঞানের বানী পর্যন্ত সব কিছুই সঙ্গীতের সুরে প্রচারিত হয়েছে। আমাদের দেশের চাষী, মজুর, মাঝি প্রভিতি সকলেই গান রচনা করে এবং গান গায়। ভিখারীর প্রধান অবলম্বন - গান। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমনটি দেখা যায় না। ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রাণের লক্ষ্মণই হোল গান গাওয়া। আধূনিক বৈজ্ঞানিকেরা শস্যাদির উৎকর্ষ সাধনে সঙ্গীতের উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন। পশুপাখিরাও যে সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে থাকে তারও অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং সঙ্গীত প্রাণীমাত্রেরই জীবনের অমৃত ধারা।

অনেকের ধারনা সঙ্গীত মস্তিক বিকাশের অন্তরায়। এ ধারনা যে সম্পূর্ণ ভুল তার অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সেনবংশীয় রাজা লক্ষন সেন ভালো বীণা বাজাতে পারতেন। এ্যালবার্ট আইনস্টাইন খুব ভাল বেহালা বাদক ছিলেন। ম্যাক্সমূলার ও রোমারোলা খুব ভালো পিয়ানো বাদক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দীজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুপ্রসাদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। বরঞ্চ, মস্তিষ্ক সতেজ ও সক্রিয় রাখার জন্যে সঙ্গীত ও ললিতকলার বিরাট অবদান আছে বলে স্বীকৃত। মনের একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্যে সঙ্গীত এক উৎকৃষ্ট উপায় বা মাধ্যাম। মনের একাগ্রতা যে সর্বকাজে অপরিহার্য্য সে কথা বলাই বাহুল্য।

সঙ্গীত যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা তা বিভিন্ন মনিষীদের উক্তি এবং পূরান কথা থেকে জানতে পারা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ "সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ" ললিতকলা এবং যারাঁ তা বোঝেন, তাঁদের নিকট উহা সর্বশ্রেষ্ট উপাসনা।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "সঙ্গীত ও ললিতকলা যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় একথার পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। যে জাতি এই দুইটি বিদ্যা থেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়।" প্রাশ্চাত্য কবি ও নাট্যকার William Congrave বলেছেনঃ "Music hath charms to soothe Savage's beast. To soften rocks, or bend a knotted oak---।" সেক্সপিয়ার বলেছেনঃ "The man that has no music in himself, Nor is not mov'd with concord of sweet sounds, is fit for treasons, stratagems, and spoils; The notions of his spirit are dull with night, And his effections dark as Erebus. Let no such man be trusted, Mark the music।" গ্রীসীয় পূরানে আছে, সুকণ্ঠী গায়ক অর্ফিয়ুস তার প্রেয়শী ইউরিডাসকে সঙ্গীতের প্রভাবেই নাকি মৃত্যু রাজের কাছ থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন।

বেদের যুগে যাগযজ্ঞ প্রধান আমাদের দেশে যজ্ঞকালে স্তোত্র উচ্চারণকালে সঙ্গীতের ব্যাবহারটাই ছিল নিয়ম। সে যুগে সঙ্গীত ছিল খুবই অজটিল। যে হেতু সেই স্তোত্রগুলি সমবেতভাবে গাওয়া হোত, সেহেতু সেগুলো সহজ চালে গাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সামবেদের এই স্তোত্রগুলি গাওয়া হত মাত্র তিনটে স্বরের সাহায্যে। এর বেশী স্বর তখনও আবিস্কৃত হয় নি। এমন কি বুদ্ধের যুগে, যখন তিন স্বরে বেশী স্বর আবিস্কৃত হয়ে গেছে তখনও বুদ্ধের মন্ত্র "বুদ্ধং-স্মরনং-গচ্ছামি"-তে লক্ষ করলে দেখা যায় যে তাতে মাত্র (সা, মা ও পা) তিনটি (স ম --, স ম --, পপ--, ম--) স্বরেরই ব্যাবহার হয়েছে।

এরপর সমাজের রুপ যতই জটিল থেকে জটিলতরর হতে লাগল, সঙ্গীতের রূপও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়ে ক্রমশ আড়ম্বর পূর্ণ ও অলঙ্কার বহুল হয়ে উঠল। বৈদিক যুগের তিন স্বর ক্রমে চার স্বর থেকে পাঁচ স্বরে এবং শেষে সাত স্বরে পরিনতি লাভ করল। এই সপ্তস্বরের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল। ইতিহাসবিদ স্যার উলিয়ম হান্টারের মতে পানিনির (350 BC) অদ্ভুদ্যয়ের আগেই ভারতে সপ্তস্বরের প্রকৃতি ও পদ্ধতি স্থিরিকৃত হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার সাথে সাথে ঠাট, রাগ, রাগিনী এবং রাগভিত্তিক ধ্রুপদের তথা রাগ সঙ্গীতের আবিস্কার তথা বিকাশ লাভ করে। রাগ সঙ্গীত ভারতের নিজস্ব জিনিষ। পৃথিবীর আর কোথাও এর প্রচলন নেই। ভারতীয় সঙ্গকৃতির সর্বশ্রেষ্ট রত্ন হল সঙ্গীত। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ যখন সাধারন লোকসঙ্গীতের স্তরে পৌছতে পারেনি, তখন থেকেই ভারতে সঙ্গীত-কলার বিকাশ সাধন হয়েছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চা শুধুমাত্র কলাবিদ্যার চর্চা নয়, - একটা জাতির মনিষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এই জাতিই পৃথিবীকে তাল সুর সমন্বিত এমন একটি বিদ্যা দান করেছে। স্বরক্ষর (Natation) পদ্ধতি প্রথম আবিস্কার ভারতবর্ষেই হয়। ১ম শতাব্দীতে নারদীয় শিক্ষা গ্রন্থে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, প্রাশ্চাত্য সঙ্গীতে তার বিকাশ হয় ১০ম শতাব্দীতে।

ভারতীয় সঙ্গীতের আদি যুগে 'মার্গ সঙ্গীত'' ও 'দেশী সঙ্গীত' – এই দুটি ধারার পাশাপাশি সমান্তরাল বিকাশ হয়। একটি যেমন অপরটির পরিপূরক ছিল, তেমনি একটি অপরটিকে প্রভাবিতও করেছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্তির বা ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌছনোর সহজ রাস্তা বা মার্গ হিসাবেই সঙ্গীতকে ভাবা হোত-সেই কারনেই এর নামকরন হয় মার্গ সঙ্গীত। কেউ কেউ আবার ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে 'গান্ধর্ব-সঙ্গীত'ও বলেন। গান্ধর্ব সঙ্গীতের শ্রষ্টা ছিলেন – গান্ধর্ব জাতীয় সঙ্গীত গুণীরা। গন্ধর্বদের কথা ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব বেদে এবং পূরাণাদিতে লেখা আছে। গন্ধর্বদের গান শুনে দেবতারা খুশি হতেন বলে অনেকের বিশ্বাস। অনেকে আবার 'গান্ধর্ব-সঙ্গীত' ও 'মার্গীয়-সঙ্গীত' বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত একই অর্থে ব্যাবহার করেন। গান্ধর্বরা গান্ধার প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন অথবা সেখান থেকেই (আর্যরা এদেশে আসার সময় অথবা তার পরে) এরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। গন্ধর্বরাই প্রথম ঘোড়াকে বশে আনতে পেড়েছিলেন। গন্ধর্বরা বিজ্ঞান-বিশারদ ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। গীত, বাদ্য এবং পাশা খেলাতেও এরা পারদর্শী ছিলেন। দুর্য্যোধনের মা গান্ধারী ও মামা শকুনি গান্ধার প্রদেশের ছিলেন। অনেকের মতে গান্ধর্বরাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সঙ্গীত বিজ্ঞানী। গান্ধার প্রদেশের বর্তমান নাম কান্দাহার, যা আজ আফগানিস্থানে অবস্থিত। আফগানিস্থান বা গান্ধার প্রদেশ রামায়ণ-মহাভারতের সময়, ভারতেরই অঙ্গ ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে গন্ধর্বরা বিজ্ঞান বিশারদ ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। বিজ্ঞান সমন্ধে জ্ঞান না থাকলে সঙ্গীতের প্রাণ 'নাদ' নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয় এবং গণিতের জ্ঞান না তাল-ছন্দ ইত্যাদি নিয়ে মৌলিক গবেষণা করা সম্ভব নয়।

হিন্দু যুগের যে মার্গ সঙ্গীতের রূপের সাথে আমরা পরিচিত, তার নাম প্রথমে ছিল 'প্রবন্ধ-গীত', তারপর ক্রমে ধ্রুপদ সঙ্গীত'। ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রকৃতি ছিল মূলতঃ ভক্তি ভাবাপন্ন ও ঈশ্বরীয় ধ্যানে পরিপুর্ণ। হিন্দুরা সঙ্গীত সাধনাকে ঈশ্বর-সাধনা মনে করত এবং ভাসমান নাদ তরঙ্গ থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করত। তাই সঙ্গীত বিদ্যাকে নাদ বিদ্যাও বলা হয়। ধর্মের সাথে সঙ্গীতের সম্পর্ক ছিল নিগূঢ় ও ভগবত আরাধনা ছাড়া শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাবহার প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। সঙ্গীত-চর্চা বলতে বোঝাত ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা, এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বাধ্য-বাধকতা দিয়ে এই সঙ্গীতের আপাদমস্তক মোড়া ছিল। সঙ্গীতজ্ঞরা প্রায় সকলেই শাস্ত্র মেনে চলতেন। সেই কারণে সঙ্গীতানুশীলনের মধ্যে ছিল এক ধরনের রক্ষনশীলতা। (বর্তমানে এই রক্ষণশীলতা উত্তর ভারতীয় চেয়ে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতেই বেশী দেখা

যায়।), ফলে মার্গ সঙ্গীতের এই পর্যায়ে স্বর ও তালের বিশুদ্ধতা যেই পরিমানে রক্ষা পেত, সুরের স্বাধীন বিকাশ সেই পরিমানে হত না। তা ছাড়া ধর্মের সাথে সঙ্গীতের অচ্ছেদ্য বন্ধন থাকায় ভক্তি সঙ্গীতের বিকাশ হলেও, প্রেম সঙ্গীত বা অন্য ধরনের সঙ্গীত কোনও পৃষ্ঠ পোষকতা লাভ করেনি। ধ্রূপদ সঙ্গীত বলতে বোঝাত সাধন সঙ্গীত। পরে ধামারের আবির্ভাব হয় - যা প্রধানত ধ্রূপদাঙ্গ – যার কথা-বস্তুতে রাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা, প্রাধান্য পায়। ধামার ধ্রূপদের অনেক পরে সংযোজিত হয় এবং ধামার তালেই তা গাওয়া হয়। হিন্দু যুগের প্রাধান্য খর্ব হয়ে যখন এদেশে মুসলিম শাসনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় – প্রথমে পাঠান শাসন এবং পরে মুঘল শাসন – তখন সঙ্গীতের এই চিত্রপটে আমূল পরিবর্তন হয়। ভারতীয় সঙ্গীত তখন ধ্রূপদেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, হোরি, কাজরি প্রভিতি বিভিন্ন গীতরীতির উদ্ভব হোল। এই বিকাশের সময় কাল ১৩শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলে। এই সময়কালের প্রথমদিকে দিকে অর্থাৎ পাঠান সুলতানের সময় এবং কিছুটা মূঘল আমলেও ধ্রূপদ সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন ও ব্যাপকতা ছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল ধ্রূপদ ক্রমশঃ পিছু হেটে যাচ্ছে এবং তার জায়গায় জুড়ে বসেছে - খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, কাজরি প্রভিতি অন্যান্য ধারার গান। তখন থেকে শাত্রীয় অনুশাসনের বাধা নিষেধ ধীর গতিতে কমতে থাকে এবং সুরের স্বাধীন বিকাশ হতে হতে এমন পর্য্যায়ে পৌঁছলো যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ/মার্গীয় সঙ্গীতে সুর বা মেলোডিই প্রধান হয়ে দাড়াল, কথা বা বানীর প্রাধান্য ক্রমশঃ কমে গেল অর্থাৎ কথা বা বানী গৌণ হয়ে দাড়াল। ভারতীয় যন্ত্র সঙ্গীতের বিকাশ একথাই প্রমাণ করে। ভারতীয় যন্ত্র সঙ্গীত আদৌ কথার উপর নির্ভিরশীল নয়। সুষ্ঠ, সুন্দর ও মধুরতম বিকাশের জন্যে একান্তভাবে সুরের উপর নির্ভর করে। শুধু তাই নয় কোন কোন সঙ্গীত শাস্ত্রীর মতে কণ্ঠও একপ্রকার যন্ত্র হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। তাঁদের মতে কণ্ঠ সঙ্গীতে সবসময় বাণীর প্রয়োজন তেমন আবশ্যক নয়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ‘তরানা’ কণ্ঠ সঙ্গীত। দ্রিম-তেরে-নানা-তুম-তা- ইত্যাদি অর্থহীন বানীর সাহায্যেই এই সঙ্গীতের অবয়ব গড়ে ওঠে যা খুবই শ্রুতি মধুর। যদিও অনেকে মনে করেন যে হিন্দুদের মন্ত্রোচারন “ওঁ হরি ওঁ তৎ সৎ” যা হিন্দুরা সুরের মাধ্যামে মন্ত্র- উচ্চারন করতেন, তরানা সঙ্গীতে তার প্রভাব আছে। হিন্দুদের এই মন্ত্র- উচ্চারনের শ্রুতিমধুর সুরে আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞরা তরানার সৃষ্টি করেন। হিন্দু প্রাধান্য খুন্ন হয়ে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়ার পর থেকেই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বাধ্য-বাধকতা কমতে থাকে এবং সুর বিকাশের স্বাধীন স্ফুর্তির সঞ্চার করে।

১৪শ শতাব্দীর পাঠান শাসক আলাউদ্দিন খিলজি, ১৫শ শতাব্দীর জৌনপুরের সুলতান হুশেনশাহ শর্কী, গোয়ালিয়রের রাজা মান সিং তোমারের শাসনকালে মার্গ-সঙ্গীত ধারার বিশেষ উন্নতি হয়। তখন পর্যন্ত ধ্রূপদের প্রাধান্য থাকলেও, খেয়ালের ক্রমিক প্রচলন ও উন্নতি হতে থাকে। আলাউদ্দিন খিলজির সভাগায়ক আমির খুসরু ছিলেন অসামান্য প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী। তিনি প্রধানত ধ্রূপদ শিল্পী হলেও কথিত আছে যে, খেয়াল ও তরানা তাঁরই উদ্ভাবন। খেয়াল একটি পার্শী শব্দ। এর মানে কল্পনা বা বিচার (খেয়াল খুশি)। মধ্যযুগের শুরুতে ধ্রূপদের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করে নানা রকম অলংকারাদি সহযোগে ধ্রূপদ গাওয়ার প্রচলন হয়। সেই যথোচ্ছাচারিতার জন্যেই এর নাম করন হয় খেয়াল। আমীর খুসরু সুফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ইনি হিন্দু সভ্যতার সমাঝদার ছিলেন এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পক্ষপাতী ছিলেন। ইনি তখনকার হিন্দি, উর্দু, ফার্সী কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ট বলে স্বীকৃত। প্রচলিত ব্রজভাষাকে ইনি সাহিত্য ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন, যা আজও অনুসৃত হয়ে আসছে। পারস্যের সঙ্গীতের সংমিশ্রণে ইনি ভারতীয় সঙ্গীতের নানারকম নবীনতার সৃষ্টি করেছিলেন। তখন থেকেই উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং কর্নাটী সঙ্গীত – এই আলাদা দুটি

নামকরন হয়। এছাড়া ইনি বিভিন্ন রকম গীতরীতি, রাগ, তাল ও বাদ্য যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। যেমন—

গীতরীতি = খেয়াল, তরানা, গজল, কাওয়ালী ইত্যাদি।

রাগ = ইমন, পূরবী, সাহানা, পুরিয়া, জীলয়, সজগীর, বররী, সুনম, নিগার ইত্যাদি।

তাল = সয়ারী, ফরদোস্ত, পাস্তা, যৎ, আড়াঠেকা, ঝুমরা ইত্যাদি।

বাদ্যযন্ত্র = সেতার, তবলা, ঢোল ইত্যাদি।

অবশ্য এগুলি খুসরু আবিষ্কৃত কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রথম দিকে খেয়াল ও তরানা গানকে চটুলবর্গের গান বলে মনে করা হোত, শহরের পথে পথে গাওয়া কাওয়ালী, গীত-গজলের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা পেত না। কিন্তু সঙ্গীত প্রেমী, জৌনপুরের সুলতান হুশেন শাহ শর্কী খেয়াল গানকে রাজদরবারে প্রবেশিকার দিয়ে তাকে কৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তা সত্বেও ধ্রূপদ গান সম্রাট আকবরের শাসন আমল পর্যন্ত দাপটে জাকিয়ে ছিল। আকবরের সময়কালের পর থেকেই ধ্রূপদের প্রসার/দাপট কমতে থাকে এবং খেয়ালের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

ঔরঙ্গজেব তাঁর ধর্মীয় গোড়ামির জন্যে সঙ্গীতের প্রতি ঘোরতর বীতস্পৃহ ছিলেন, তা সত্বেও তাঁর আমলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা ছিল। তাঁর সেনা নায়ক ফকীরুল্লা একজন সঙ্গীতজ্ঞানী ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি মান সিং তোমারের 'মান কুতুহল' গ্রন্থের আদলে 'রাগদর্শন' নামে একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে 'চুটকলা' নামে একধরনের গীতরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ধ্রূপদ-ধামারও নয়, আবার খেয়ালও নয়, তাদের মধ্যবর্ত্তী স্তরের গীতরূপ। এর পর মহম্মদ শাহের শাসন কালেই (ইং-১৭১৯ সাল থেকে ইং-১৭৪০-সাল) খেয়ালের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তাঁরই দরবারে ন্যামত খাঁ (সদারঙ্গ) এবং তাঁর ছেলে অদারঙ্গকেই আধুনিক খেয়ালের জনক বলা হয়। তাঁরাই প্রথম ধ্রূপদের সুর রূপের আঁটোসাটো বাঁধাবাঁধির বেড়া ভেঙ্গে, তার ভেতর সুর বিকাশের স্বাধীন স্ফূর্তির সঞ্চার করেন এবং এতকালের প্রচলিত রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙ্গে দেন। 'খেয়াল'-এই নামটাই এসেছে সুরের স্বাধীন সতঃস্ফূর্ততার ধারনা থেকে – মূল রাগের স্বর, সুর, ও চলনকে বজায় রেখে খেয়াল-খুশি মত গাওয়া। এর পর টপ্পা, ঠুংরী, হোরি, কাজরির আবির্ভাব হয়। টপ্পার প্রচলন করেন পাঞ্জাবের মরুভূমির উটচালক শোরী মিঞা। টপ্পা ও ঠুংরী এই দুইটিই প্রধানত প্রেম-সঙ্গীত। তবে টপ্পা প্রধানত এক রাগভিত্তিক এবং ঠুংরী একাধিক রাগের মিশ্রনে হতে পারে।

হিন্দুযুগের সঙ্গীত ও মুসলিম যুগের সঙ্গীতের তাতপর্য্যপূর্ণ পার্থক্য এই যে হিন্দুযুগের সঙ্গীত, শাস্ত্রানুগত্যের পথ বেয়ে, রক্ষণশীল ধ্যানধারণাকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছে (যা আজও কর্নাটী সঙ্গীতে বজায় রাখা হয়), পক্ষান্তরে মুসলিম যুগের সঙ্গীত রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে, তাতে স্বাধীন সুরবিকাশের অবাধ হাওয়া চলাচলের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞরা শাস্ত্রানুগত্য বা ধর্মানুগত্য অপেক্ষা সুরের স্বাধীন বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ধ্রুপদের বিশুদ্ধতা অপেক্ষা রং-রস-বৈচিত্র-ই বেশী পছন্দ করতেন।

তবে ভারতীয় সঙ্গীতের ব্যাবহারিক ও তাত্বিক বিকাশ, হিন্দু অথবা মুস্লিম, কোনও যুগেই বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী', পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত-সময়-সার' এবং নারদের 'সঙ্গীত-মকরন্দ, প্রভিতি হিন্দু আমলে রচিত হলেও, বেশীর ভাগ সঙ্গীত গ্রন্থই মুসলিম শাসন আমলে রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে শারঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' (১৩শ শতাব্দি), লোচনের 'রাগ তরঙ্গিনী' (১৪শ), মাধব বিদ্যারত্নের 'সঙ্গীত সার' (১৪শ + ১৫শ), আহোবলের 'সঙ্গীত পারিজাত' (১৫শ), মান সিংহ তোমারের 'মান কুতুহল' (১৫শ + ১৬শ), সোমনাথের 'রাগ বিরোধ' (১৭শ), ভেঙ্কট মুখীর 'চতুর্ডন্দী, (১৭শ), দামোদর মিশ্রের 'সঙ্গীত দর্পন', শ্রীনিবাসের 'রাগ তত্ত্ব বিরোধ' (১৮শ),

ইত্যাদি - এই সবগুলিরই রচনা হয়েছিল মুসলিম আমলে। সন্সকৃত ভাষায় এগুলি রচিত হওয়ায় সারা ভারতবর্ষে সেগুলির প্রচার হয়েছিল।

এরপর এলো বৃটিশ শাসন- মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সুচনা। এই সময় কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষিত হয় – ঘরানা সঙ্গীতের প্রভাব ও প্রতিপত্তির হ্রাস, সঙ্গীতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, আঞ্চলিক সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের প্রসার এবং সঙ্গীতে মধ্যশ্রেনীর মানুষের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা।

মধ্যযুগের গোটাকালটা জুড়ে সঙ্গীত ছিল রাজা-রাজরা-নবাব-বাদশা প্রভৃতি শ্রেনীর পৃষ্টপোষকতায় এক জাতীয় উচ্চকোটির সঙ্গীত। ওস্তাদেরা রাজকীয় আনুকূল্যে লালিত হয়ে জনবিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতেন। তাঁদের সঙ্গীতের সাথে জনগনের কোনও যোগাযোগ ছিল না। পরবর্তী আধুনিক কালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাথে জনগনের বিচ্ছিন্নতার অবসান হল। শহরে, বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে, প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত মিউজিক কনফারেন্সে, গানের জলসা, সঙ্গীত প্রতিযোগীতা ইত্যাদির মাধ্যামে সঙ্গীত ক্রমশঃ সাধারন মানুষের কাছকাছি এসে গেল। এগুলোর সাথে রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতি প্রচার মাধ্যামগুলোর ভূমিকাও সংযূক্ত হোল। আজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব সঙ্গীতই জনসাধারণের ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে এসে গেছে। সাধারন মানুষের দ্বারা আবিস্কৃত এবং বিকাশিত জনসাধারনের সম্পত্তি, এখন সাধারন জনসাধারনের মালিকানায় এসে গেছে। আঞ্চলিক সঙ্গীতেরও বিকাশ হয়েছে। বাংলার কথাই ধরা যাক। ১৯শ শতাব্দিতে কোলকাতায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত বহু ধনীজন ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণনগর, মনহেসিংহের গৌরীপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি মফঃস্বল অঞ্চলেও সঙ্গীতানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। এককালে বিষ্ণুপুর ছিল ধ্রূপদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র – যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল কোলকাতার জোড়াসাঁকো, পাথুরিঘাটা প্রভৃতি জমিদার পরিবারগুলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতজীবন বিষ্ণুপুরের সাংগীতিক ঐতিহ্যেই পুষ্ট। আঞ্চলিক গানে যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বীজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল প্রভৃতিরা। রবীন্দ্রনাথের গান ধ্রূপদ ভিত্তিক হলেও তাঁর স্বদেশী গানে তিনি ধ্রূপদের আদর্শ ছেড়ে বাংলার লৌকিক সুরের সংযোজনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্র গীতি ধ্রূপদ ও খেয়াল উভয় অঙ্গেই রচিত হলেও তাঁর স্বদেশী গান মূলত চার্চ সঙ্গীতের সুরের ও ইমন, ভূপালি, কেদার প্রভৃতি রাগ গুলি সরল ভাবে ব্যাবহার করেছেন। রজনীকান্তের গানে এক রাগভিত্তিক প্রাচীন বাংলা গানের আমেজ। অতুলপ্রসাদের গানে ঠুংরির আমেজ আর নজরুল গীতির সুর উত্তর ভারতীয় গজল-গীত, কাওয়ালী-কাজরি-ঠুংরি প্রভৃতি গানের রসে ভরপূর হলেও তাঁর মার্চসঙ্গীত বৃটিশের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয়।

এবার আসা যাক সঙ্গীতের উৎপত্তির বা মানুষের দ্বারা তা আবিস্কারের কথায়।

আদিম সমাজে আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে নয়, বাঁচবার বা আত্মরক্ষার তাগিদেই সঙ্গীত আবিস্কৃত হয়েছিল। আদিম সমাজে আত্মরক্ষার তাগিদে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে আদিম মানুষ, পাথরের খন্ডের উপর গাছের গুড়ির ডান্ডা দিয়ে ঠুকে ঠুকে বিকট শব্দের সৃষ্টি করতো। এই গাছের গুড়ি ও পাথরের খন্ডই ছিল (আবিস্কৃত হোল) প্রথম তাল-বাদ্য যন্ত্র। এরপর আরো জোর শব্দ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জন্তু-জানোয়ারের চামড়া কোনো বস্তুতে শক্ত করে বেঁধে গাছের গুড়ির ডান্ডা দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাজাবার (Rhythm Instrument) প্রথা চালু হয়। এরও অনেক অনেক পরে, হিন্স্র জন্তু-জানোয়ারদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যেই জন্তু-জানোয়ারের কঙ্কাল গাছে ঝুলিয়ে রাখার প্রথা চালু হয়। সে সমস্ত কঙ্কালের হাড়ের ভেতর দিয়ে হাওয়া যাতায়াতে বাঁশির মত যে সুরের সৃষ্টি হোত, তা থেকে মানুষ তার কল্পনা শক্তি দিয়ে আবিস্কার করে বাঁশীজাতীয় (Wind

Instrument) বাদ্যযন্ত্র। এরপর শিকার প্রবৃত্তি ও যুদ্ধজয়ের উল্লাস থেকে জন্ম হয় আদিম নাচের। প্রাগ-ঐতিহাসিক আদিম মানুষ কোনো শিকার বা যুদ্ধ জয়ের ঘটনাকে অনুকরন করে আনন্দ লাভ করত। এইভাবে জন্ম নেয় আদিম অভিনয় বা নাটকের। এর আরো অনেক অনেক বছর পরে তীর-ধনুকের উদ্ভাবনের পর, ধনুকের টংকারের শব্দ থেকেই কল্পনা করে আবিকৃত হয় তারের যন্ত্রের (String Instrument)। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কথা বাদ দিলে, আজ পর্যন্ত এই তিন ধরনের যন্ত্রই সঙ্গীতে ব্যাবহার হয়, যা আদিম যুগে আনন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নয়, বাঁচবার তাগিদেই আবিস্কৃত হয়েছিল। আদিম সঙ্গীত, নাচ ও নাটক, ভাষা আবিস্কারের আগেই আবিস্কৃত হয়েছিল। ভাষা আবিস্কারের পর ধীরে ধীরে গানের উদ্ভাবন ও বিকাশ শুরু হয়। আদিম সমাজ, আদি সমাজ পার হয়ে মানুষ যখন সভ্য সমাজে পদার্পন করে তখনও বহুকাল পর্যন্ত গীত-বাদ্য-নৃত্য এক সাথে অনুষ্ঠীত হোত। "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং, ত্রয়ং সঙ্গীত সমুচ্চতে" – সঙ্গীত বলতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি স্বতন্ত্র কলার সমাবেশকে বোঝায়।

আদিম নাচ-গান-বাজনার ক্রমবিকাশ বা ক্রমবর্তিত রূপই হোল সঙ্গীত। আদিম ও আদি শব্দের অর্থ এক নয়। আদিম মানবগোষ্ঠি বলতে সেই সব মানুষকে বোঝায় যারা আগুন জ্বালাতে বা সংখা গুনতে জানতো না, কৃষিকাজ জানতো না, কাঁচামাল খেত, যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করতো এবং বিয়ে-পরিবার সম্পর্কে কোনও ধারনা ছিল না। এটা ছিল মানুষের পাশবিক অবস্থা। যেদিন থেকে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল, চাকার ধারনা করতে শিখল, সেদিন থেকে মানুষ আদিম অবস্থা পার হয়ে সভ্যতার আদি অবস্থায় উন্নত হোল। অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় মানুষের কল্পনা শক্তি ছিল অনেক বেশী। এই কল্পনাশক্তির সাহায্যেই মানুষ বিভিন্ন জিনিষ ও সঙ্গীত আবিস্কার ও বিকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গীত সেই সব আদিম নাচ-গান-বাজনার ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তত রূপ।

আমার দাদু – পঙ্কজ কুমার মল্লিক

রাজীব গুপ্ত

বিভিন্ন কারণ বশতঃ জন্ম থেকেই আমার শৈশবের বেশিটা কাটে আমার মামার বাড়িতে। মামা বলতে সে অর্থে কেউ ছিলেন না বটে, কারণ আমার মা আমার দাদু-দিদার একমাত্র সন্তান। কিন্তু মামার বাড়ির সব আদর যত্নই আমার দাদু-দিদা পূরণ করে দিতেন। ফলে আমার কখোন কোনও আক্ষেপ হয় নি। তবে এ এটাও জানিয়ে রাখি যে, সেই আদরের সঙ্গে আমি পেয়েছিলাম কর্মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার বীজমন্ত্র – যা আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে। আজ ভাবলে মনে পড়ে যে দিদার কাছে মাঝে মধ্যে আদর ও স্পর্শ পেলেও, দাদুর কাছে অকারনে আদর বা স্পর্শ আমি কোনদিনই পাইনি।

আমার দুর্ভাগ্য এই যে, দাদুকে আমি পাই মাত্র ছয় বছর। আমার যখন ছয় বছর বয়স, তখনই আমার দাদু তাঁর সব অনুরাগীদের দুঃখের প্লাবনে বইয়ে দিয়ে, সকল সংসারের মায়া ত্যাগ করে, পরলোক গমন করেন।

আশ্চর্যের কথা হল, সেই সময় পর্যন্ত আমার কোনও ধারনাই ছিল না যে আমার দাদু ছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক – একজন বিখ্যাত এবং অত্যান্ত জনপ্রিয় ও বরনেয় সঙ্গীত-শিল্পী। সেই ছ' বছর ব্যাপী আমাদের সম্পর্কে, আমি ছিলাম তাঁর দাদুভাই আর উনি ছিলেন আমার দাদু।

আমি তাঁর খ্যাতির প্রথম প্রমান পাই তাঁর মৃত্যুর দিনেই, যখন হাজার হাজার শোকাতর মানুষ আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় ওঁনাকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। কাতারে কাতারে মানুষ আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি একই সঙ্গে ভীত ও উচ্ছসিত হয়ে পড়েছিলাম। সেই দিনের অনুভুতিগুলি মনে পড়লে আজও আমি শিহরণ বোধ করি।

এর পরে ক্রমশ আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে, আমি দাদুর গানের একান্ত অনুরাগী হয়ে পড়ি। তবে এটাও ঘটে বেশ অন্যরকম ভাবে – কোলকাতার প্রখ্যাত একটি English Medium স্কুলে পড়ার ফলে আমি অল্প বয়সে Western Music-এর দ্বারা সম্পুর্ণ বশীভুত হয়ে পড়লেও দাদুর সুরারোপিত গানের সুর মাধুর্য ও অনন্য বিন্যাসের বলে সেই Western Music-এর মায়াজাল কাটিয়ে উঠি। আর আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, এতে আমার সাঙ্গকৃতিক চেতনার বৃদ্ধিই ঘটেছে।

পরের কথায় যাওয়ার আগে, আমি দাদুর বর্ণময় সঙ্গীত জীবনের এবং মরণোত্তর ওনাকে প্রদত্ত কয়েকটা সম্মান সম্পর্কে কিছু উজ্জ্বল তথ্য এই লেখায় তুলে ধরছি।

- পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন প্রথম ব্যাক্তি যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।
- ভারতীয় চলচিত্ত জগতের তিনিই ছিলেন একমাত্র সঙ্গীত পরিচালক যিনি কবি গুরুর অনুমতি সহকারে একাধিক (৮-টি) রবীন্দ্র কাব্যে সুরারোপ করেছিলেন। সকলের পরিচিত "দিনের শেষে, ঘুমের দেশে" গানটি এই ধারার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।
- সারা জীবন তিনি প্রায় ৫০০০ গানে সুরারোপ করেন। সেই সঙ্গে বহু গবেষণা মুলক লেখা ও গীতি নাট্য ও নৃত্য-নাট্য রচনা করেন।
- আকাশ বানী কলকাতার কেন্দ্র থেকে দীর্ঘ ৪৭ বছর "সঙ্গীত শিক্ষার আসর" নামে একটি খুব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। বিশ্ব বেতারে এই ঘটনার জুড়ি পাওয়া ভার।
- সুদীর্ঘ ৮৫ বছর ধরে আজও ওনার সুরে মহালয়ার পুন্য প্রভাতে কালজয়ী বেতার অনুষ্ঠান "মহিষাসুর-মর্দিনী" বেজে আসছে। বাঙ্গালীদের শারোদীয় দুর্গোৎসবের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে গেছে। ভারতীয়

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পঙ্কজ কুমার মল্লিক নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় নাম। ওনার অন্য সব কৃতিত্ব সরিয়ে রাখলেও, শুধু মাত্র "মহিষাসুর-মর্দিনী"-র সাফল্যের জন্য উনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

- ভারত সরকার দ্বারা প্রদত্ত চলচিত্ত জগতের সর্বোচ্চ পুরষ্কার দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভুষিত তিনিই প্রথম সঙ্গীত-পরিচালক।
- স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর অনুরোধে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত – "জন গন মন অধিনায়ক" তিনিই প্রথম রেকর্ড করেন। তাঁর কণ্ঠে রেকর্ড করা সেই গানটি বাজানো হয় সস্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের সকল জনবহুল এলাকায়, যাতে দেশের সকল মানুষ জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।
- ভারতীয় টেলিভিশনের উদ্বোধনী সঙ্গীত গান পরিবেশনা করেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক।
- ওনার মৃত্যুর পর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, ওনার স্মৃতিতে রিচি রোডের নাম বদলে, নামকরন করে – "পঙ্কজ মল্লিক সরণি"।
- ওনার বাসভবনকে (২/২ সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একটি হেরিটেজ বিল্ডিং বা ঐতিহাসিক আলয় বলে ঘোষণা করে।
- ওনার স্মৃতিতে ভারত সরকার একটি স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করে।

এই সব তথ্যগুলি আমি কখনও শুনি বাড়ির কারোর কাছে, বা ঘটনাগুলি নিজের চক্ষে ঘটতে দেখেছি। এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ও আমার স্ত্রী ঝিনুক ২০০৫ সালে দাদুর জন্ম শতবর্ষে "Pankaj Mullick Art & Music Foundation"-এর স্থাপনা করি। এই Foundation-এর মাধ্যমে আমরা দাদুর সমগ্র সৃস্টির সঙ্কলন করা শুরু করি। সাথে সাথে দেশে-বিদেশে দাদুর সুরারোপিত গানের অনুষ্ঠান করতে থাকি। এবং দাদুর বেতার ও চলচিত্ত দুনিয়ায় অবদানের ওপর একটি তথ্য-সম্বলিত বই "বেতার ও চলচিত্রের জগতে প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীত-সাধক পঙ্কিজ কুমার মল্লিক"- প্রকাশ করি। দাদুর অপ্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি CD ঝিনুক ও আমার পরিবেশনায় প্রকাশ করি। সারেগামা কোম্পানির তরফ থেকে প্রকাশিত হয় অশ্রুত "রবীন্দ্রনাথ"-এর CD. যাতে কবিগুরুর কথায় দাদুর সুরারোপিত ৮-টি গানের সঙ্কলন রয়েছে।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে শুরু করি একটি ওয়েবসাইট www.pankajmullick.org

এর পাশপাশি শুরু করি FACEBOOK–এ দাদুর উপর একটি PAGE - www.facebook.com/pankajfoundation।

সকল পঙ্কজ অনুরাগীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ যদি সঙ্গে থাকে, তাহলে আশা করি আরো অনেক অনুষ্টান ও প্রকল্প রূপায়িত করতে সফল হব।

Adequate Physical Activity is Necessary for Good Health and Wellbeing

Rita Krishnamurthi

In today's world, we are surrounded by technology that makes life easier for us. We are doing far less physically to achieve the same goals than ever before. From cars, and computers to machines, gadgets, television, and the greatest influence of modern times – the Smartphone; each has contributed to reducing the need (and desire) to walk, stand, or use physical strength and stamina. These are great advancements for humankind...or are they?

Unfortunately, these technological advances have had a downside; they have made us unhealthier. Medical and scientific evidence has shown that a sedentary lifestyle contributes significantly to poor health. The World health organisation has identified physical inactivity as the fourth leading risk factor for global mortality causing an estimated 3.2 million deaths worldwide (http://www.who.int/topics/physical_activity/en/). Prolonged sitting is known to lead to weight gain, and contributes to many other conditions, such as back pain, blood circulation related diseases such as heart disease and stroke, and well as different forms of cancers. A disease of significant concern to the Indian community is that is linked to a sedentary lifestyle is Type 2 diabetes (the type that is non-insulin dependent). Diabetes is a chronic condition with no cure that significantly affects health, and leads to heart disease, kidney disease, stroke, gangrene, and dementia.

What is physical activity? Is it the same as exercise? Physical activity is described as any movement of the body which requires the skeletal muscles of the body to expand energy. This activity can be unstructured, and informal. Examples of physical activity include going for a walk, or jog, gardening, vacuuming, mowing the lawn or dancing at a party. On the other hand, exercise is more structured and is often done under instruction or guidance. Examples of exercise are attending an aerobics class, weightlifting, or circuit training in a gym. Exercise can be thought of as a more structured form of physical activity.

What is the recommended level of physical activity? The World Health Organisation recommends that adults aged 18 and above "should do at least 150 minutes of moderate-intensity physical activity throughout the week, or do at least 75 minutes of vigorous-intensity physical activity throughout the week, or an equivalent combination of moderate- and vigorous-intensity activity. For additional health benefits, adults should increase their moderate-intensity physical activity to 300 minutes per week, or equivalent" (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/) . Muscle-strengthening activities should be done involving major muscle groups on 2 or more days a week. For older adults (over 65 years) activity can be moderated to prevent falls and loss of balance.

What are the benefits of physical activity? Adequate physical activity benefits both the

body and the mind. Being active improves muscle strength and flexibility, lowing better weight control, strengthens the heart and lungs, and it improves bone health, thus improving balance and reducing the risk of falls. Importantly it reduces the risk of hypertension, and other related conditions such as coronary heart disease, stroke, and diabetes. It is also known to reduce the risk of certain cancers such as breast and colon cancer. Physical activity is known to improve mood and reduce depression as well as improve cognitive (thinking) abilities.

How can I increase my activity levels in a way that is not too costly, and yet achievable? There are many ways in everyday life that we increase our physical activity levels; taking the stairs instead of the lift, taking short 5 minute breaks during the day at the office to stretch, bend and sit-stand from the chair at least 20 times, taking the dog for a walk, or the children to the park, standing and stretching or walking on the treadmill while watching TV, walking more and driving less, going for a swim, and participating in sporting activities. There are many free or very low cost community based yoga and other classes such as those run by Ms Ella Kumar in Auckland. Physical activity levels in the Indian community and especially in women, are particularly low, compared to Europeans and other ethnic groups. This may be one of the reasons why the prevalence of diabetes, and heart disease is disproportionately high in the Indian community. The good news is that something can be done about it! Let's get active and healthy!

Durga Pooja

Tia Deb

Durga Pooja is here once more for us to
celebrate together
To meet family and friends
And to get together
To offer our prayers to Goddess
Singing, Dancing and Drama
The sweet smell of flowers
And the holy water
And the crowds of excited friends
It is now time to celebrate
And we never want it to end

Practicing for our dance
Trying hard to impress
Practice makes perfect
And be put to the test
Twirls and spins and passionate grins
With a load of acting mixed in
And when we're done
We can breathe and relax
Then perform at our best
Watch the others
While we take a long deserved rest

Durga Pooja, the show has now ended
We are happy but tired
While we head for home
The fun and the games
And all the talking
The food and drinks
And long wonderful acting
We know it can't go on forever
But no fear for it will be back next year!
By Tia Deb

What is GROW ?

GROW is a community mental health movement organisation and is led by people recovering or have recovered from mental or emotional distress, personal inadequacies or maladjustment to life.

It is a voluntary association of people who earnestly desire to change, and are helping one another to grow to personal maturity.

GROW has weekly meetings of small groups of people who have experienced depression, anxiety or other mental or emotional distress, who come together to help each other deal with the challenges of life.

Where GROW is located in New Zealand ?

GROW can be found throughout New Zealand and is specifically located in Auckland, Thames, Christchurch and Dunedin.

What are GROW meetings like ?

GROW groups vary in size from 5 to 9 people. Meetings are held weekly, day or night, lasting two hours and are followed by refreshments.

Meetings follow a regular format, which usually begins with a quiet reflective moment followed by a group recited karakia or prayer. They combine personal testimonies, reports on progress, group work on members' problems and adult education about rebuilding lives. Friendships are formed with the common goal to get well and stay well and it is ordinary between meetings to keep in touch through sociable phone calls or visits.

Who can be GROWER ?

Anyone who is willing to help and be helped. Participation in GROW is strictly voluntary. No referrals or proof of medical history is necessary.

GROW is open to all human beings – irrespective to belief, race, colour or class.

Many members come to GROW with a history of hospitalisation but probably half come initially because they need help due to some life crises – a death in the family, divorce or a change in career.

Do I have to believe in God to be a GROWER ?

No, GROW has no affiliation with any organised church or religion.

Its broad "horizontal" basis of belief is in ourselves and other persons and in the spiritual values of mind, heart and character which we have found to be the foundation of personal life and mental health.

Is GROW Religious ?

Members are encouraged to live life up to their highest values or their own beliefs. However, GROW does not have any religious affiliation.

GROW is spiritual, as it recognizes the inherent worth of persons and the need we all have to trust ourselves, namely to have soundly based self-confidence.

GROW sees that confidence is the ability to trust others in keeping with the positive, transcendent force in life that for many is God.

What does GROW cost ?

There is no fees or dues to attend a GROW group meeting. However, if you feel to give a donation towards the groups expenses that would be appreciated but there is no obligation.

How is GROW membership anonymous ?

In GROW we respect the privacy of individuals to ensure their safety and to gain the confidence of all members in the group. Whatever is shared in a group generally stays within the group – we ask that all members respect this rule. Members need only be known by their first name if they wish.

GROW Centre (Auckland)
Phone: 09 846 6869, Text Contact: 021 049 1360
Email: auckland@grow.org.nz,
Physical Address: 97 St Lukes Road, Sandringham, Auckland 1025

THIS PROGRAM IS SPONSORED BY

MITALI MALHOTRA

BHAGYESH MEHTA &

KULBIR SINGH

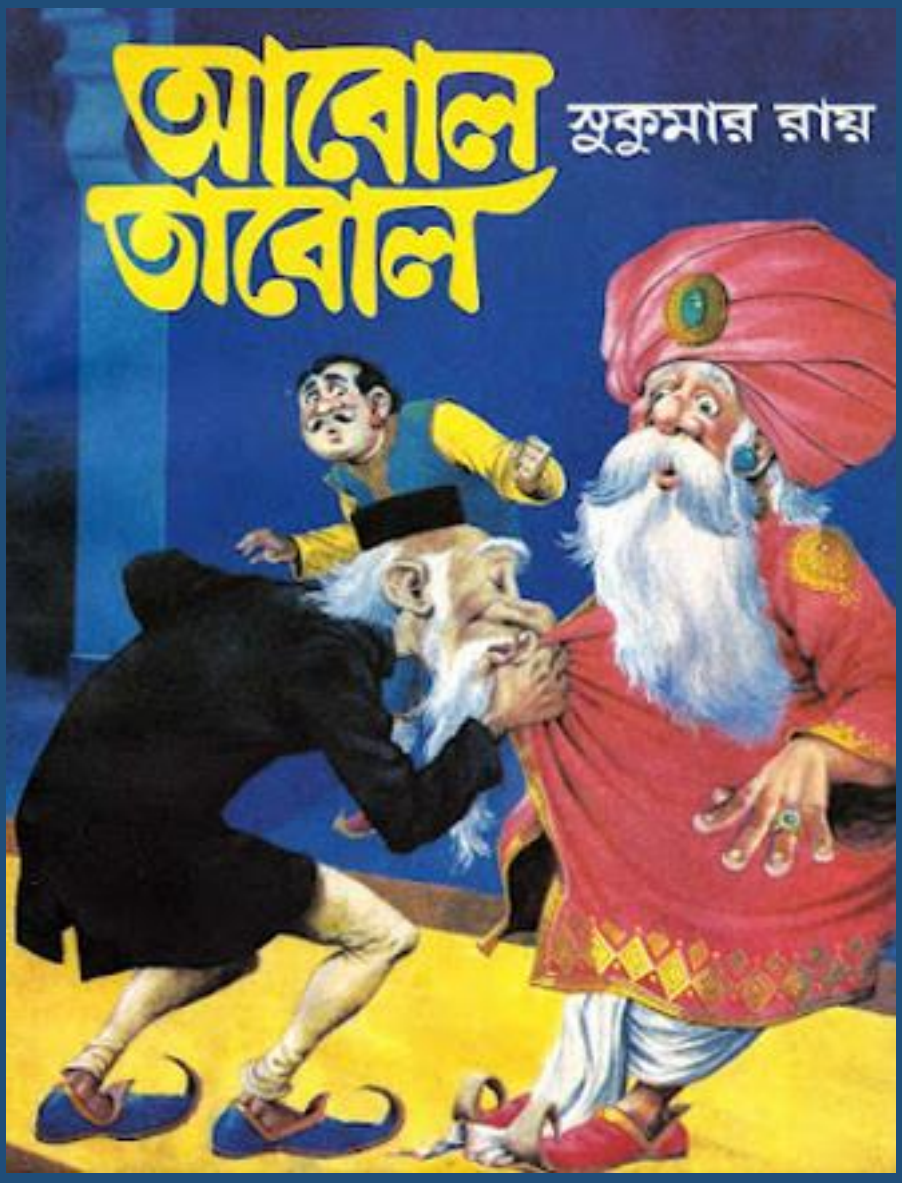

With Best Compliments

From

SwarSadhana
ACADEMY OF INDIAN MUSIC

56 WHITE SWAN ROAD, MT. ROSKILL, AUCKLAND. PH: 09 627 0009

With Best Compliments

From

Mr Kafi Islam

531 SANDRINGHAM ROAD, MT. ROSKILL, AUCKLAND. PH: 09 845 3232

Modern techniques of Pranic healing ------- Author. Pavitra Kumar Roy

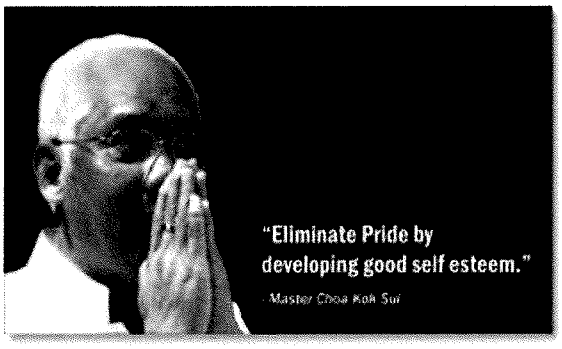

How to heal a person with simple hand movement no touch techniques? Grandmaster Choa Koksui was the founder of modern pranic healing that deals with physical ,mental,emotional and relational issues. In the past when we were not dependent on Western medicines we new certain techniques that can help us to retain our health and holistic wealth intact. For a long time this was forgotten . Thanks to Grand master Choa who had again done some research and found out those technics back with some validation and scientific backings . Hence Grandmaster was one of key person who reinvented those ancient science and art that is very very useful for our present world condition.

I know many of the readers would like to know how this pranic healing within the present scientific study and research works as accurate and complimentary treatment. Therefore allow me to explain and throw some light. In this world all the living being has got an energy field surrounding the physical body and this field continuously interacts with energy from the universe which in abundance. This energy flow is continuously being absorbed by the body through the energy field that surrounds us and being expelled from the body continuously. This is a part of that vibrates in harmony with natures system that we have right from our birth. However sometimes there is some kind of discontinuity in reciprocity with this nature systems. As a result the flow becomes disharmonious and our health gets affected. Abnormal lifestyle that we have intentionally or unintentionally can be very disruptive. It was noticed during this disharmonious and disruptive situation our energy body does not allow the natural energy flow between the eternal energy source that is abundant in the nature known as Prana,Chi or Ki.

When energy is balanced applying pranic healing . A person automatically gets back to it's original state of comfort. A typical pranic healer would assess trouble of a patient and take him into his confidence. He or she will try and assess the problem lying with respect to the chakras (all the energy points that is separately placed) in the body of patients. Using discernment technique that is the key of a pranic healing treatment one patient is scanned to get the right assessment of the problems. Once problem is determined a patient is asked to be in receptive mode till he's given the healing treatment, which involves reception, transmission and projection of energy without any touch. Once this energy stops flowing then the energy centre are stabilized to make sure that it does not flow out and gets dissipated. There are certain protocols which is strictly followed in particular order. The day the healing is given to a patient it is important that the person does not take shower next day. Sometimes it may be needed that person is given a few more healing sessions. Depending on the intensity of healing that is given to the person could different from a patient to patient, because a patient may or may not be receptive enough. Sometime acuteness of the disorder may need some more extra healing sessions. In general 5 to 10 minutes of healing can take care of most of the problems. Actually the whole energy healing system is based on the theory that our body has ability to heal itself All we need to have is the right kind of ambience and fairly balanced energy field. Once that is achieved a person can remain healthy. Similarly we can have often difficulty is in a relationship. This means that energetically those persons are not harmonious and their energy are not conducive. There are certain practices that can help this to be taken care of. To learn these techniques one will have to attened workshop for two consecutive days. The person who understands the therapy can not only heal the other patients but also comes to know self healing. Therefore this is a great help to the humanity to encourage people to understand and heal their own relatives, community,friend as well as family. This may cover the entire planet if each and every family has at least 1 pranic healer. It was Grandmaster's dream to have 1 pranic healer per family to achieve a holistically healthy planet.

Happy Durga Puja

EcoTravels

For All Your Travel Solutions

www.ecotravels.co.nz

For Cheapest Air Fares Call

0508 15 16 17

Eco Remit

Send and Receive Money in Minutes

www.ecoremit.com

0% TRANSFER FEE

TO ANY INDIAN BANK ACCOUNT

গঙ্গা-যমুনা

দিলীপ কুমার দাস

দু'দশক আগে নিউজিল্যান্ডে এসে প্রথম বছর দেড়েক আমরা অকল্যান্ডে হাউসিং নিউজিল্যান্ডের একটা ফ্ল্যাটে ছিলাম। সেখানে যখন উঠলাম তখন দেখলাম ফ্ল্যাটের ফোনজ্যাকটিতে আমাদের কেনা ফোনটিকে লাগানো যাচ্ছে না। জ্যাকটি পুরনো মডেলের – নতুন খাদ্য তিনি খেলেন না! দুএকজনকে জিজ্ঞাসা করতে তাঁরা উপদেশ দিলেন ফোন কোম্পানিকে ফোন করতে। তাহলে তাদের লোক এসে ফোনের সংযোগ করে দিয়ে যাবে। তাই করলাম। একটা ফোন বুথ থেকে ফোন করতে পরের দিন টেলিকমের লোক এসে দুরালাপ-সংযোগ করে দিয়ে গেল। এর পর মাস পোহালে যে বিল এল তাতে আমার আক্কেল গুড়ুম! এই সংযোগটি করে দেবার জন্য চার্জ করেছে মাত্র সাড়ে সাতচল্লিশ ডলার ! নতুন জ্যাকের জন্য দশ ডলার, আর মিনিট দুয়েকের কাজের মজুরী সাড়ে সাঁইত্রিশ! অবশ্য এর মধ্যে কোম্পানির টেকনিশিয়ানের যাতায়াতের ব্যাপারটাও ছিল। যাইহোক, এর থেকে এই শিক্ষা হল যে যে কাজগুলো নিজে করা সম্ভব সেগুলো নিজেকেই করতে হবে। আর তা না করতে পারলে বারে বারে এইরকম গচ্চা দিতে হবে। এই নিজের কাজ নিজে করাকে বলে 'ডু ইট ইয়োরসেলফ' বা সংক্ষেপে 'ডি আই ওয়াই'। পরে দেখলাম এদেশে এই ব্যবস্থাটির বাণিজ্যিকিকরণও হয়েছে। বেশ কিছু হার্ডওয়্যারের দোকান ডি আই ওয়াই-এ উৎসাহ দেয়। তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি কিনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া কেমন করে সঠিকভাবে ঘরবাড়ির ছোটখাট কাজ যেমন বেড়া তৈরী করা, বাগানের মধ্যে পায়ে চলার পথ বানানো, ছোটখাট মেরামতি করা ইত্যাদির বিনাপয়সায় প্রশিক্ষণও দেয়। এদেশের পাবলিক লাইব্রেরীতেও দেখেছি এরকম বিভিন্ন কাজ নিজে করার জন্য সহজে বোধগম্য অনেক বইপত্র এবং ভিডিও পাওয়া যায়। নিজের বাড়ী হলে এরকম ছোটবড় অনেক কাজই নিজেকে করতে হয়। কিউয়িদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট মুন্সিয়ানা আছে। সুতরাং আমিও এই ডি আই ওয়াই কালচারে আস্তে আস্তে রপ্ত হতে শুরু করলাম। তবে এতে ভুলভ্রান্তিও হয়। এবং তার ফলে নতুন যে সমস্যা তৈরী হয় তা সামাল দিতে অনেক বেশি খরচ করে দক্ষ মিস্ত্রীজাতীয় লোকের সাহায্য নিতে হয়। অন্তত আমার তাই হয়েছিল। তার একটির কথা এখানে বলছি।

ট্যাঁকে ভারীরকম রেস্ত না থাকলেও এদেশে বাড়ী কেনা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। চাকরি হোক, ব্যবসা হোক - একটা চলনসই উপার্জনের উপায় থাকলেই হল। ব্যাঙ্ক এবং কিছু কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান ডলার নিয়ে বসে আছে বাড়ীটি বন্ধক রেখে ধার দেবার জন্য। ওটি ওদের ব্যবসা। অবশ্য দেশেও এখন এরকম 'ঋণং কৃত্বা' কালচার বেশ চালু হয়েছে। এখানে বেশীর ভাগ লোকই দেখেছি রোজগারের পাকাপাকি একটা হিল্লে হয়ে গেলে ব্যাঙ্ক-ডিপোজিট দেবার ডলার জমিয়ে বাড়ী কিনতে চেষ্টা করে। তারপর অনেক বছর ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে সুদ সমেত ধারটা শোধ করে। এদেশে প্রায় সব বসতি এলাকাতেই দশ-বিশটা বা আরো বেশী সংখ্যক বাড়ী সব সময় বিক্রীর জন্য থাকে। বাড়ী সস্তা না হলেও সহজলভ্য। সুতরাং ওয়েলিংটনে আসার কিছুদিন পর এই 'মহাজন-পন্থা' অনুসরণ করে অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-মহাজনের কাছে বাড়ী বন্ধক রেখে, ডলার ধার নিয়ে এখন যে পাড়ায় আছি দেখেশুনে তার প্রাইমারী স্কুলের কাছে আমিও একটা বাড়ী কিনে ফেললাম। স্কুলের কাছে কিনলাম যাতে মেয়েরা হেঁটেই স্কুলে যাওয়া-আসা করতে পারে। বাড়ীটা নতুন নয়, আবার খুব পুরনোও নয়।

এখানকার বেশীরভাগ বাড়ীতেই জামাকাপড় কাচা, শুকোনো, ইস্ত্রি করা ইত্যাদির জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা বা ঘর থাকে। আমার বাড়িতেও এরকম একটা ছোট লন্ড্রীরুম আছে যেখানে ওয়াশবেসিন, ওয়াশিং মেশিন, ইস্ত্রি করার ব্যবস্থা ইত্যাদি আছে। যাইহোক, বাড়ী কেনার বেশ কয়েক মাস পরে আবিস্কার করলাম যে ওয়াশবেসিন ক্যাবিনেটের নীচে মেঝের ছোট একটা অংশ জল লিক করে নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথম যখন নজরে এল তখন জল পড়ছিল না। অর্থাৎ বাড়ীর আগের মালিক লিকটা বন্ধ করেছে, কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়া মেঝেটা মেরামতির প্রয়োজন বোধ করেনি। সেই অংশটা বেশ ছোট, তক্ষুণি যে মেরামত করতে হত এমন নয়। ক্যাবিনেটটার জন্য সেটা সহজে নজরে পড়েনি। তবে ওয়াশবেসিন এবং ক্যাবিনেটটা বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ডি আই ওয়াই কালচারে আমি খানিকটা রপ্ত হয়ে উঠেছি। সেই নবলব্ধ বিদ্যা প্রয়োগের একটা সুযোগ পেলাম। তাই ঠিক

করলাম মেঝেটা মেরামত করে ওখানে পুরনোটা বদলে একট নতুন ক্যাবিনেট সহ ওয়াশবেসিন বসাবো। লন্ড্রীরুম মায় গোটা বাড়ীর মেঝেই পার্টিকলবোর্ড দিয়ে তৈরী। নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশটুকু করাত দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে একই সাইজের নতুন বোর্ড লাগিয়ে দিলেই হল। সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। নিজেই করতে পারব বলে বিশ্বাস আমার প্রথম থেকেই ছিল।

কয়েকদিন খোঁজখবর করে, এ দোকান ও দোকান ঘুরে নতুন ওয়াশবেসিন কেনা হল এবং ম্যাচিং বোর্ডও সংগ্রহ হল। তারপর রবিবারের এক বিকেলে লেগে গেলাম মেঝে মেরামত করতে। সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশটা কাটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছি তখন বাঁধল গণ্ডগোল। হঠাৎ করে মেঝের নীচে থেকে জোর ফোয়ারা দিয়ে জল বেরোতে শুরু করল। মুহূর্তে বুঝে গেলাম মেঝে কাটতে গিয়ে তার নীচের জলের পাইপও কেটে ফেলেছি। একেবারে সাড়ে সর্বনাশ ! ছুটে বাইরে এসে প্রথমেই বাড়ীর জলের লাইনের ভালভটিকে বন্ধ করলাম। তাতে জল বেরোনো বন্ধ হল বটে, কিন্তু যে কান্ড করে ফেলেছি তা এখন সামাল দেব কি করে? নিজের বিদ্যেতে তো কুলোবে না!

এই ঘটনার কিছুদিন আগে আমার প্রতিবেশীর মাধ্যমে স্টিভ বলে এক প্লাম্বারের (কলমিস্ত্রীর) সাথে পরিচয় হয়েছিল। তাকে ফোন করলাম এবং আমার কীর্তিকাহিনী কীর্তন করে অনুরোধ করলাম তখনই এসে আমাকে উদ্ধার করতে। সে পরামর্শ দিল হট ওয়াটার সিস্টেমে যে গরম জল আছে তাই দিয়ে সে দিনটা আর পরদিন সকালটা চালিয়ে নিতে, দুপুরে এসে পাইপ সারাই করে দেবে সে। পরের দিন সোমবার, কাজের দিন – আমাদের সময় হবে না। আর হট ওয়াটার সিলিণ্ডারে যা গরম জল আছে তা দিয়ে একবেলা চলতে পারে। সুতরাং সোমবারের সকালের আগেই এই নিরম্বু অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। তাই স্টিভ তখনই এলে ভাল হয়। সব শুনে স্টিভ জানালো যে যদিও সে এই বিকেলটায় ফ্রি আছে তবু আসতে পারবে না। কারণ দ্বিপ্রাহরিক আহারের সাথে সে ভালরকম মদ্যপান করেছে। সেই অবস্থায় গাড়ী চালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কেলেঙ্কারী হবে। হক্ কথা। ফোনে তার কথা শুনে মনে হল মদ খেলেও সে তালে ঠিক আছে, মাতাল হয়ে যায়নি। জিজ্ঞাসা করলাম যদি তাকে আনার ব্যবস্থা করা হয় তবে কাটা পাইপটা সে জোড়া দিতে পারার অবস্থায় আছে কিনা। সে জানাল পাইপ জোড়া দিতে সে পারবে। তখন তাকে বললাম, 'তোমার বউকে বল না কাজের ভ্যানটা চালিয়ে তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসতে। তাঁর আসাটাও আমি পুষিয়ে দেব।' স্টিভ জানাল, 'তিনিও পান করেছেন'!

হুঁ, এই না হলে 'দেবা'র উপযুক্ত 'দেবী'!

তখন আমি ছুটলাম আমার নিজের গাড়ী করে তাঁকে আনতে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম নিয়ে তিনি এলেন এবং পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই আমার কুকীর্তি মেরামত করে দিলেন। দেড়শো ডলার দক্ষিণা দিয়ে আর এক কাপ চা খাইয়ে তাঁকে আবার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলাম। কয়েকদিন পরে আমার পরিচিত একজনকে এই ঘটনার কথা বলছিলাম। সব শুনে তিনি বললেন – 'এ ক্লাসিক্যাল ডি আই ওয়াই ডিজাস্টার'! শুনে আশ্বস্ত হলাম এই জন্যে যে ডিজাস্টার কথাটা যখন ডি আই ওয়াই-এর সাথে চালু আছে তখন অতীতে আরো অনেক কীর্তিমানই এইরকম কীর্তি করেছেন, আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্ নই ! যাইহোক, আমার ডি আই ওয়াই-এর ঝুলিতে এই অভিজ্ঞতাটিও গচ্ছিত হল।

এবার আর একটি ঘটনার কথা বলে লেখাটি শেষ করি। এটি অবশ্য আগেরটির মত অত ঝামেলার নয়। গত গ্রীষ্মে আমার দুই প্রতিবেশী তাঁদের এবং আমার বাড়ীর সীমানায় যে কাঠের বেড়া আছে তা রঙ করলেন। এদেশে দুটো পাশাপাশি বাড়ীর সীমানায় যে বেড়া থাকে তা তৈরীর খরচ সাধারণত দুই বাড়ীর মালিকই বহন করে। পরবর্তীকালে ছোটখাট মেরামতি, রঙ করা ইত্যাদির দরকার হলে যে যার দিকটা করে নেয়। আমার দুই পড়শী যখন তাঁদের দিকগুলো রঙ করলেন তখন আমরাও আমাদের দিকগুলো করার তাগিদ অনুভব করলাম। আমার ছোটমেয়ে এবং মেয়ের মা রঙ পছন্দ করলেন এবং দশ লিটার বালতির এক বালতি রঙ কেনা হল। আমি ওয়াটার ব্লাষ্টিং করে অর্থাৎ উচ্চচাপে জল দিয়ে বেড়া পরিস্কার করে রঙ করার কাজে লেগে গেলাম। রঙ যখন কিনেছিলাম রঙওয়ালী দোকানী তখন সেটিকে প্রথমে ভাল করে ঘেঁটে নেবার কথা বলেছিল। যেহেতু দশ লিটারের বালতিটা বেশ

ভারী এবং বড় তাই কাজের সুবিধার জন্য বালতির ওপরের দিকের রঙটা ঘেঁটে একটা ছোট পাত্রে ঢেলে নিয়ে সেখান থেকে রোলার এবং ব্রাশ দিয়ে বেড়ায় লাগিয়েছিলাম।

বেড়ার খানিকটা যখন রঙ করা হয়েছে তখন সেটা দেখে গৃহিণী বললেন তিনি যে রকম রঙ পছন্দ করেছিলেন বেড়ার রঙটা তার চেয়ে আরো বেশী নীল মনে হচ্ছে। আমি বললাম, 'নীল-লাল জানি না, পছন্দ করে যে রঙ কিনেছ সেই রঙই তো লাগাচ্ছি।' এইভাবে দক্ষিণ দিকের বেড়া রঙ করা হল। বালতিতে রঙের পরিমানও অনেকটা কমে গেল। পূবদিকের বেড়া রঙ করার সময় দেখলাম যেহেতু বালতি তখন অনেকটা হালকা হয়েছে তাই সরাসরি বালতি থেকে নিয়েই রঙ লাগানো যাবে। তার আগে বাকি রঙটা ভাল করে ঘাঁটতে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম বালতিটি 'হিরণ্যগর্ভা'। তাতে সোনাদানা লুকনো ছিল না, কিন্তু তলায় থিতিয়ে থাকা সোনালী-হলুদ পিগমেন্ট ভাল করে ঘাঁটার ফলে নীচে থেকে উঠে এসে বালতির বাকি রঙের সাথে মিশে তাকে ক্রমশ সবুজাভ করে তুলল। তখন বুঝলাম শুরুতে ভাল করে না ঘেঁটে কি ভুল করেছি। আর প্রথম দিকে গিন্নীর 'রঙ বেশী নীল মনে হচ্ছে' অভিযোগের একটা কারণও খুঁজে পাওয়া গেল। যাইহোক, বাকি রঙটা পূবদিকের বেড়ায় লাগালাম। এখন পূব এবং দক্ষিণ দিকের বেড়ার আলাদা আলাদা রঙ। গৃহিণী সেই বর্ণবৈচিত্রের নাম দিয়েছেন 'গঙ্গা-যমুনা'!

'গঙ্গা-যমুনা'র সঙ্গমস্থলে রঙের ব্রাশ এবং বালতিহাতে লেখক

১৮ এপ্রিল, ২০১৫।
ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড।

LOTUS FOREIGN EXCHANGE

CONVENIENT ~ AFFORDABLE ~ SPEEDY

No Commission or Fees on Currency Exchange

Foreign Exchange

Exchange your Foreign Currency and Travellers Cheques at best exchange rates

Telegraphic Transfers

Send Money to India

- Fee only $10
- No deduction at banks in India
- Draft delivery in India is also available at no extra charge

Send Money to Fiji

- Fee only $8

Send Money to Rest of World

- Send money to any Bank Account across the globe Fee only $15

MoneyGram

- Instant Money across the Globe
- Excellent Conversion Rate
- No Bank Account needed
- Reasonable Fees
- Real Value for your Money

MoneyGram. bringing you closer

Visit: www.lotusfx.com ~ Phone: 0800 44 22 88

LOTUS GOLD MERCHANTS LIMITED

Shop 74A, Westfield Shopping Mall, Manukau, Auckland
Phone: 09 263 4878, Fax: 09 262 2937, Email: info@lotusgold.co.nz
AND
Shop 108, Westfield Shopping Mall, Queensgate, Lower Hutt
Phone: 04 589 9584, Fax: 04 589 9583, Email: lotusgold_LHB@hotmail.co.nz
AND
Shop 27, LynnMall Shopping Centre, New Lynn, Auckland
Phone: 09 825 0122, Fax : 09 825 0129, Email: lotus_lmb@hotmail.com

Stunning range of 18 karat white & yellow Gold Diamond Jewellery

Wide range of 22 karat Indian Gold Jewellery plus:
Precious Stone Jewellery
Silver Jewellery
Gold & Silver Bullions
We buy old Gold ~ Free in-store assessment

Discover Lotus Gold today

Convenient parking

Finance Available

Open 7 Days
Late Nights: Thursday—Friday
Shop Online at: www.lotusgold.co.nz

UNITY IN DIVERSITY

Malabika Bhaduri

From time immemorial, we have heard that our Goddess Durga represents a united front of all Divine forces against the negative forces of evil and wickedness. The image of Durga, the Eternal Mother destroying the demon Mahishasur, is symbolic of the final confrontation of the spiritual urge of man with his baser passions.

Every year, our Sarbojonin Durgotsav is a time when we pay homage to the Goddess and rejoice in the celebrations as one big family. But once this time passes, do we maintain the wonderful feelings of togetherness, mutual pride and understanding in the months that follow?

During the Sharodiya Utsob, we break down the barriers of caste, creed, social injustice, unfairness and gender inequality and celebrate as one nation but do these feelings persist when we immerse the Goddess into the holy waters of Ganges at the culmination of the festival?

These are questions every Indian should ask himself or herself because these days remind us of the legacy that we are leaving behind for our future generations. These are the issues that prevent our great nation in moving forward with the times. Should we not try to rise above all our differences and stay united and strong in the face of calamities so that we can secure a strong and progressive India for our youngsters?

I think each and every one of our children has the right to take birth and live freely in a country where peace and justice prevail, equal opportunities exist and people's minds are not constricted by walls of casteism and social injustice.

As our great Guru Rabindranath Tagore aptly wrote,

"Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake."

This is the message that all of us should be thinking deeply about and follow at every step in our lives if we really want to be called "true" Indians and hold our heads high in our pride for our Motherland.

VANDE MATARAM

AANTORIK SHARODIYA SHUBHECHHA

Subis
Desserts

Adding new dimensions to Indian desserts

'Wishing You A Very Happy Durga Puja Festival'

Available at

D'Grand Haveli
Restaurant - Party Hall - Caterings
Bringing You The Warmth Of India

736 Great South Road, Manukau, Auckland

Our Grandfather

Sachi Roy (D/O Mr. Sudeep Roy)
Zubin Roy (S/O Mr. Sudeep Roy)

Dr. Kul Bhushan Malhotra

DOB-15.05.1941

DOD-7.08.2015

Our grandfather was a highly educated and learned person. He was known as the "walking, talking dictionary"/encyclopaedia/Wikipedia...whenever we had school assignments and did not understand the meaning of the word, we just asked Nanaji and then you can get the answers in depth from the origin of the word, correct pronunciation...when it came to education matters, he would always encourage and speak of inspiration and wisdom to anyone he came across. Nanaji could just talk on any topic like religion, economic issues, philosophical beliefs but our Nanaji's favourite topic was of course "politics", i.e. Indian politics and Myanmar politics.

Our Nanaji's favourite food was dosa, idli, Vada and yes- biryani". He was very lucky to have Nanima cook all delicious food for him. In his leisure time he loved going to the Buddhist monastery in new Lynn and helping the monks in their university assignments, drafting letters for Burmese refugee groups and visiting hospitals to do interpreter work. He was a highly valued member of the community because of his dedication and willingness to always reach out to those in need.

On Friday, the 7th of August, Nanaji passed away peacefully in his sleep around 11:30am after having his breakfast. We love you Nanaji and you'll always be remembered in our conversations.

Thank you for all the memories that you've filled our hearts with which we can pass down to the next generation.

শোক প্রকাশ

My Dadi

Svetlana Banerjee

She has left a place in the heart of every single person that got the chance to know her. Her happiness would lie in being around people, laughing, talking, and telling stories of her past. Up until her last day she would be most concerned about whether everyone around her was seated and comfortable regardless of the fact that she was going through the most discomfort. If the hospital gave her fruits, she would leave the fruits for me because she knew her “lana ma” loved fruits.

Those who knew my dadi well would know she was a perfectionist who wanted, and needed everything to be “tip top”. She would carry herself beautifully with her hair tied in a perfect bun with no hair sticking out, and her sari pleated and adorned on her neatly. She loved sewing, knitting, and creating.

From the day I was born up till the day I got too big to wear hand knitted sweaters, I mostly wore sweaters, scarves, and beanies made by my dadi. I wasn’t the only one to wear her knitting, each of her grandchildren, and her friends’ kids wore clothes made by her too. Even my dolls wore beanies, socks, and sweaters made by her.

She will always be remembered

and missed,

and she will always remain in all our hearts.

শোক প্রকাশ

Manjuri Mittra, beloved mother of Prabir, loving mother in law of Kaberi and the most adored grandmother of Ritu and Tat, passed away in Kolkata on 6th August 2016. She was a beautiful, genuine, and gracious person who made the most of life under any circumstances. Living alone in Kolkata, she was a voracious reader and a passionate traveller. She loved visiting New Zealand and made several trips till 2012. She would write beautiful descriptive entries in her diary each trip and on numerous occasions wrote passionately about the country's natural beauty and the warmth and love she received from many Probasee families. She always held New Zealand close to her heart and even after her health started failing since 2013, she sincerely wanted to visit one more time but unfortunately her wish remained unfulfilled. May her soul rest in peace.

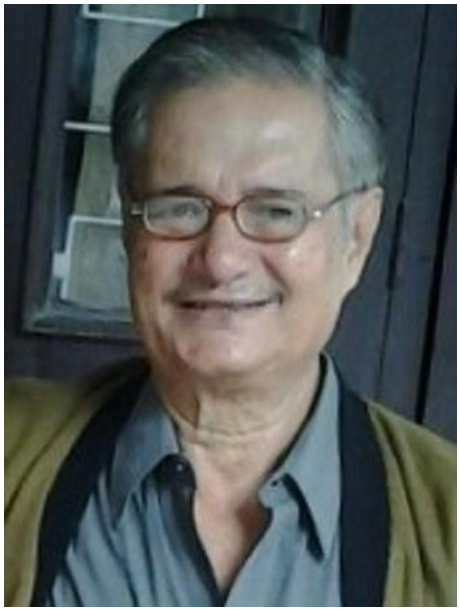

Nirmal Karmokar

13th September '2016

Bhakta of Swamynarayan and Iskcon

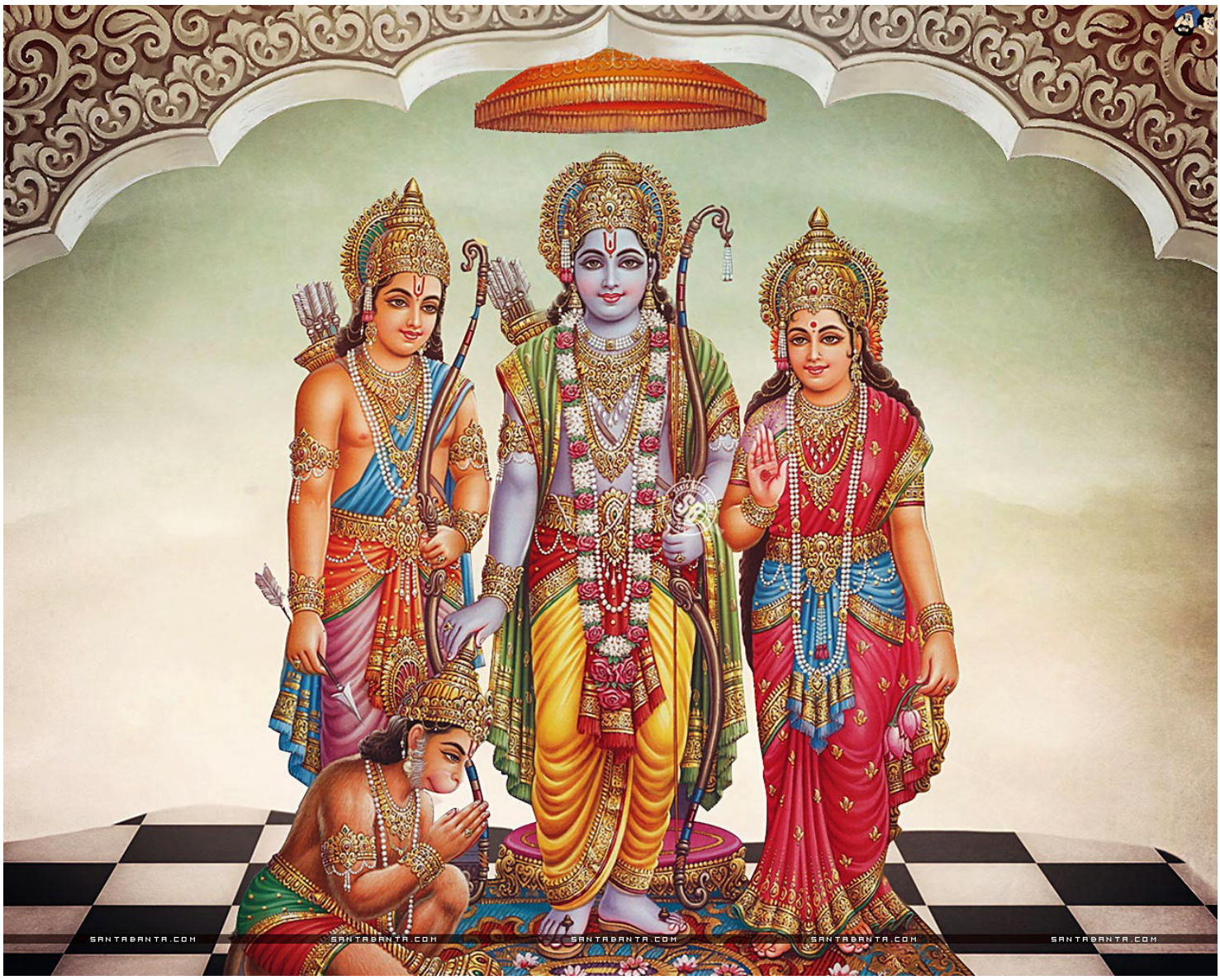

Shri Ram Mandir

Opening Hours 7.30 am to 8.30pm

Bhagwan Shayan on Weekdays from 12pm-4pm

Morning Arti 8.15am Evening Arti 7.15pm

Bhagwat Pravachan on Sunday's from 10.30-11.30am followed by Arti and Mahaprasad

Tuesday's Ramayan from 7.30pm

Friday's Kirtan from 7.30pm

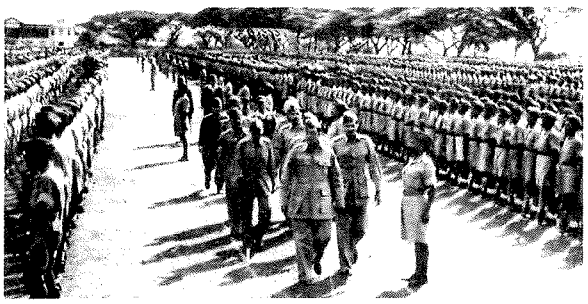

Bose, Not Gandhi, Ended British Rule In India:

B R Ambedkar

In an interview to BBC in February 1955, Babasaheb elucidated the reason why the British left India in 1947. Subsequently, Attlee agreed Netaji was the toughest challenge the Empire faced. Several defence and intelligence experts agreed, too.

Why even after 70 years of his disappearance the people of India are so keen on finding out the truth about Netaji Subhas Chandra Bose? A part of the answer has to do with what Netaji did for us.

Declassified records, testimonies of those who had a ringside view of events coupled with sheer commonsense make it quite evident that Netaji dealt a body blow to the British Raj. As such, for us to brush under the carpet the poignant issue of his fate — how and where he actually died — would constitute a gross affront to his memory and all those associated with him.

For reasons political, the authorities in India will never acknowledge the paramount role of Netaji in forcing the colonial British to transfer the power in 1947. Perhaps one has heard about it from someone in the family already. In a nutshell, there was not much freedom "fight" going on in India in when the Second World War started in 1939. While Bose saw in it the opportunity of a lifetime and he wanted the Congress to serve a six-month ultimatum on the British to leave India, the party under Mahatma Gandhi's lead would not do anything to increase pressure on the colonial authorities.

Ousted from the Congress, Bose left India and became the head of the Indian National Army. Many in India still scoff at the INA, contrasting it with

the professional well-trained, much bigger Indian Army, ignoring the odds Bose had overcome to organise it in such a short time.

As the INA geared up to take on the British Indian Army in battlefields, the Mahatma launched the Quit India movement in 1942, which was similar to what Bose had demanded in 1939. The movement was launched in right earnest. But, unfortunately, it was crushed within three weeks and, in a few months, it was all over.

That Gandhi did wonders for India is true. But to say that the Quit India movement led to Independence would be stretching it too far. So what really clicked? A most logical explanation was given by Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar, whose birth anniversary we are observing today.

In a no-holds-barred interview with BBC's Francis Watson in February 1955, Babasaheb elucidated the reason why the British left India in 1947.

"I don't know how Mr Attlee suddenly agreed to give India independence," wondered Ambedkar, recalling then British Prime Minister's decision to agree to the transfer of power in 1947. "That is a secret that he will disclose in his autobiography. None expected that he would do that," he added.

In October 1956, two months before Ambedkar passed away, Clement Attlee disclosed in a confidential private talk that very secret. It would take two decades before the secret would trickle into the public domain.

Babasaheb would not have been surprised with Sir Attlee's admission, for he had foreseen it. He told the BBC in 1955 that from his "own analysis" he had concluded that "two things led the Labour party to take this decision" [to free India].

Ambedkar continued: "The national army that was raised by Subhas Chandra Bose. The British had been ruling the country in the firm belief that whatever may happen in the country or whatever the politicians do, they will never be able to change the loyalty of soldiers. That was one prop on which they were carrying on the administration. And that was completely dashed to pieces. They found that soldiers could be seduced to form a party — a battalion to blow off the British."

Today, as we assess the other data on record and factor in the views of experts ranging from National Security Advisor Ajit Doval and Major General GD Bakshi, Babasaheb's words ring nothing but true.

Sir Norman Smith, Director, Intelligence Bureau, noted in a secret report of November 1945: "The situation in respect of the Indian National Army is one which warrants disquiet. There has seldom been a matter which has attracted so much Indian public interest and, it is safe to say, sympathy... the threat to the security of the Indian Army is one which it would be unwise to ignore."

Lt General SK Sinha, former Governor of Jammu & Kashmir and Assam, one of the only three Indian officers posted

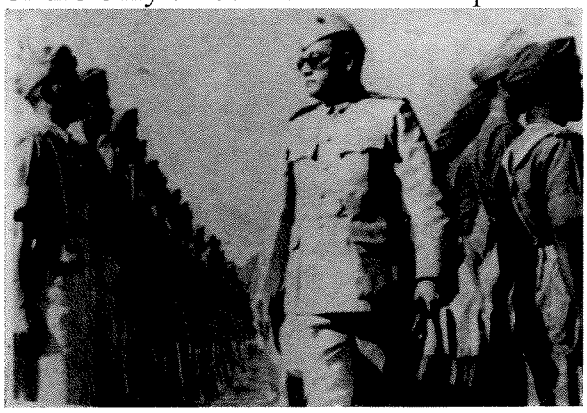

in the Directorate of Military Operations in New Delhi in 1946, made this observation in 1976. "There was considerable sympathy for the INA within the Army... It is true that fears of another 1857 had begun to haunt the British in 1946."

Agreeing with this contention were a number of British MPs who met British Prime Minister Clement Attlee in February 1946. "There are two alternative ways of meeting this common desire (a) that we should arrange to get out, (b) that we should wait to be driven out. In regard to (b), the loyalty of the Indian Army is open to question; the INA have become national heroes..."

Even in his 'defeat', Netaji delivered a massive blow to the British rule in India. And then when India needed him most, he 'disappeared'.

Don't we owe it to Subhas Bose to know what became of him, now that we know so much that the previous generations did not?

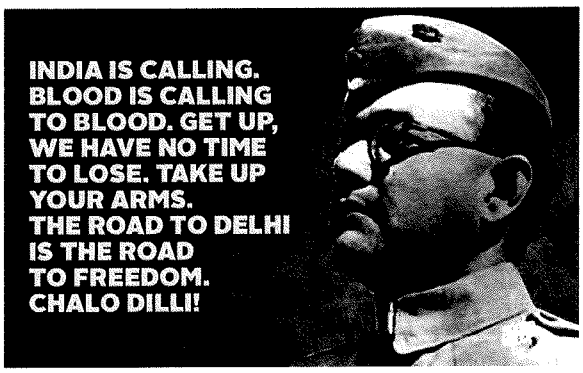

Ramakrishna Vedanta Centres of New Zealand Inc

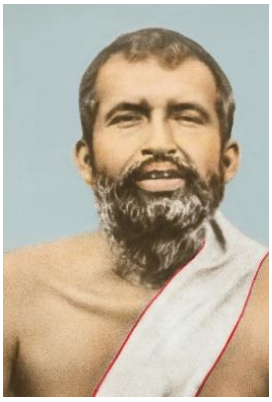

Our Aims and Objectives

- To promote the study, practice and teachings of the Vedanta Philosophy as expoounded by Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi and Swami Vivekananda
- To promote harmony between Eastern and Western thoughts
- To provide spiritual, philosophical and recreational youth activities
- To establish and maintain schools, colleges, libraries, orphanages, workshops and other institutions of learning to study the vedanta Philosophy and spiritual readings
- To organise and conduct meetings, seminars, religious conferences, discourses, letcutres and discussions on religion, philosophy and other spiritual subjects

Opening hours: 19:00 to 20:00 hours

Sat Sang: Alternative Sunday 11:00 to 14;00

©Copyright RKVC New Zealand

What is the Shabd,Nam,word or sound Current

Chander Prakash Satija

The Shabd Nam or Name, Word or Holy Spirit or Naad, Akashwani, or Kalma/Bange –Asmani or Logos are the different names given to divine melody or Sound current by various religions/ cultures followers. It is not a subject matter for speech or writing. In order to make it understand, we can only say this much, namely that it is the quintessence of the Lord and that it sustains millions of universes and regions. it is the soul current of consciousness. It is the Celestial Melody. It is the life current which originates from the Lord and pervades everything. The Lord creates and sustains the entire universe through this great current of power. It gives life to the whole of the creation and can take back every living being to his Original Home or the Lord.

The Lord Himself has been described as the Shabd in form;

"Your Shabd pervades everywhere.

Whatever You wish, comes to pass." (Sikh Guru Ramdas ji)

The founders of all religions regard the Lord as Shabd-incarnate. The oldest accepted religion of the world- the Vedic religion- also sings its praises. It is said in the Sam Veda:

The Primal Sound (Silence) is Brahm.

Gosain Tulsi Das the famous poet author Saint of' RamChrit Manas' says that Nam is greater than both, Ram and Brahm.

Muslim Saints also consider the Shabd to be the Creator of the universe. Shames-i-Tabrez says that all the universe was created out of Shabd and that light came out of it. In Buddhist scriptures it is referred to as sonorous light.

The ancient Greek philosophers also mention this Shabd. Socrates states that he heard within a sound which took him to indescribable spiritual regions. Plato also mentions it. Pythagoras called it the " Music of the Spheres." It is called Logos (the word) in Greek.

The Sound which emanates from the Silence is called the Word. The Christian Bible calls it the Word. It says:

" In the beginning was the Word and the Word was with God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him; and with-out Him was not anything made that was made. St.John

"The grass withers, the flower fades; but the Word of our God shall stand for ever."*Luke*

In the Chinese scriptures, it is called " Tao", meaning the Way or the Word.

The Prophet Zarasthursta of ancient Persia while mentioning the six spiritual powers referred to one another power called Sharosha. This word comes from the Sanskrit root"Sh" which means the power of the Lord which can be heard. It is like the word ' Shabd" which is used by the Saints of India.

In the Zend Avesta, the book of

Zarasthustra, there is a prayer which says "O Mazda(Lord) Send Sharosha to him whom you love."

In the Hathyog Pradeepka the Anhat Shabd or Unstruck Music is highly praised in a large number of verses.

In the Vedas, the divine sound is called Nad(Inner music) or Akashvani(sound from the sky).

Kabir ,all the ten Gurus from GuruNanak onwards,Dadu Sahib,Jagjiwan Sahib,Tulsi sahibDarya Sahib, BabaLal Das, Paltu sahib and many other Indian Saints have taught the practice of listening to the Shabd.

The inner Shabd is super-conscious and infinite. It can neither be heard by the outer ears nor spoken, nor it can be written. It is the unwritten law and the unspoken language .It is beyond speech or writing and is an un-manifest language. It is independent but every thing is sustained by it .It pervades everything. It can be experienced only by the soul. The consciousness or soul merges into the super-consciousness, Shabd. The Sikh Gurus describe It as the true Word or Shabd which is imperishable.

The Gurbani says that one should give all cleverness, and should devote oneself to the True Word and merge in It.

The Rishis (sages) in the Upnishads, have described It as Pranav- that which can be heard by the soul..In other words, it is One that does not need the tongue or the

lips or the palate to sing it. It is the singing by itself.

It is said of Prophet Mohammed that he heard the Eternal sound(Awaz-i-Mustaqim or Anhad shabd for fifteen years. The Prophet said about the Voice of the God.

" It comes to me my ears as do the ordinary sounds.

But God has placed a seal on your ears,

You hear not the Voice of the God."

It is mentioned in the Holy Quran that God said," Be , and it was."In other words the Shabd appeared and the whole of the Universe came into being. The Persian Sufis have called it Wadan, the Divine Sound.

Shabd is of two kinds: (1) Manifest, and (2) inner. The manifest Shabd is called Varnatmik and the inner Shabd is called as Dhunatmik. Knowing the varnatmik Shabd it is possible to know to a certain extent the Dhunatmik Shabd.

On hearing words of love every pore of our being is thrilled with delight. On hearing words that speak of detachment and self effacement, we begin to entertain feelings of detachment and surrender .On hearing harsh words, we become angry . Sweet words produce happiness and bitter words, pain. Words of sympathy give hope and unsympathetic words depress. All these powers are inherent in Shabd.

Names of God such as Ram, Krishan,Keshav,Vishnu, Narayan,Mahesh, Shiv, Hari,Om,various names of divine

Mother like Durga,MahaKali,Sarswati Lakshmi etc,Allah ,Khuda,Rahim,Kareem,VaheGuru, Sahib,Jehovah,Christ,Parmatma etc. many thousand names by which God is described or remembered by Its devotees. But these names are ahad ,dhunatmak and have certain time limit but the Anhad Shabd/Dhunatmak or Name is infinite ,limitless. In fact it is called anaami or without name.

People throughout the whole world make use of Varnatak nam which differ with different people races and countries. Religious books and scriptures are full of them.

Varnatmak names however cannot liberate the soul from the bondage of physical bodies.

The Principle of the Divine Sound: What is the sound or melody? What is its nature ?

Some say that when the two things strike / collide against each other, sound is created. Others say that where there is a motion, there is sound. . Of course, sound is generated by the collision, friction and by motion. All music instruments play on these principles ,but the divine melody or Word described by the Saints is far Superior. This melody sustains the universe and is the distinguishing mark of spirit6uality.

The Sikh Gurus have described as Truth. Because it never perishes. It is true from the beginning and has been through the ages. It is true in the present and shall be true thereafter.

All the Saints agree on one point that "The Shabd Practice can be learned only from a Perfect Master."To get initiated into the Mysteries of Nam and the subsequent inner experience, we have to seek," One who knows."

Through the grace of Lord, He alone realizes the sound on whom He showers His grace.

The Shabd then manifest within him. Thorough Satsang (association with a Saint) and the Satguru. When the Lord is kind, we meet a Master who connects our soul with the Sound .

The Master is Himself the Shabd or the Word made flesh. He alone can manifest the Shabd. The Shabd is a boon from the Master. The Master makes It dwell in our hearts. It is impossible for anyone else to manifest It.

By listening to the Sound all worldly bonds and external attractions are removed. The mind gives up its base desires and one conquers the five enemies- lust, anger, attachment, greed and pride. When the soul gains release from these passions, it soars upward to the spiritual regions.

The melody of Anhad resounds all the time without a break.

"Guru Nanak says: Kalyug has come; sow the seed of Nam.

This is not the season for other practices."

Only Nam or Shabd practice would grant you salvation.

FIRST property management

M 021703567 P 09 2148544 www.rentalsinauckland.co.nz

If you want a good tenant, talk to us.

Special Offer

If you have a rental property, receive a $60 rental appraisal, absolutely free.
$500 off your first year's fees if you sign up for our management service.
(Offer valid till 30th November 2016)

The First Property Management customer experience...

It is refreshing to find someone like Mohijit who is honest, courteous, reliable and always reachable. He has been managing our property for the past 10 years and has treated our home as his own. We wish him all the best and look forward to working with him for many years to come.

R K, Melbourne

Being new landlords we were very nervous in the beginning, not sure of how we would manage the whole process. Mohijit made the whole transition easy and seamless and put our minds at ease. Mohijit is very easy to deal with and very organised. Highly recommend.

Chiradeep and Sonali Banerjee
Auckland

Your peace of mind is our business

Greetings to one and all on the 25th Anniversary of Probasee's Durga Puja.

ভারতীয় নারী ও পাশ্চাত্য নারী

শ্রীমতী স্বপ্না রায়

ভারতে যখন আমরা আদর্শ নারীর কথা ভাবি, তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে। মাতৃত্বেই তাহার আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তাহার শেষ। নারী শব্দ উচ্চারনেই হিন্দুর মনে মাতৃ ভাবের উদয় হয়।

পাশ্চাত্যের নারী-স্ত্রীশক্তি—নারীত্বের ধারনা সেখানে স্ত্রীশক্তিতেই কেন্দ্রীভুত। ভারতের একজন সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারীশক্তি মাতৃত্বে কেন্দ্রীভুত। পাশ্চাত্যে স্ত্রী সংসারের কত্রী, পরন্তু ভারতের পরিবার মাতার কতৃত্বাধীনে। পাশ্চাত্য পরিবারে মা আসিলে তাঁকে থাকতে হয়। আমি তুলনার ঈঙ্গিত মাত্র করছি-এখন নিজেরাই তুলনা করুন।

আপ্নারা যদি প্রশ্ন করেন নারীরূপে ভারতীয় মহিলার স্থান কোথায়? ভারতবাসীও প্রশ্ন করেন মাতারূপে আমেরিকার মহিলার স্থান কোথায়? যাহার নিকট থেকে আমরা এই শরীর পেয়েছি সেই মহিমাময়ী কি স্বরূপা—কে তিনি? যিনি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলেন-তাঁর স্থান কোথায়? যিনি প্রয়োজন হলে আমার জন্যে সহস্রবার জীবন দিতে পারেন-তাঁর স্থান কোথায়-যার স্নেহ, আমার শত অপরাধ, শত পাপ হওয়া স্বত্তেও, চিরকাল সমধারায় প্রবাহিত।

পাশ্চাত্যের নারী একটু মনোমালিন্য হলেই, বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে বিচারালয়ে ছুটে যায়। সেই স্ত্রীর সঙ্গে মায়ের স্থান কোথায় নির্দিষ্ট আছে? ভারতের নারীত্বের পরকাষ্ঠা হলো মাতৃত্বে—সেই অপূর্ব স্বার্থলেশ হীনা, সবংসহা, ক্ষমাশীল মা-ই আদর্শ-মা ভালোবাসার আদর্শ-স্বরূপা, তিনিই পরিবারের করত্রি—পরিবার তাহারি। ভারতে হিন্দু মায়ের স্থান এইরূপ—হিন্দুমতে মা হওয়াই নারী জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ভাওতীয় নারীর এই উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য নারীর উদ্দেশ্য-আদর্শ থেকে কত পৃথক। উভয়ের মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল ব্যাবধান।

বিবাহ সম্বন্ধে ভারত ও পাশ্চাত্যের আদর্শ ভিন্ন। পাশ্চাত্যে বিবাহ আইনের বন্ধন। ভারতে নারীর দৃষ্টিতে বিবাহ স্ত্রী-পুরুষের জন্ম-জন্মান্তরের সমন্ধ ও সামাজিক বন্ধন।

ভারতীয় স্ত্রীকে বলা হয় সহধর্মিনী। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের অর্ধেক পুন্যের ভাগী। পুরোহিত একসঙ্গে বেঁধে দেন গাঠছড়া (বিয়ের সময়) বাঁধার নিয়ম আছে । এই অবস্থায়ই তারা দেবমন্দির ও তীর্থ দর্শন করে থাকেন। ভারতীয় নারীর বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে, মায়ের আদর্শ শ্রেষ্ঠ।

There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing.

মায়ের ভালবাসায় জোয়ার-ভাটা নেই—কেনা বেচা নেই—

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বানীতে উল্লেখ করেছেন—" হে ভারত ভুলিওনা তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী—ভুলিওনা তোমার উপাস্য সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিওনা—তোমার বিবাহ, তোমার ধণ, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়, ব্যাক্তিগত সুখের জন্য নয়, ভুলিওনা তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্তা। ভুলিওনা তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।

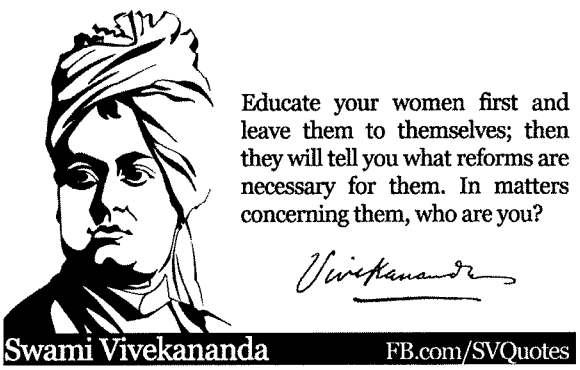

copiesplus

Copy. Print. Stationery.

Special Colour prints *50 or more **19c ea**

1248 Dominion Road
Mt. Roskill
Auckland - 1041
Ph. 09-6207023

- Photocopy
- Plan Print
- Flyer Print
- Brochures
- Lamination
- Fax & Email
- Poster Print
- Business Cards
- Photo Print
- Scans

Business Cards from $18.99 inc. GST

To get a free quote :

E-mail us:
info@copiesplus.co.nz

Website:
www.copiesplus.co.nz

Customer satisfaction is our priority.

ঠাম্মার আইপ্যাড

মিনতি রায়

আজ এক ঠাম্মার কথা বলব – ঠাম্মা মানেই ত হয় পুরনো দিনের কথা, গপ্পো বা পুরনো সব ধ্যান ধারনা। এই ঠাম্মাও যখন ছোট, সেই সময়ের প্রায় সব কিছুই আজকের সাথে ঠিক মেলে না। সব দিকেই এক বিরাট তফাৎ যেন সব সময়ই বোঝা যায়। কিন্তু ধীরে-ধীরে সব দেখতে-দেখতে, শুনতে-শুনতে - এই ঠাম্মাও আর সকলের মতোই, নিজের ও অন্যের প্রয়োজনে সময়ের সাথে চলার চেষ্টার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা শুরু করে । আজকের দিনের নিত্য নতুন আবিষ্কার আর পরিবর্তনের আবহাওয়ায় এই ঠাম্মাও নিজেকে অল্প অল্প করে যুগপয়োগি করার চেষ্টা শুরু করল। সেটা অবশ্যই সময়ের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুয়ায়ী কতটা নিজেকে রপ্ত করা যায় তার উপর নির্ভরশীল ছিল।

ঐ সময় গান শোনা বলতে কলের গানই (গ্রামাফোনে রেকর্ড বাজান) শোনা হতো , এর পর এল রেডিও – এক অবাক করা যন্ত্র । শুধু নব ঘোরাও আর নানা রকমের অনুষ্ঠান শোন। গান, সংবাদ, নাটক, ইত্যাদি- সে এক অবাক করা আনন্দ। রেডিওর দাপট শেষ হল ট্রানজীস্টারের আবির্ভাবে। এ এক আরেক বিস্ময়, এনার আবার নানান রুপ - লম্বা, চ্যপটা ,সড়ু ,মোটা / বড়, ছোট, মেজ / লাল, নীল, কালো, কি নেই। আর মজা হল, এঁকে বগলদাবা বা পকেটস্থ করে অথবা গলায় ঝুলিয়ে যেখানে যা খুশী অনুষ্ঠান শোনার আনন্দ ও স্বতন্ত্রতা ।সময়ের সাথে সাথে এই ছোট্ট ঠাম্মাও বড় হল, পড়াশোনা শেষ করবার পর তার বিয়েও হল। ধীরে-ধীরে সংসারের নানান দায়-দায়িত্ব ঠাম্মাকে আরও ব্যাস্ত করে তুলল। সেই ব্যাস্ততার ফাঁকেই সময়ের নিয়ম মেনে পরিবর্তন কিন্তু থেমে যায়নি। তাই, এবারের অবাক করা চমক – সাদা/কাল টি ভি (টেলিভিসান)। ভীষন অবাক করা ব্যপার-স্যাপার। তখনো সবার পরিবারে টি ভি আসেনি তবে যাঁদের কাছে ছিল, বিকেলে তাঁদের বাড়ীতে টি ভি দেখার ভীড় হত। আশে পাশের পাড়া পড়সিদের বাড়ি হোক বা আত্মিয়সজনের, সন্ধের সময় সে এক বিরাট আনন্দ। ঐ সময় সিনেমাহলে সিনেমা দেখার মতই বাড়ীতে-বাড়ীতে সাদা কালো টিভির পর্দায় নানা রকম অনুষ্ঠান দেখার উৎসাহ। সে এক মজার ব্যাপার। ক্রমশঃ টি ভির রুপ পরিবর্তনের সাথে স্বরুপ ও বদলাল। এবার এল রঙীন টি ভি। এঁর দাপট আরও বেশী। টি ভি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ল- শহর থেকে গ্রামে, বাড়ী থেকে দোকানে, বাস থেকে স্টেশানে-সর্বত্র। যুগের এই অবশ্যম্ভাবি পরিবর্তনের সাথে সাথে ঠাম্মাও ক্রমশঃ অভ্যস্ত হতে লাগল। সময়ের নিয়ম মেনে ঠাম্মার ছেলেরাও বড় হল। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করে চাকরী, তার পর বদলী ও বিয়ে এবং বিদেশে পাড়ি। সময়ের এই পরিবর্তনের ফাঁকেই আরেক যুগান্তকারি রূপান্তর হচ্ছিল টেলিফোনের। ফেলে আসা দিন গুলোতে টেলিফোন আমরা দেখতে পেতাম অফিসে, পোষ্ট মাষ্টার বা রেলের স্টেশান মাষ্টারের কাছে। ক্রমশঃ টেলিফোনও এ গন্ডী ছাড়িয়ে ঢুকে পরল প্রতি বাড়ীতেই, সর্বত্র, এবং নানা রূপে ।

এই সব যুগান্তকারি পরিবর্তনের ফাঁকেই এক বিরাট পরিবর্তন হল আমাদের অভ্যাসে। ঠাম্মাদের সময় চিঠি লেখাটা ছিল এক শিল্প সাহিত্য পর্যায়ে, পরবর্তি কালে তা হয়ে দাঁড়ায় আবিশ্যিক। সময়ের সাথে সেই চিঠি লেখা শিল্প এখন বিলুপ্তপ্রায়। সেই জায়গাটা এখন পাকাপাকি ভাবে ফোনই দখল করে নিয়েছে ও সকলকে হাতের

নাগালে নিয়ে এসেছে। ফোনই এখন ঠাম্মার ছেলে-মেয়েদের, নাতি-নাতনি, পরিবার ও পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ করা বা রাখার মুল মাধ্যম। ক্রমশঃ এও যেন অভ্যাস ও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

এই ঠাম্মাও সময়ের নিয়ম মেনে ধীরে-ধীরে মেয়ে, বৌ, মার পর ঠাম্মা হল। এবং ছেলেদের কাছে বিদেশে এলো। এখানে ঠাম্মার জন্য আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। বস্তুটি হল কম্পয়ুটার। প্রথমবার দেশ ছাড়ার সময় ঠাম্মা কম্পয়ুটারের ব্যাবহার ব্যাংকে ও এয়ারপোর্টে দেখেছিল, তবে বিদেশে সর্বত্রই কম্পয়ুটার। বাড়ী হোক বা দোকান, গাড়ী হোক বা গান – কম্পয়ুটার ছাড়া "নট নড়ন নট চরন" ।সে এক অবাক ও মজার ব্যাপার। সব কাজ নাকি কম্পয়ুটার দিয়ে করা যায়। ঠাম্মার নাতি-নাতনিরা পড়াশুনো করে, সবই নাকি কম্পয়ুটারে। এখানেও রুপ পরিবর্ত্তন বা কম্পয়ুটারের বিবর্ত্তন। টেবিলে বসে কাজ করা থেকে কোলে নিয়ে কাজ- সবই নাকি সম্ভব। ঠাম্মা এই সব আজগুবি ব্যাপার স্যাপার দেখত ও দেখা পর্যন্তই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে ছিল। বোঝা বা ব্যাবহার করার কথাও ভাবত না। দরকার ই বা কি? ছেলে-বৌ-নাতি-নাতনিরা ত আছে, চিন্তা কিসের ? এখানে ফোন আবার চঞ্চল, এক জায়গায় থাকতে চান না। তিনি ঘড়ে-বাইরে, পকেটে-ব্যাগে সর্বত্রই ঘুড়ে বেড়ান। ঠাম্মার আবার ওই ভবঘুরে ফোন অর্থাৎ মোবাইল একেবারেই পছন্দ নয় যদিও ঠাম্মা পরে অনুভব করে এও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার এক অতি প্রয়োজনিয় মাধ্যম।এই ঠাম্মার আবার আছে এক অভ্যস ই বল বা নেশাই বল – বাংলা খবরের কাগজ ও বই পড়া। বিশেষ করে আধাত্মিক। বিদেশ বিভুঁইয়ে হাতের কাছে তা পাওয়া শক্ত, তাই সংগে থাকা বই বা পরিচিতদের নিজস্ব সংগ্রহ বা বাংলা লাইব্রেরির দৌলতে কিছুটা হলেও বই পড়া হচ্ছিল। তবে রোজকার সংবাদপত্র নয়। এর মধ্যে ঠাম্মার ছেলে একদিন এক ল্যাপটপ নিয়ে এসে হাজির, রোজকার বাংলা খবরের কাগজ পড়ার জন্য। সে একবার ঝটিকা কোর্সের মাধ্যমে তার মাকে কম্পয়ুটার শিক্ষা দিয়ে নিশ্চিন্ত, তবে ঠাম্মা কি তা পারে ? তাই নাতির শিক্ষানবিশে কয়েক দিন থেকে কোন মতে ল্যাপটপে নিজে নিজে রোজকার বাংলা খবরের কাগজ পড়া শুরু হল। অবশ্যই হাঁটি হাঁটি পা পা করে। তা বেশ চলছিল কয়েকটা বাংলা খবরের কাগজ পড়া ও মাঝে মধ্যে ইউটিউবে রামায়ন-মহাভারত দেখা। এই সময় ঠাম্মার আর এক ছেলে আইপ্যাড নিয়ে এসে হাজির, ঠাম্মার বৌ তাকে এই উপহারটী দিয়েছে। কি আর করা যায়, ঠাম্মা আবার নাতির শরনাপন্ন। কিছুটা রপ্ত হতেই ঠাম্মা বুঝতে পারল-এ এক আরও মজার জিনিষ। ছোটখাট, হাল্কা, বগলদাবা করে বেশ ঘোরা যায়, চার্য করা ছাড়া সব কিছুই শুধু "টাচ" (স্পর্ষ) করলেই হয়। এতে রোজকার বাংলা খবরের কাগজ পড়া ছাডাও লোকের সাথে কথা বলা যায়, দেখাও যায়, ছবি তোলা যায়, গান কির্ত্তন শোনা যায়, সিনেমা দেখা যায়, চিঠি লেখা যায়, রান্না শেখা যায় - সব ওই "টাচ" করে। নতুন পাওনা, দুরের মানুষের সাথে কথা বলা ও দেখা । এই ঠাম্মা স্বভাব অনুয়ায়ি যতটা না শেখে, ততোধিক ভোলে। তাই আবার নাতিভায়ার শিক্ষানবিশি হয়ে এই ঠাম্মা আইপ্যাড ব্যাবহার রপ্ত করার চেষ্টা শুরু করল। এর মধ্যেই হটাৎ ঠাম্মার ছেলে বিদেশ থেকে ইমেলে এক ছবি পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই ছবি চিনতে পারে কি না? ঠাম্মা বেশ কিছুক্ষণ ছবিটী দেখার পরে স্মৃতি হাতড়ে যাকে চিনতে পারল, সে তার স্কুলের বান্ধবী। ঠাম্মার ত দারুন আনন্দ। এবার সেই স্কুলের বান্ধবীর সাথে কথা বলার ব্যাবস্থা হলো- সে বান্ধবী অতি উৎসাহে স্কুলের আর এক বান্ধবীর হদিস দিল, সেই বান্ধবীও ঠাম্মাকে খুঁজে বার করল। তিন বান্ধবীর এবার অতিতে ফিরে যাবার পালা- স্কুল জীবনের স্মৃতিচারন ও ফেলে আসা কৈশোরের সেই দিনগুলির স্মৃতিরোমন্থন। তিন বান্ধবী তিন মহাদেশে থেকেও, যেন

কত কাছে। ঠাম্মা ভাবছে ছোটবেলার বইপড়া সেই বিশাল পৃথিবীটা কি করে আজ আইপ্যডে ও আইফোনের দৌলতে এখন হাতের মুঠোয় চলে এল।

ঠাম্মার এই চিরন্তন শেখার আগ্রহই তাকে আইপ্যাড সম্বন্ধে আরও কৌতুহলি করে তুলল। ভাবল আর কি কি করতে পারে এই আইপ্যাড যা ঠাম্মাও শিখতে ও ব্যাবহার করতে পারবে ? গান ত সবাই শুনতে ভালবাসে, আইপ্যাড কি পারে গান শোনাতে ? তাই আবার নাতির শরণাপন্ন। জানা গেল সবই পারে এই আইপ্যাড। অবাক কান্ড, সব রকম গানই শুনতে পারা যায় আইপ্যাডে। ভজন-কীর্ত্তন, রবীন্দ্রসংগীত-নজরুল গীতি, পালা কীর্ত্তন-শ্যামা সংগীত, সৎসংগ, সিনেমা, আরও কত কি – সবই এই ছোট্ট আইপ্যাড শোনাতে ও দেখাতে লাগল। ঠাম্মা এবার বিপুল উৎসাহে তীর্থভ্রমন, প্রসিদ্ধ মন্দির দর্শন, বিভিন্ন সৎসংগ, গুরুদর্শনের সাথে সাথে বিশ্বের নানান অজানা তথ্যও বাড়ীতে বসে আইপ্যাডের দৌলতে উপভোগ করতে লাগল। সত্যি, ধন্য এই আইপ্যাড – যে পুরনো দিনের ঠাম্মাকেও নতুন যুগের সাথে চলতে শুধু সাহায্যই করেনি বরং নিত্য নতুন ঘরে বসে নিরাপদে শ্রী গুরুদর্শন ও তীর্থদর্শন করার এক অভুতপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছে।

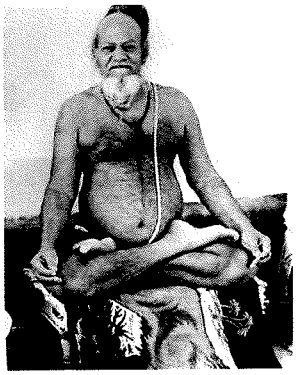

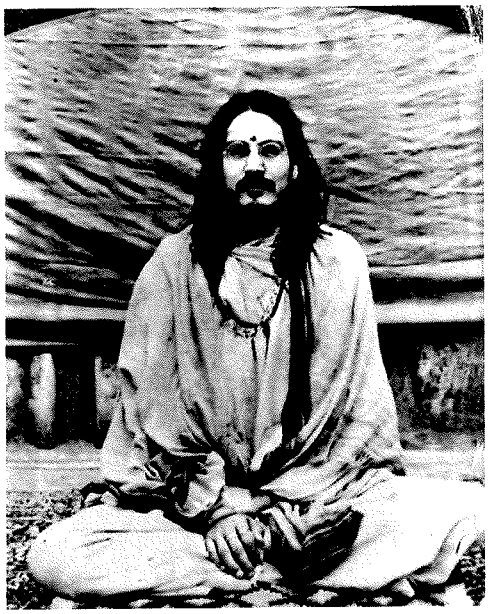

With Best Compliments

From

Mrs. Parul & Mr. Hemant Thaker

Game, Set and Match.

"Quiet Please. Players are ready to play…Roger Federer to serve…"

Shopan Dasgupta.

I am certain the world is familiar with this name and this person. One off the icons of the game of Tennis a great legend and true sportsman. If not then surely upon reading this article you should be. Must remind you what has been written about this man in one line – First there was Tennis, now there is Roger Federer.

A name that will be etched in the history books of Sport. A name that will resonate well after Roger has had his last serve and volley, strung his last Wilson Pro racquet, changed his last Nike sweat band or worn his last Nike T-Shirt. The sheer magnitude of a performance given by a man in the sporting world of men's TENNIS.

It's hard to describe this man. He is a religious experience every time I watch him play. The effortlessness, the poise and the elegance is just too unreal for a physically demanding game that tennis is. The wins and losses are insignificant for his fans; for we know that there will be no one like him ever again, so enjoy while it lasts.

The year was 2003 and I was watching tennis again, thanks to having taken a Sky TV connection in the small room that my wife and myself rented at that time. It was 2003 that a player with this name won Wimbledon. He defeated Mark Philippoussis – the score line 7-6, 6-2, 7-6. The then 21year old had failed to get past the quarter-finals at any previous Grand Slam, but he held his nerve until breaking down in tears after he had clinched victory.

Year 2003 Wimbledon semi-finals – who does Roger play as his opponent. None other than the flamboyant Andy Roddick. Andy's record eventually spoke for the player that he was having reached 4 grand slam finals including three at Wimbledon and won one grand slam title at the US open in 2003. The headline in the newspapers read – Federer destroys Roddick, the score line 7-6, 6-3, 6-3.

Year 2003 – was the start off a journey that made a man Roger Federer what it means to be 'Roger Federer' today. He narrowly finished the year ranked world No 2 behind American Andy Roddick. Year 2004 Roger Federer won 3 grand slam titles – the Australian Open, Wimbledon and the last grand slam of the year the US open. It wasn't until 2009 that Roger won his first French Open.

Slowly but surely the world began to take notice – that here was a man from Switzerland who had taken over the mantle off the tennis world. A man who at that point in his career modelled himself after yet another great of the tennis world Bjorn Borg and played like a man he idolized from Sweden – Stefan Edberg. A man who waltz his way on the tennis courts. Watching Roger and his style of tennis – pure delight. It is just like unwarping a Magnum Ice Cream. Roger Federer is all CLASSY.

There can be another Rafael Nadal; - a determined fighter with physical prowess, there can also be another Novak Djokovic – a smart player with great agility and cracker of a back hand, as sure fighter, a sure scraper but there surely can never be another Roger Federer.

I got hooked onto Tennis once again after a gap of many years. By many years I must say that the last time I really did like a tennis player and followed him and his play and went to great lengths to watch was none other than Ivan Lendl. 1988, 89 and 90 Wimbledon Semi Finals…three years in a row and Ivan doesn't

make it to the finals nor does he end his career with a Wimbledon title. Got me completely heart broken. By the time Ivan Lendl had retired from Tennis in 1994 I had given up watching.

The resurgence was to take place some day and it did. Year 2003 – thanks to Roger. Yet till this date I am glued to Tennis. Despite the fact that the year 2013 wasn't a good one at all and this year 2016 post Wimbledon semi final loss to Milos Raonic, Roger hasn't played due to a knee injury he had suffered earlier this year post the Australian Open semi final match between him and Novak Djokovic.

Over all the years that Roger has played as a professional tennis player -he has re-written the history books. New records have been set, records that may never be broken, records that may take several generation of players to come and go before anything changes. As you all are aware that Roger has won 17 grand slam titles, the 18th title eluding him since Wimbledon 2012.

Federer has won the ATP World Tour Fans Favorite award a record 13 times consecutively (2003–2015) and the Stefan Edberg Sportsmanship Award (voted for by the players) a record 11 times (2004–2009, 2011–2015) both being awards indicative of respect and popularity. He also won the Arthur Ashe Humanitarian of the Year Award twice in 2006 and 2013. He was named the Laureus World Sportsman of the Year for a record four consecutive years (2005–2008).

Roger is also 'human' as every player is. That is also evident from the matches he has lost. He is graceful even in 'defeat'. One of his most memorable losses and one match that could easily be 'argued' as one of the best 'grand slam finals' off all times was the Wimbledon 2008 final against his arch rival and truly another great tennis player of our times Rafael Nadal. The score line read – 4-6, 4-6, 7-6 (7-5), 7-6(10-8) and the fifth and final set 7-9. I seriously do suggest that if you have not watched this particular match before please watch it on You Tube as soon as possible. It is a collector's item.

The other memorable loss – yet again to Rafael Nadal was the 2009 Australian Open. This was yet again another five set thriller and Roger came out losing at the end. A match which Roger for all intensive purpose should have WON. Roger was inconsolable at the post match ceremony and also post-match interview and to this day – this is one match about which Roger has regrets.

Yet two other very infamous losses suffered by Roger at the hands of then rising star Novak Djokovic – 2010 and 2011 semifinals at the US Open Grand Slam tournament. The loss that still hurts Roger and his still feels being robbed of a possible Grand Slam title was the 2011 loss where he had a couple of 'match points' against his opponent to move into the finals. Simply failed to convert. There is one 'return shot' from Novak which is still talked about in tennis circles and described as 'a one off'.

Another very memorable loss – this time to a player ranked 116h in the world ATP rankings and someone who Roger should have brushed aside with ease. Year 2013 and just the second round at Wimbledon a surprise package in Sergey Stakhovsky (Russian player) beats Roger Federer 6-7 (5), 7-6 (5), 7-5, 7-6 (5) capping a wild day at Wimbledon.

Roger Federer – An end of an era

I hated that feeling then, I hate that feeling now. Credit should be given to Sergey Stakhovsky who played the match of his life, but history has proven that more often than not these are one-off miracles. What history also proves is that more and more players are now having these moments against Roger Federer and that is why it is so much more important to not lose faith and most importantly, perspective. Roger has 'aged' in the true sense as well as in the sporting sense of the term. Many great players in the past called it a day and hung their racquets by the age of 30. Roger is 35 and still eager to carry on playing.

Though Federer is finding himself at the losing end of matches more frequently than he would have liked, it is not because of a lack of effort; it is because the player on the other side of the net was better, at least on that given day. But

all of Federer's experience, skill and natural talent is not coming to his rescue as often as he would like and the one question everyone seems to be thinking, if not asking, is "Should Federer hang up his boots now?". Those beautiful customized boots that have won him 17 Grand Slam singles titles (more than any other man in the history of the game) and enabled him to be World No.1 in the rankings for a record 302 weeks.

I am not sure. No one can be. After all, who are we but mere mortals in front of Roger Federer's almost God-like capabilities and inhuman talent. Tommy Haas aged 35, playing and competing so well. Haas is not winning Grand Slams, but he is giving people a fight and isn't that what sport is all about? But simply playing well is not enough for Roger. It never has been and I doubt that people will come to terms with that fact.

Federer loves the sport. It has given him everything – fame, money and success. It has also given him joy and happiness and that is why despite all the heartbreaking losses and sometimes irrelevant comparisons, he has continued to play on. Sometimes you play to win, sometimes you play because you like playing. In no way am I suggesting that Federer is not as competitive now as he was say a year ago, but, perhaps competition is not what drives him any-more.

He has conquered every challenge possible on the tennis court and beyond. His astonishing collection of trophies apart, his consistency on the tour; reaching the finals of all the Grand Slams at least five times, winning 307 Grand Slam matches – more than anyone else ever, ten consecutive Australian Open semifinals, six ATP world tour final wins and an exhaustive list of other accomplishments prove that his love for the game supersedes everything else. This train of thought is important to understand why Federer is important to the game even when he is not lifting those trophies.

Recently 2016 Wimbledon semifinals – Roger Federer lost to Milos Raonic. The score line 6-3, 6-7 (3), 4-6, 7-5, 6-3 Normally, such an event would lead to a bout of depression accompanied with indulgence in the incredibly productive practice of reading every damned article that has the sole virtue of using the word 'Federer' in its title. Overtime, the pain would ease and hope would once again fill the void.

But this time around, I felt no pain. Was it because I had unconsciously given up on the idea of Federer winning an 18th Slam? Possibly. Maybe. But why then, did I follow every game like my life depended on it. So, I mulled over it a little more. When you think about Federer, it doesn't take much time for the word "Role Model" to spring into your mind. Federer has achieved almost everything that involves striking a tennis ball.

But it is only in the last few years that he has truly shown us the man that he is.
And no amount of Djokovic's dominance can touch this aspect of 'The Legend of Roger Federer'.

It is this very realization, that I believe shields me from despair.

In my mind, 'Roger the Man' has overcome 'Federer the Tennis Player' in a tight five setter. While my admiration for his ability to defy geometry remains intact, it is his determination and love for playing tennis that draws me ever so close to him. I rewind back to the Australian Open Victory ceremony for Rafael Nadal.

Just prior to uncontrollably sobbing, Roger seemed to momentarily contemplate retirement.
His words were: "Maybe I'll try again. I don't know. God, it's killing me…" That was the moment that revealed his mortality, but what was to follow would establish that he is one heck of a mortal. After taking a few moments to recompose, he came back onto the podium and delivered the following lines:

"I'll try again"

Go Roger!! Simply the GOAT….Greatest Of All Time.

With Best Compliments

From

Gulati Food and Spices

An Indian Grocery Store

gulatifoodandspices@gmail.com

687 SANDRINGHAM ROAD, MT. ROSKILL, AUCKLAND. PH: 09 620 8685

Durga Puja - Worshipping the Goddess and Promoting the Advancement of all Women

Priyanca Radhakrishnan

Over the years, I have come to realise that there are a number of similarities between Kerala, the state my family is from, and West Bengal. There are similarities in political ideology, a shared love of football and reading and some Gastronomical likenesses such as the abundance of fish in both diets. Both states also share commonalities when it comes to the worship of the Divine Mother.

I have childhood memories of my mother reciting *Stotras*, or Verses, from the Devi Mahatmyam, also known as the Chandi, which is a scripture dedicated to the glory of the Divine Mother. Although part of the Markandeya Purana, it is considered an independent scripture. Particularly for devotees of the Divine Mother from Kerala and West Bengal, the Devi Mahatmyam is an extremely sacred, auspicious and valued scripture.

While I have visited Kolkata a number of times and eaten my fair share of Bengali cuisine, much of my familiarity with Bengali culture and tradition was learnt through my connection with the Ramakrishna Math/Mission, the central component of the worldwide Ramakrishna/Vedanta movement.

My ties with the Ramakrishna Mission were forged at the tender age of three to Sunday classes. We also attended

AAroti regularly and during special occasions. I have grown up in the company of *Sannyasis* (Monks), listening to the story and teachings of Sri Ramakrishna, the Holy Mother Sri Sarada Devi and Swami Vivekananda, playing in the grounds of the Ramakrishna Mission in Singapore (where I grew up), singing *bhajans* every week and acting in dramas organized by the Ramakrishna Mission Sunday class. It is this exposure, to the teachings of Thakur, Ma and Swamiji and the philosophy of Vedanta that has shaped my worldview and underpinned my decisions in life.

Sri Ramakrishna Paramahamsa was born Gadadhar Chattopadhyay in February 1836 in the village of Kamarpukur, in the Hoogli district of West Bengal. Sri Ramakrishna was a devotee of Mother Kali and took over as the priest at the Kali temple in Dakshineshwar at a young age, following the death of his older brother who had been the temple priest till his passing. Sri Ramakrishna was married at a young age to Sarada (later

known as Sri Sarada Devi or the Holy Mother, or simply as Maa). His family was getting worried by his intense spiritual practices and thought that marriage would be a steadying influence on him. Sri Ramakrishna emphasised God-realisation as the supreme goal of all living beings. He explored each of the world's major religions and attained the highest realization through Hinduism, Islam and Christianity in a short span of time. He considered Jesus Christ and Buddha as incarnations of God, and venerated the ten Sikh Gurus. He expressed the quintessence of his twelve-year-long spiritual realizations in a simple dictum: Jato Mat, Tato Path, which translates to 'as many faiths, so many paths.'

Swami Vivekananda, known in his pre-monastic life as Narendra Nath Datta (Naren), was born in an affluent family in Kolkata on 12th January 1863. At a young age, Naren experienced a spiritual crisis, which led him to question the existence of God. At this time, he heard about and went to meet Sri Ramakrishna at the Kali temple. Naren asked him whether he had seen God. Without hesitation, Sri Ramakrishna replied: "Yes, I have. I see Him as clearly as I see you, only much more intensely."
Naren became one of the first disciples of Sri Ramakrishna and it was under his leadership, after Sri Ramakrishna gave up his mortal body, that the monastic order of the Ramakrishna Mission was formed. Naren became Swami Vivekananda – the travelling monk - and travelled the length and breadth of India. He was shocked by the poverty and human suffering he saw and emphasized the need for both spiritual knowledge to give people a higher sense of purpose, but also secular knowledge to lift them out of poverty. Swami Vivekananda was a key figure in the introduction of Vedanta philosophy to the Western world. He travelled to the United States of America, London and gave historic speeches at the 1893 Parliament of Religions in Chicago.

Swami Vivekananda was also vocal about addressing the oppression of women. He often spoke about the equality of men and women as espoused by the Vedas – the same divine consciousness that exists in men also exists in women. He has also spoken about the Vedic age when women were not held back from spiritual knowledge. Scholars like Maitreyi and Gargi were known to have openly challenged rishis in debates. Swamiji highlighted the need to return to a time when women were not discriminated against for India to progress as a nation. It is a message that is as relevant today as it was when Swamiji delivered it.

Sri Ramakrishna promoted gender equality and respect towards women in the way he lived his life. Sri Ramakrishna looked upon Sri Sarada Devi as the manifestation of the Divine Mother. In 1872, on the night of the Phala-Harini-Kali-puja, he worshipped Sri Sarada Devi as Goddess Shodashi, a representation of the Divine Mother.
Durga Puja was first celebrated at Belur Math (the headquarters of the Ramakrishna movement) in 1901, and has been celebrated each year since. During the early years of Ramakrishna Math at Baranagar Durga Puja was conducted on a small scale, without the image, by the disciples of Sri Ramakrishna. However, it was Swami Vivekananda himself who started the first Durga Puja with the image at Belur Math.

Although it was not traditional at the

time for *sannyasis* to conduct ritualistic worship, Swamiji started this tradition at Belur Math for a few different reasons, one of which was to institutionalize respect for the divinity of womanhood.

The empowerment of women is also a message that is contained within the Devi Mahatmyam, or Chandi. The other two messages are God as the Mother – a representation of unconditional love; and the intrinsic power of the Divine Mother to destroy injustice, ignorance and suffering – both within us and without - such that the light of knowledge triumphs over the darkness of ignorance; good triumphs over evil.

As we celebrate Durga Puja, let's celebrate the various attributes of Shakti that are within all of us – the propensity for unconditional love; the power to destroy injustices external to us and the *Avidya* or ignorance that threatens us from within. Let's also reflect on the many barriers that prevent women from advancing and achieving their full potential. We live in a country where violence against women is endemic; where women are paid less than men for similar work and where barriers still exist to prevent women's full participation in leadership positions. As we celebrate and worship the primordial Goddess this Durga Puja, let's also reflect on what we're doing as individuals to change attitudes and behaviors that continue to oppress women and stand in the way of the advancement of all women.

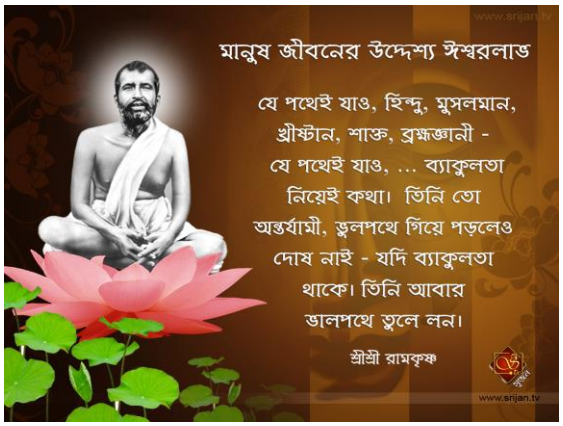

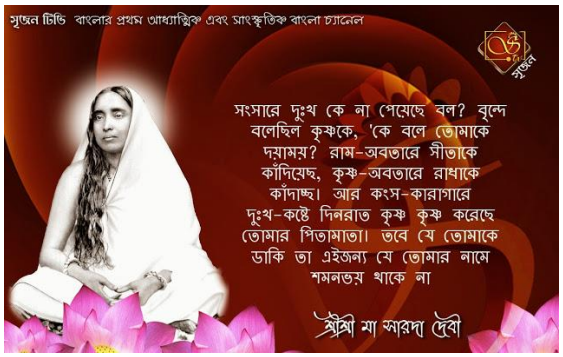

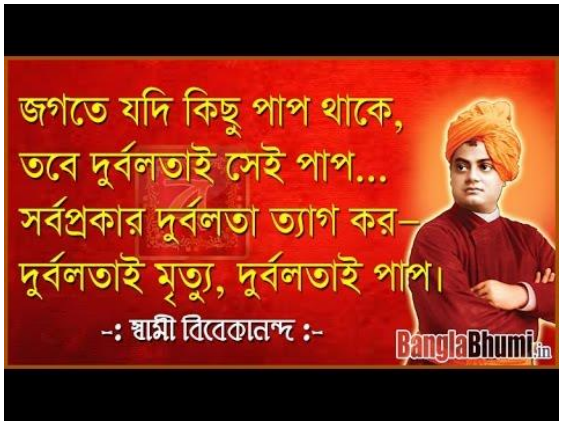

With Best Compliments

From

Skywards Investments Ltd

GILLETTA ROAD, MT ROSKILL, AUCKLAND. PH: 09 627 1669

With Best Compliments

From

Satkar Indian Takeaway
689 Sandringham Road,
Ph: (09) 620 9786

সুকুমার রায়ের

আবোল তাবোল

SPONSORED BY

MONEESH MITTAL

Deliciously Addictive...

Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

572 Sandringham Road Sandringham, Auckland

09 845 55 00

www.eggsandmore.co.nz

eggs&more

SAVE $$$ SAVE $$$ SAVE $$$ SAVE $$$

eggs&more — Deliciously Addictive... Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

$5 OFF

(Min. Order Value $20)

* Terms & Conditions apply

eggs&more — Deliciously Addictive... Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

free

Paneer Lollipop

with any Veg Main Dish ordered

* Terms & Conditions apply

eggs&more — Deliciously Addictive... Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

free

Paneer or Egg Chilli

with any 2 Indo Chinese Dishes

* Terms & Conditions apply

eggs&more — Deliciously Addictive... Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Eat free

on your Birthday

with Family or Friends of 4

* Terms & Conditions apply

eggs&more — Deliciously Addictive... Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

free

Egg Entree

with Egg Cheese Roll

* Terms & Conditions apply

eggs&more — Deliciously Addictive... Indian Veg / Egg Varieties / Indo-Chinese

Tava Bhaji $9

Unlimited for 2 People

Bun Extra

* Terms & Conditions apply

Terms & Conditions: • Only one coupon per visit • Not to be used in conjunction with any other offer. • Valid until 31/01/2017. • Bookings Essential. • Coupons valid for dine-in only. • 1 Free dish per table per coupon. • Valid ID required for the person using "Eat Free" voucher. Must be accompanied with 3 other full paying customers. Birthday person can order 1 main meal for free.

Importers and Distributors of well known brands and quality FMCG products

Urja
Edible Oils, Rice, Flour, Mango Pulp, Spices, Rusks, Biscuits & Tea

Priya Gold
Biscuits & Cookies

MTR
Ready To Eat Meals, Pre-mixes & Almond Drinks

Bikano
Snacks, Sweets & Frozen Foods

Frooti & Appy
Drinks

Midas
Papads, Chutneys, Pickles & Pastes

India Gate
Basmati Rice

Shan
Pre-mixes, Pink Salt, Pastes & Relishes

Ahmed
Pre-mixes, Chutneys & Veg. Jellies

Tea4U
Pure Ceylon, Flavoured & GreenTeas

Jabsons
Flavoured Peanuts & Snacks

AB INTERNATIONAL LTD | *"Bringing Together a World of Goodness"*

T (09) 256 1400 F (09) 256 1402 E orders@abinternational.co.nz

Lotus Supermarket

World of Taste

- Fresh Fruit & Vegetables
- Dry Fruit & Nuts
- Bulk Foods & Spices
- Vegetarian & Halal Products
- Heaps of International Groceries

64 Stoddard Road Mt Roskill 1041
Ph. 09 620 7557 Fax. 09 620 7559
www.lotussupermarket.co.nz